# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1640, Saturday, August 02, 2025 FREE www.parichoy.com


বাংলাদেশের ওপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছি -এস. জয়শঙ্কর

বিস্তারিত ৮ পৃষ্ঠায়

## আরো আছে...


■ ২০% মার্কিন শুল্ক বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য সুসংবাদ'- ৫ম পাতায়

■ শুল্কের বিপরীতে কী দিতে হয়েছে না জেনে প্রভাব বলতে পারছি না বললেন আমীর খসরু- ৫ম পাতায়

■ প্রতিরক্ষা অংশীদারত্ব জোরদারে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সামরিক মহড়া- ৫ম পাতায়

■ ট্রাম্পের অপমানে হতবাক ভারত, 'প্রকৃত বন্ধুত্বে' ফাটল -নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন- ৫ম পাতায়

■ মিয়ানমারের দুর্লভ খনিজের ওপর ট্রাম্পের নজর, নীতি বদলের চিন্তা- ৫ম পাতায়

■ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি, কানাডার ওপর খেপলেন ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ট্রাম্পের হুমকির পর রাশিয়া থেকে তেল কেনা স্থগিত ভারতের - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ বাংলাদেশে বিচার বিভাগ শতভাগ স্বাধীনে কতটা আন্তরিক অন্তর্বতী সরকার?- ৮ম পাতায়

■ বিশ্ব বাণিজ্যের টানাপোড়েন, ঝুঁকিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি-১০ম পাতায়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

# বিশ্বজুড়ে পাল্টা শুল্কে ট্রাম্পের 'জয়', উচ্চমূল্য দিতে হবে সবাইকে

# বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরের ম্যান্ডেট নিয়ে প্রশ্ন

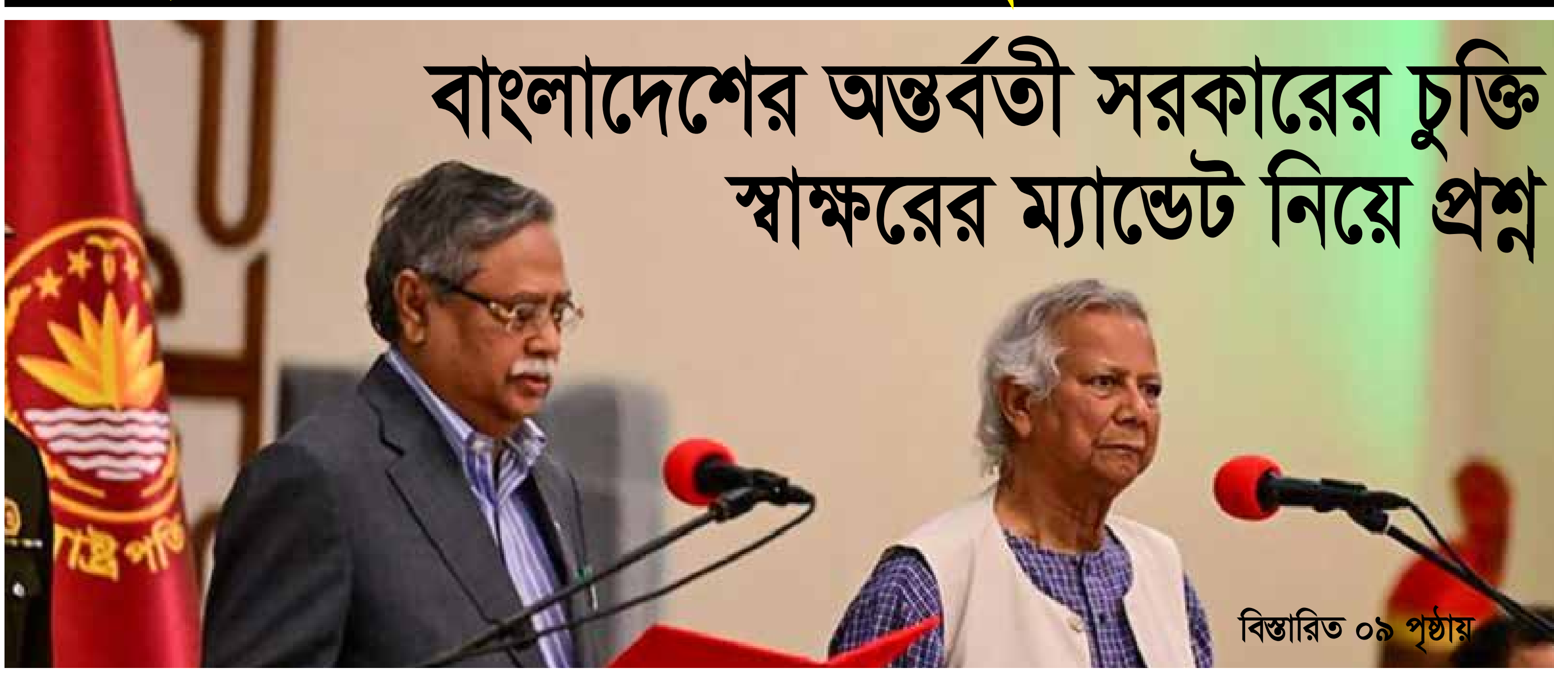

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়


রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of
KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
* Income Tax * Business Tax & Audit
* Sales Tax * Business Setup
* Payroll * IRS Tax Problem resolution
718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed
Proprietary School
Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

# কে কি বললেন

● 'স্যাংচুয়ারি সিটি নীতির কারণে নিউ ইয়র্কে বহু অপরাধীকে নিরপরাধ দেশবাসীর সঙ্গে রাস্তায় ছেড়ে রাখা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক যদি নিজেদের শহরবাসীকে সুরক্ষা দিতে না পারে, আমরা দেব।'- যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনেরাল প্যাম বন্ডি

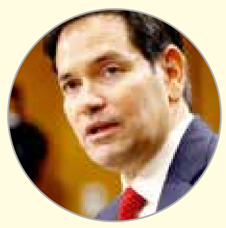

● 'দেখুন, বৈশ্বিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত আমাদের বন্ধু, কৌশলগত অংশীদার। কিন্তু এই মিত্রতা এখন পর্যন্ত শতভাগ পর্যায়ে পৌঁছায়নি।'- ফক্স নিউজকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

● ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্যই নয়াদিল্লি বাংলাদেশের ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগী। বাংলাদেশের ওপর ভারত নিবিড়ভাবে নজর রাখছে। - ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর

● যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হ্রাসের পাশাপাশি বিশ্বের বৃহত্তম ভোক্তা বাজারে প্রবেশের নতুন পথ খুলে গিয়েছে - বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও প্রধান আলোচক ড. খলিলুর রহমান

● তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য-তাদের ক্ষমতার 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' নেই। এখানে সংস্কার না হলে যত সংস্কারই করা হোক, কোনো লাভ হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও সংস্কার দরকার। - বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ

● সংবিধান সংশোধন করতে হলে তা অবশ্যই সংসদে করতে হবে। এর বাইরে সংবিধান সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই। -বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

● বিদেশ থেকে কিছু আঁতেল এসে দেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। - বিশ্বে অনির্বাচিত কারও দ্বারা সংবিধান সংশোধনের নজির নেই মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ

● 'আমি-আপনি-আপনারা, দেশের মানুষ সবাই জুলাইযোদ্ধা। কিছুসংখ্যক জুলাইযোদ্ধা নামে যদি আমাদের বদনাম করে এবং আমাদের ব্যথিত করে, আহত করে। তাহলে স্বাভাবিক কারণে ফ্যাসিস্ট সেখানে সুযোগ পাবে।'- বিএনপি-র যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী।

# ২০% মার্কিন শুল্ক বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য সুসংবাদ’

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনার ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ। এই আলোচনার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা নির্বাহী আদেশের অধীনে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আদেশে ৭০টি দেশের ওপর সর্বোচ্চ ৪১ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান,ওআজ আমরা সম্ভাব্য ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক এড়াতে সক্ষম হয়েছি। এটা আমাদের পোশাক খাত ও এর ওপর নির্ভরশীল লাখ লাখ মানুষের জন্য একটি সুসংবাদ২ তিনি ওয়াশিংটনে বাণিজ্য আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন।তিনি জানান, আমরা আমাদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার অবস্থানও ধরে রাখতে পেরেছি এবং বিশ্বের বৃহত্তম ভোক্তা বাজারে প্রবেশের নতুন সুযোগ তৈরি হলো।

ফলে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগী দেশ শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সমান অবস্থানে থাকছে। এই দেশগুলোর ওপরও ১৯ থেকে ২০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

বিপরীতে, ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ চুক্তি করতে পারেনি। তার ভাষ্য,ওআমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও সক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাবধানে আলোচনা করেছি২ খলিলুর রহমান জানান, আমাদের পোশাক শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়া ছিল শীর্ষ অগ্রাধিকার। তবে আমরা মার্কিন কৃষিপণ্যের ওপর আমাদের ক্রয় প্রতিশ্রুতিকেও গুরুত্ব দিয়েছি। এটি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা লক্ষ্যকে সহায়তা করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি রাজ্যগুলোর সঙ্গে সৌহার্দ্য তৈরি করবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশটি দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে চলা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর এসেছে এবং তার প্রশাসনের শুরুর পর থেকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, দেশগুলোকে শুধু শুল্ক সমন্বয় নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগড়যেমন নন-ট্যারিফ বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

## প্রতিরক্ষা অংশীদারত্ব জোরদারে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সামরিক মহড়া

পরিচয় ডেস্ক : আঞ্চলিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক সমন্বয় এবং সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যৌথ সামরিক মহড়া ‘টাইগার শার্ক’ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ। শনিবার (২ আগস্ট) ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে টেকসই শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এ মহড়াটি। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা একসঙ্গে অংশ নেন বিভিন্ন সমন্বিত প্রশিক্ষণেড়্যার মধ্যে ছিল চিকিৎসা প্রশিক্ষণ, টহল, লক্ষ্যভেদ অনুশীলন, সাঁতার বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

## ট্রাম্পের অপমানে হতবাক ভারত, ‘প্রকৃত বন্ধুত্বে’ ফাটল -নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন নীতিতে ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ এবং কড়া ভাষায় সমালোচনা রীতিমতো বিস্ময় ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে নয়াদিল্লিতে। বিশ্বের অর্ধেক দেশের ওপর শুল্ক বসানোর ঘোষণার মধ্যে আগেভাগেই দুঃসংবাদটি পেয়েছিল ভারত। তবে প্রস্তুতির জন্য এই বাড়তি সময় খুব একটা কাজে আসেনি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এশিয়ার মধ্যে অন্যতম উচ্চহারে শুল্ক আরোপ ছাড়াও ট্রাম্প প্রশাসনের ভাষা ছিল ভারতবিরোধী এবং অপমানজনক। ভারতকে বলা হয়েছে একটি ‘মৃত অর্থনীতি’, তাদের বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে ‘বিরক্তিকর ও কঠিন’। একইসঙ্গে, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনায় অতিরিক্ত জরিমানা আরোপেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

বিপরীতে, ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প এবং তেল অনুসন্ধান চুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

রপ্তানি হুমকির মুখে, বাজারে পতন

ট্রাম্পের শুল্কে ভারতের সবচেয়ে বড় দুটি রপ্তানি খাত ড় ব্যক্তিগত ইলেকট্রনিক্স (১৪ বিলিয়ন ডলার) এবং ফার্মাসিউটিক্যালস (১০ বিলিয়ন ডলার) ড় মারাত্মকভাবে ঝুঁকিতে পড়েছে। বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

## মিয়ানমারের দুর্লভ খনিজের ওপর ট্রাম্পের নজর, নীতি বদলের চিন্তা

পরিচয় ডেস্ক : মিয়ানমারের বিশাল রেয়ার আর্থ বা দুর্লভ খনিজ মজুদের ওপর নিয়ন্ত্রণ পেতে এবং তা চীনের প্রভাব থেকে সরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন নতুন নীতি বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো। এসব আলোচনা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও, এটি কার্যকর হলে দীর্ঘদিনের যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ানমার নীতিতে বড় পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সূত্রগুলো জানায়, ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সামনে দুটি বিপরীতমুখী প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছেড়একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কাচিন স্বাধীনতা বাহিনী বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

## আকস্মিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সংস্থার প্রধানকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান কমার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই দেশটির গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশকারী সরকারি সংস্থা ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিকস (বিএলএস)-এর প্রধানকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পর ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়।

শুক্রবার (১ আগস্ট) নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালের এক পোস্টে ট্রাম্প বিএলএসের কমিশনার এরিকা ম্যাকএন্টারফারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কারণে চাকরির সংখ্যা নিয়ে কারসাজি করার অভিযোগ তোলেন। তবে এ বিষয়ে তিনি কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। খবর বিবিসির।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে ওয়াল স্ট্রিট (যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজার) বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে। যখন অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন যে ট্রাম্পের শুল্কনীতিতে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ঠিক তখনই সরকারি অর্থনৈতিক তথ্যে হোয়াইট হাউসের এমন হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

*সম্পাদক: নাজমুল আহসান*
*Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan*
*37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA*
*Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835*
*Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com*

# রাশিয়ার কাছাকাছি দুটি পারমাণবিক সাবমেরিন মোতায়েনের নির্দেশ দিলেন ট্রাম্প!

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভের হুমকিকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার আশেপাশে দুটি পারমাণবিক সাবমেরিন মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

গত ০১ আগষ্ট শুক্রবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প জানান, সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট মেদভেদেভের হুমকিমূলক মন্তব্যকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গেই নিয়েছেন। পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, "এই ধরনের উসকানিমূলক ও বোকামিপূর্ণ মন্তব্য শুধু কথার কথা নাও হতে পারে এই বিবেচনায় আমি দুটি পারমাণবিক সাবমেরিনকে উপযুক্ত এলাকায় মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছি।"

মেদভেদেভ বর্তমানে রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের উপ-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ৩১ জুলাই বৃহস্পতিবার তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যেন

ভুলে না যায়, সোভিয়েত যুগের 'শেষ অস্ত্র প্রয়োগের সক্ষমতা' এখনো মস্কোর হাতে আছে।

এই মন্তব্যের পরপরই ট্রাম্পের তরফে আসে জবাব, যা বিশ্ব রাজনীতির উত্তেজনাপূর্ণ প্রেক্ষাপটে নতুন করে আলোড়ন তুলেছে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে এই পদক্ষেপকে ওয়াশিংটনের একপ্রকার 'সিগন্যালিং' হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যদিও এটি সরাসরি সংঘর্ষের সূচনা নয়, তবে এর মাধ্যমে ট্রাম্প মূলত রাশিয়ার প্রতি কড়া বার্তা দিয়েছেন যে, হুমকির ভাষা বরদাস্ত করা হবে না। বর্তমানে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনশীল।

এই প্রেক্ষাপটে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর এমন পাল্টাপাল্টি অবস্থান আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে।

# তেলের গন্ধে বদলাচ্ছে বন্ধুত্ব: ভারতকে ফেলে পাকিস্তানে ঝুঁকছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : দুই প্রতিবেশী, দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। মাঝে ছিল এক 'বন্ধু'ভ্রার নাম আমেরিকা। বন্ধুটি কখনো একিকে যায় তো, কখনো আবার অন্যের দিকে ঝোঁক। সম্পর্কের এই জটিল রসায়নের নতুন নাটকীয় মোড় এসেছে হোয়াইট হাউসের অন্দরমহল থেকে। ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় ইনিংসে সেই মোড় যেন সোজা দিল্লি থেকে ঘুরে গিয়েছে ইসলামাবাদের দিকে।

এক সময় পাকিস্তানকে 'মিথ্যেবাদী' বলে খোঁটা দেওয়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হঠাৎ করে যেন খুঁজে পেয়েছেন ইসলামাবাদের সঙ্গে পুরনো কোনো হারানো আত্মীয়তা।

আর সেই আত্মীয়তার এক ঝলক দেখা গেল গত ৩০ জুলাইড়যেদিন ভারতকে ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্কে ঠেলে দিয়ে ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

# ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি, কানাডার ওপর খেপলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : কানাডা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণার পর তাদের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করা 'খুব কঠিন' হয়ে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।তিনি বলেন, 'ওয়াও! কানাডা এখনই ঘোষণা করেছে যে তারা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সমর্থন দিচ্ছে। এটা আমাদের পক্ষে তাদের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করা খুব কঠিন করে তুলবে। ওহ কানাডা!!!'

কানাডার আগে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের পক্ষ থেকেও ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতির ঘোষণা এসেছে।

কানাডার এমন ঘোষণার প্রায় ১২ ঘন্টা পর, ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে দেওয়া পোস্টে এসব কথা বলেন। ট্রাম্পের এই বাণিজ্য হুমকি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ট্রাম্পের 'লিবারেশন ডে' নামে পরিচিত নতুন শুল্ক কার্যকর হতে যাচ্ছে।

মূলত যেসব *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

# যুক্তরাষ্ট্রে স্মার্টফোন রফতানিতে চীনকে পেছনে ফেলল ভারত

পরিচয় ডেস্ক : প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে স্মার্টফোন রফতানিতে চীনকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে ভারত। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রীত স্মার্টফোন উৎপাদনে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে দেশটি। ট্রাম্পের শুল্কনীতি এড়াতে অ্যাপলের উৎপাদন কার্যক্রমের একটি বড় অংশ ভারতে স্থানান্তর করায় এমন পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে করছেন অনেকে। খবর সিএনএন ও গ্যাজেটস থ্রিসিক্সটি। গবেষণা সংস্থা ক্যানালিসের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা স্মার্টফোনের ৪৪ শতাংশ ভারত থেকে এসেছে। গত বছরের একই সময়ে এ সংখ্যা ছিল ১৩ শতাংশ। এছাড়া দেশটির বাজারে সরবরাহকৃত ভারতে তৈরি স্মার্টফোনের মোট পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানীকৃত স্মার্টফোনের মধ্যে চীনে তৈরি ডিভাইস নেমে এসেছে ২৫ শতাংশে। এটি গত বছরের একই সময়ে ছিল ৬১ শতাংশ। ফলে চীন এখন যুক্তরাষ্ট্রে স্মার্টফোন রফতানিতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয়

স্থানে উঠে এসেছে ভিয়েতনাম।

ক্যানালিসের প্রধান বিশ্লেষক সনয়ম চৌরাসিয়ার মতে, ভারতের এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে চীন থেকে অ্যাপলের উৎপাদন সরানোর দ্রুত উদ্যোগ। আমেরিকা ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যসংক্রান্ত অনিশ্চয়তার কারণে অ্যাপল ভারতের দিকে ঝুঁকেছে।

তিনি বলেন, 'অ্যাপল এখনো চীনের কারখানাগুলোকে স্মার্টফোন তৈরির জন্য প্রধান ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির বাইরে আছে স্মার্টফোন এবং অন্যান্য সেমিকন্ডাক্টরযুক্ত ইলেকট্রনিকস পণ্য। ফলে চীনে তৈরি আইফোনগুলো সর্বোচ্চ শুল্কের আওতায় পড়েনি। তবে অ্যাপলের সিইও টিম কুক মে মাসে জানিয়েছেন, এ;সব পণ্যের ওপর এখনো কমপক্ষে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপিত রয়েছে। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

# মার্কিন নতুন শুল্ক বৃদ্ধিতে 'হতাশ' কানাডার প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক : কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার পণ্যের ওপর শুল্ক ৩৫ শতাংশে উন্নীত করার সিদ্ধান্তে তার সরকার 'হতাশ' হয়েছে। শুক্রবার এ কথা বলেন তিনি।

ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, এক নির্বাহী আদেশে ট্রাম্প এই শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করেন। তবে ২০২০ সালে স্বাক্ষরিত যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তি (ইউএসএমসিএ)-র আওতায় থাকা অনেক পণ্য এই নতুন হারে শুল্কের বাইরে থাকবে।

ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, তিনি বিশ্ব বাণিজ্যব্যবস্থা পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে বহু দেশের ওপর নতুন করে ব্যাপক শুল্ক

আরোপ করছেন।

ওয়াশিংটনের অভিযোগ, কানাডা ফেন্টানিলসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্যের প্রবাহ ঠেকাতে "সহযোগিতা করতে ব্যর্থ" হয়েছে। যদিও কানাডীয় সরকার জানিয়েছে, তারা *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

# বিশ্বজুড়ে পাল্টা শুল্কে ট্রাম্পের ‘জয়’, উচ্চমূল্য দিতে হবে সবাইকে

গত এপ্রিল মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যের ওপর ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে। যে ঘোষণা অস্থির করে তোলে বিশ্ব অর্থনীতিকে। তারপর বেশিরভাগ শুল্ক বাস্তবায়ন স্থগিত করতে বাধ্য হন ট্রাম্প। চার মাস পর, আবারও বিশ্বজুড়ে দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপ করলেন ট্রাম্প। আর এই শুল্ক আরোপ ও বাণিজ্য চুক্তিকে নিজের সাফল্য হিসেবে অভিহিত করছেন তিনি।

ট্রাম্প কিছু বাণিজ্য অংশীদারের সঙ্গে চুক্তি করেছেন আর অন্যদের ওপর একতরফাভাবে শুল্ক চাপিয়েছেন। তবে এবার দেশগুলো কিছুটা প্রস্তুতই ছিল বলা যায়। যে কারণে গত এপ্রিলের মতো অস্থির অর্থনীতির দেখা মিলছে না।

বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পুনর্বিন্যাস করতে চান ট্রাম্প। অন্তত এই দাবিতেই শুল্ক আরোপ বাড়িয়েছেন তিনি। ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন নতুন রাজস্বের, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার এবং দেশে শত শত বিলিয়ন ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসার ও মার্কিন পণ্য কেনার চুক্তির। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই প্রতিশ্রুতির কতটা বাস্তবায়ন হবে বা এর নেতিবাচক ফলাফল কতটা পড়বে সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এখন পর্যন্ত যা পরিষ্কার, তা হলো, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর আগেই যেখানে বৈশ্বিক মুক্ত বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে কমছিল, সেখানে ট্রাম্পের পদক্ষেপ সেটিকে রীতিমতো এক ঢেউয়ে পরিণত করেছে, যা পুরো বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বদলে দিচ্ছে। যদিও এখনও সেই পরিবর্তনের পূর্ণ প্রভাব বোঝা যায়নি। কারণ এমন পরিবর্তনে ফলাফল সামনে আসে দেরিতে। অনেক দেশের জন্যই এই শুল্ক আরোপ এক ধরনের সতর্কবার্তা হিসেবে এসেছে। বাণিজ্যিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তায় নতুন জোট গঠন নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

ফলে, স্বল্পমেয়াদে ট্রাম্প যা ‘জয়’ হিসেবে দেখছেন, সেটি তাঁর বৃহত্তর কৌশলিক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## কার ওপর কমল শুল্ক, কার ওপর চাপল নতুন কর?

পরিচয় ডেস্ক : ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্ক হার কার্যকর হচ্ছে আজ শুক্রবার থেকে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন এক ধরনের অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার সময়সূচি বেশ কয়েকবার পেছানো হয়েছিল; শুরু হয় ২ এপ্রিল ‘স্বাধীনতা দিবস’ থেকে, পরে সেটি ৯ জুলাই এবং অবশেষে আজকের দিন পর্যন্ত স্থগিত ছিল। ২ এপ্রিলের ওই দিনটিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘স্বাধীনতা দিবস’ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। ওই সময় তিনি দাবি করেছিলেন, চলতি বছরের ৯০ দিনের মধ্যে ৯০টি বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হবে। কিন্তু বাস্তবতা তার থেকে ভিন্ন, কারণ ১২০ দিনের মধ্যে মাত্র ৮টি চুক্তি হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আটটি দেশের বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্য (৮ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

## ট্রাম্পের হুমকির পর রাশিয়া থেকে তেল কেনা স্থগিত ভারতের

পরিচয় ডেস্ক : রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ না করলে মার্কিন পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই গত এক সপ্তাহ ধরে রুশ তেল কেনা বন্ধ রেখেছে দিল্লি।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল শোধনাগারগুলো গত এক সপ্তাহ ধরে রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ রেখেছে। কারণ চলতি মাসে রাশিয়ার তেলের ছাড় কমেছে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মস্কো থেকে তেল কেনার ব্যাপারে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ ভারত সমুদ্রপথে পরিবাহিত রুশ অপরিশোধিত তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা।

দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি প্রধান রিফাইনারি প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## ‘বন্ধুরাষ্ট্র’ ভারতের পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ভারতকে ‘বন্ধুরাষ্ট্র’ হিসেবে উল্লেখ করলেও দেশটির পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ বুধবার বাংলাদেশ সময় বিকেলের দিকে ট্রাম্প এই ঘোষণা দেন। আগামী ১ আগস্ট থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন ট্রাম্প। ভারতকে ‘বন্ধুরাষ্ট্র’ বললেও চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের কারণে মোদি প্রশাসনের ওপর অসন্তুষ্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারতীয় বাজারে মার্কিন পণ্যের ওপর চড়া হারে শুল্ক নেওয়া হয়। এই কারণেই এমন শুল্কহার আরোপ করেছেন তিনি। এছাড়াও, ভারত ১ আগস্ট থেকে একটি জরিমানার মুখোমুখি হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন ক্ষমতাধর দেশটির এই প্রেসিডেন্ট। যদিও সেই ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

ট্রুথ স্যোশালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘মনে রাখবেন, ভারত আমাদের বন্ধু হলেও, বছরের পর বছর ধরে তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা তুলনামূলকভাবে খুব কম হয়েছে। কারণ ওরা অনেক বেশি শুল্ক নেয়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি হারে শুল্ক নেওয়া দেশগুলোর মধ্যে একটি। ওদের সঙ্গে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## ব্রাজিলের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রাজিলের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। শুল্ক সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশে ব্রাজিলের প্রধান বেশ কয়েকটি রপ্তানি পণ্য উচ্চ কর আরোপের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কমলার রস, কিছু বিমানের যন্ত্রাংশ এবং জ্বালানি পণ্য।

এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা বিধিবহির্ভুতভাবে ‘বিচারের আগেই আটকের’ অনুমোদন এবং ‘মত প্রকাশের স্বাধীনতা’ দমন করার অভিযোগে ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক আলেকজান্দ্রে দে মোরেসের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন।

বিচারক মোরেস ব্রাজিলের সাবেক ডানপন্থি প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে তদন্তে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ২০২২ সালের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর বলসোনারো ও তার সহযোগীরা অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করেছিলেন অভিযোগে এই তদন্ত চলছে।

বলসোনারো এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বিচারক মোরেসকে ‘স্বৈরাচারী’ বলে অভিহিত করেছেন।

মোরেসের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পরপরই ব্রাজিলের ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর আদেশে সই করেন ট্রাম্প।

চলতি মাসের শুরুতে ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি চিঠিতে উচ্চ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন ব্রাজিলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে।

এতে ট্রাম্প ব্রাজিলকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর ‘আক্রমণ’ এবং বলসোনারোর বিরুদ্ধে ‘হয়রানিমূলক ব্যবস্থা’ নেওয়ার অভিযোগ করেন।

এই আদেশে ব্রাজিলে ‘রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিপীড়ন, ভীতি প্রদর্শন, হয়রানি, সেন্সরশিপ এবং বলসোনারোর বিচারের’ সঙ্গে সরাসরি শুল্ক আরোপের কথাও বলা হয়েছে।

অন্যদিকে, ব্রাজিল হুমকি দিয়েছে যে - যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত যেকোনো শুল্কের পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

চীনের পর যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিলের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার, তাই এই শুল্ক বৃদ্ধি দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। সূত্র: বিবিসি

# বাংলাদেশে বিচার বিভাগ শতভাগ স্বাধীনে কতটা আন্তরিক অন্তর্বতী সরকার?

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে যে আশা তৈরি হয়েছিল সেটা কি আদৌ বাস্তবে রূপ নিয়েছে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনো অনেকটা পথ বাকি।

বিচারকেরা কি স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে সিদ্ধান্ত দিতে পারছেন, নাকি মব সন্ত্রাসের ভয় তাদের প্রভাবিত করছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে একাধিক আইনজীবী এবং আইন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেছে জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে।

বিচারে প্রভাব ফেলছে মবের ভয়?

হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ-এইচআরপিবি এর প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন, "বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টে যারা প্র্যাকটিস করে, তারা সবাই বলছে, জজ সাহেবরা এখন ভয়ে অর্ডার দিতে সাহস পাচ্ছেন না। কোন রায় দিলে কোনটা কী হয়ে যায়!চ

গণঅভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর যে দাবিগুলো উঠেছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল বিচার বিভাগকে আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীন করা, যাতে সরকার বা সংস্থা বা অন্য যে-কোনো গোষ্ঠীর চাপের বাইরে থেকে আদালত তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। শেখ হাসিনার শাসনামলে নিয়োগ করা প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারকেরা আন্দোলনকারীদের একাংশের দাবির মুখে পদত্যাগে বাধ্য হওয়ার পর অন্তর্বতী সরকার নতুন প্রধান বিচারপতি এবং বিচারক নিয়োগ করে।

কিন্তু এরপর থেকে আদালত চত্বরে আসামি এবং আইনজীবীদের ওপর হামলা, বিচারাধীন বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, এমনকিনানা মামলা ও অভিযোগে জামিন, কারাদণ্ড ইত্যাদি বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে নানা পক্ষের কথা আদালতের স্বাধীন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে বলে মনে করছেন মনজিল মোরসেদ।

তিনি বলেন, "আগের সময় যেটা ছিল, রাজনৈতিক মামলা বা সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোতে কিছু কিছু রায় স্বেচ্ছায় দিতেন পক্ষে, আবার কিছু কিছু ভয়ও ছিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকেই (এস কে সিনহা) যেহেতু দেশছাড়া করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাদের আবার কী অবস্থায় হয়- এই ভয়টা আগে ছিল। সেটা ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে। আর বর্তমানে যেটা হয়েছে, সেটা সর্বক্ষেত্রে।" *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

## বাংলাদেশের ওপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছি -এস. জয়শঙ্কর

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেছেন, ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্যই নয়াদিল্লি বাংলাদেশের ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগী। বাংলাদেশের ওপর ভারত নিবিড়ভাবে নজর রাখছে। ভারতের পার্লামেন্ট লোকসভায় বর্ষাকালীন অধিবেশনে এক এমপির প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। দেশটির সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অধিবেশনে বিজেপির এক এমপি বলেন- সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সালতানাত-ই-বাংলা নামের একটি ইসলামপন্থি গোষ্ঠী তথাকথিত 'গ্রেটার বাংলাদেশ' নামের একটি মানচিত্র প্রকাশ করে। ভারতের একাধিক রাজ্য সেই মানচিত্রে বাংলাদেশি ভূখণ্ড হিসেবে প্রদর্শন করা হয়।

জবাবে জয়শঙ্কর বলেন, আমরা এ ইস্যুতে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। সরকারি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## বিদেশ থেকে কিছু আঁতেল এসে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়: মেজর (অব.) হাফিজ

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বে অনির্বাচিত কারও দ্বারা সংবিধান সংশোধনের নজির নেই মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, বিদেশ থেকে কিছু আঁতেল এসে দেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। শনিবার (২ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে (আইইবি) এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

হাফিজ বলেন, সংস্কার একটাই হওয়া উচিত তা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে ভোটের জন্য কেউ জীবন দেয়নি। শুধু শুধু আমেরিকা-ইউরোপের আইডিয়া দিয়া লাভ কী? মানুষ তার জনপ্রতিনিধি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে চায়।

তিনি আরও বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণ সম্ভব। নির্বাচিত সরকার ছাড়া বিনিয়োগ আসবে না, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। অনুষ্ঠানের আয়োজক সংগঠনের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী হেলাল উদ্দীন তালুকদারের সভাপতিত্বে প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামানের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## পিআর বনাম এফপিটিপি, বাংলাদেশে ঐক্যের টেবিলে বিভেদের কাঁটা

পরিচয় ডেস্ক : গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানের পর একটি স্থিতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আশায় যখন পুরো জাতি উন্মুখ, ঠিগত বছর ক তখনই নির্বাচনি পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য এক নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে গত কয়েক মাস ধরে সক্রিয় থাকা 'জুলাই অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক জাতীয় ঐক্য' যে ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে ছিল, পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) ইস্যুকে কেন্দ্র করে সেখানে এখন স্পষ্ট বিভক্তি। দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী বিএনপিকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে একের পর এক সমাবেশ করছে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। এতে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, চূড়ান্ত নির্বাচনের আগেই যদি এমন ভাঙন শুরু হয়, তবে বৃহত্তর সরকারবিরোধী আন্দোলন আদৌ আর কতটা কার্যকর থাকবে।

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে ক্ষমতাসীন অন্তর্বতীকালীন সরকারের ঐকমত্য কমিশনের টেবিলেই নয়, বরং রাজপথেও উত্তাপ ছড়াচ্ছে। বিশেষ করে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট এবং জামায়াতে ইসলামীসহ বেশ কয়েকটি ইসলামি দলের মধ্যে এই বিভেদ এখন স্পষ্ট, যা আগামী দিনের রাজনীতির জন্য একটি অশনি সংকেত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ঐক্যে ফাটল স্পষ্ট

ঐক্য কেবল ঘোষণায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর বাস্তবিক প্রয়োগেও ফাটল ধরেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দুটি *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

## জাতীয় সংসদের নির্বাচনে লড়বেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, জানাল বিএনপি

পরিচয় ডেস্ক : বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা শারীরিক সমস্যার কারণে গত জানুয়ারি মাস থেকে ব্রিটেনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মে মাসে বাংলাদেশে ফিরলেও এখনও রাজনীতিতে তাঁর তেমন সক্রিয়তা দেখা যায়নি।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের পরবর্তী নির্বাচনে লড়বেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাঁর দল বিএনপির তরফে গত ৩০ জুলাইবুধবার এ কথা জানানো হয়েছে।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু বুধবার দলের এক

সভায় বলেন, ''দেশে এখন যা অবস্থা, ফেব্রুয়ারির আগেই নির্বাচন হতে পারে। হয়তো জানুয়ারিতেও হয়ে যেতে পারে। আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়া সুস্থ আছেন। নির্বাচন হলে তিনি অংশগ্রহণ করবেন।''

বাংলাদেশে দ্রুত নির্বাচিত সরকার বেছে নেওয়ার দাবি উঠতে শুরু করেছে গত কয়েক মাস ধরে। বিএনপি ধারাবাহিক ভাবে এই দাবি তুলে আসছে। দলের চেয়ারপার্সন খালেদা শারীরিক সমস্যার কারণে গত জানুয়ারি মাস থেকে ব্রিটেনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসাপর্বের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরের ম্যান্ডেট নিয়ে প্রশ্ন

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাজের পরিধি আসলে কতটা? চাইলেই কি এ সরকার সব বৈদেশিক চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ইত্যাদি স্বাক্ষর করতে পারে?

ঢাকায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের অফিস স্থাপনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্টসহ (এনডিএ) আরো আরো কিছু চুক্তিরও সমালোচনা হচ্ছে। সমালোচনা আছে চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে বিদেশিদের সঙ্গে চুক্তি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে গমও উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি নিয়েও। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, তারা জনগণের স্বার্থবিরোধী কিছু করছে না। এই ধরনের চুক্তি করার ম্যান্ডেট আছে বলেও দাবি সরকারসংশ্লিষ্টদের। রাখাইনে জরুরি ত্রাণ সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘকে করিডোর দিচ্ছে - এই আলোচনায় এখন ভাটা পড়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে এখন কোনো কথা হচ্ছে না। শুরুতে সরকারের দিক থেকেই বিষয়টি সামনে আনা হয়েছিল। কিন্তু সমালোচনার মুখে সরকার বলেছে, জাতিসংঘের সাথে সরকারের এ ধরনের কোনো করিডোর বা প্যাসেজ নিয়ে আলোচনাই হয়নি। আরো জানানো হয়েছে, বিষয়টি সরকারের বিবেচনাতেও নেই।

কিন্তু জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অফিস এখন বাংলাদেশে অনস্বীকার্য বাস্তবতা। ১৮ জুলাই থেকে তারা বাংলাদেশে কাজ শুরু করেছে। মানবাধিকার কমিশনের অফিস নিয়ে আলোচনার শুরুতেই এর বিরোধিতা করে হেফাজতে ইসলামসহ কয়েকটি ইসলামী দল এ উদ্যোগের সমালোচনা করে প্রতিবাদ কর্মসূচিও পালন করে তারা। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-সহ কিছু বামপন্থি দলও এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। এখন বিএনপি এবং এনসিপিও এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ মঙ্গলবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, "বাংলাদেশের চেয়ে ফিলিস্তিনের গাজার মানবাধিকার পরিস্থিতি অনেক বেশি খারাপ। কিন্তু সেখানে জাতিসংঘের বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

# সংসদের বাইরে সংবিধান সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই বললেন আমীর খসরু

পরিচয় ডেস্ক : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সংবিধান সংশোধন করতে হলে তা অবশ্যই সংসদে করতে হবে।

এর বাইরে সংবিধান সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই।

শনিবার (২ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর নীলক্ষেতের আইসিএমএবি মিলনায়তনে বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় তিনি এ কথা বলেন।

সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারগুলো এখনও আলোচনা হচ্ছে জানিয়ে আমীর খসরু মাহমুদ বলেন, সংবিধানের যদি কোনো সংশোধন করতে হয়, তাহলে সেটা সংসদের মধ্য থেকে করতে হবে। সেটার জন্য ম্যান্ডেট জনগণের থেকে নিতে হবে প্রত্যেকটি দলকে।

তিনি আরও বলেন, স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি কোনো পরিবর্তন আনতে হয়, সংসদের বাইরে সেটা করার কোনো সুযোগ নেই।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, যারা বাংলাদেশের আগামীর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছে, নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

# ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়েই চলছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার!

পরিচয় ডেস্ক : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপেক্ষা করছেন বলে অভিযোগ করেছেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা।

তারা বলছেন, একমাত্র গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন ছাড়া অন্য কোন কমিশনে নেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ। এমনকি সরকার এতকিছু সংস্কার করছে, সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নেতাদের কোন মতামত নেওয়া হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে দেশে সংখ্যালঘুরা উদ্বিগ্ন, তাদের মধ্যে বাড়ছে শঙ্কা।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) মনীন্দ্র কুমার নাথ বলেন, ''সামনে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা শঙ্কার মধ্যে আছি, শঙ্কা আরও বাড়ছে। ২০০১ সাল থেকেই নির্বাচনের সময় ও পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হওয়া একটা সংস্কৃতি হয়ে গেছে। আবার এই সরকার যে আমাদের গুরুত্ব দিচ্ছে তাও না। কোন একটা কমিশনেও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি রাখা হয়নি, শুধুমাত্র গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন ছাড়া। সংবিধান সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

# বাংলাদেশে সংসদের উচ্চকক্ষ হবে ১০০ আসনের, পিআর পদ্ধতিতে মনোনয়ন

পরিচয় ডেস্ক : পিআর পদ্ধতিতে ১০০ আসনের উচ্চকক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় ধাপের সংলাপের ২৩তম দিনের মধ্যাহ্ন বিরতির পর এ সিদ্ধান্তের কথা জানান কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

তিনি বলেন, 'উচ্চকক্ষ গঠনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য রয়ে গেছে। দীর্ঘ আলোচনার পরও ঐকমত্য না হওয়ায় উচ্চকক্ষের সদস্য মনোনয়নের পদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্ব কমিশনের ওপর ন্যস্ত হয়। বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

# 'ব্যাংকের ৮০ শতাংশ টাকাই নিয়ে গেছে, বাংলাদেশ পুনর্গঠনে লাগবে ৩৫ বিলিয়ন ডলার'

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের র্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, দেশে এখন কোনো প্রতিষ্ঠান ভালো নেই। বিগত সরকার ব্যাংক খাতের ৮০ শতাংশ অর্থ নিয়ে গেছেড়্যা পুনর্গঠনের জন্য ৩৫ বিলিয়ন ডলার লাগবে বলে জানিয়েছে আইএমএফ। এ ছাড়া আইনের ব্যত্যয় তো হয়েছেই, সেই সঙ্গে প্রক্রিয়াগুলোও ধ্বংস করা হয়েছে।

গত শনিবার (২৬ জুলাই) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমানের লেখা বই 'অর্থনীতি, শাসন ও ক্ষমতা: যাপিত জীবনের আলেখ্য' প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সালেহউদ্দিন আহমেদ।

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'মানুষগুলো তো রয়েই গেছে। মানুষগুলোর কোনো পরিবর্তন হয়নি। অনেকে বলে সব বাদ দিয়ে দাও। কিন্তু সেটা সম্ভব না। এ জন্য মাথায় হাত বুলিয়ে, ধমক দিয়ে কাজ করাতে হচ্ছে।'

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্যড়তাদের ক্ষমতার 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' নেই। এখানে সংস্কার না হলে যত সংস্কারই করা হোক, কোনো লাভ হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও সংস্কার দরকার।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'গত বছরের আগস্টে যখন এই সরকার দায়িত্ব নেয়, তখন দেখা গেছে এ রকম অবস্থা বিশ্বে কোথাও নেই। অর্থনৈতিক বিপর্যয় হয়েছে। বিগত সরকার ব্যাংক খাতের ৮০ শতাংশ অর্থ নিয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, আইএমএফ বলেছে, বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের পুনর্গঠনের জন্য ৩৫ বিলিয়ন ডলার লাগবে। যদিও আইএমএফ প্রাথমিক হিসেবে বলেছিল ১৮ বিলিয়ন ডলার লাগবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লেখক হোসেন জিল্লুর রহমান। বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

# বিশ্ব বাণিজ্যের টানাপোড়েনে, ঝুঁকিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের বিগত সরকারের সময়ে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে অর্থনীতিতে ধস নামে। অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করলেও এখনো সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। বিশ্ব বাণিজ্যের টানাপোড়েনে আছে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

সামনে রয়েছে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। বিনিয়োগকারীদের আস্থা আসছে না। বাড়ছে না শিল্প বিনিয়োগ। অন্তর্বর্তী সরকারের নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও অর্থনীতি এখনো সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পরিকল্পনা কমিশনের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। এটি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রণীত জাতীয় পর্যায়ের একটি পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ব বাণিজ্যের প্রভাব পড়েছে দেশের অর্থনীতিতে। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও রাজস্ব আদায় বাড়েনি, বেড়েছে ঘাটতি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিভক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর আন্দোলনে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম সংঘটিত হয়। এসব কারণেও রাজস্ব সংগ্রহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারের পর্যাপ্ত আয় না থাকায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমেছে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) অর্থনৈতিক হালনাগাদবিষয়ক ওই প্রতিবেদনে দেশের অর্থনীতির গতিপথ নিয়ে বলা হয়েছে, চ্যালেঞ্জের মধ্যেও চলতি জুলাই মাসে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে।

জাতিসংঘে টেকসই উন্নয়নবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামেও প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সময় ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে আরও ছিলেন এসডিজির প্রধান সমন্বয়কারী লামিয়া মোর্শেদ এবং এসডিজি মহাপরিচালক শিহাব কাদের।

বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ অত্যন্ত কম রয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, এর অন্যতম কারণ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

## ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে আমদানি কমেছে, বিনিয়োগে স্থবিরতা

পরিচয় ডেস্ক : বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে কমেছে আমদানি ব্যয়। এ সময় সবচেয়ে বেশি কমেছে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি। সেই সঙ্গে কমছে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি। টানা সাত মাস বিনিয়োগের অন্যতম এই সূচকটি ৭ শতাংশে ঘোরাফিরা করছে। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ সূচক কমে যাওয়ায় দেশে বিনিয়োগ এবং শিল্পে স্থবিরতা বার্তা দেয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্যানুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে মোট ৬১ বিলিয়ন বা ৬ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে, যা এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চেয়ে ৭ শতাংশ কম। আগের অর্থবছরে আমদানি হয়েছিল ৬ হাজার ৫১৪ কোটি ডলারের পণ্য। তবে পরিমাণের দিক বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

## জুলাইয়ের ৩০ দিনে বাংলাদেশে এলো ২.৩৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স

পরিচয় ডেস্ক : চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ের ৩০ দিনে প্রায় ২.৩৭ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাস করা প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বাংলাদেশি টাকায় বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

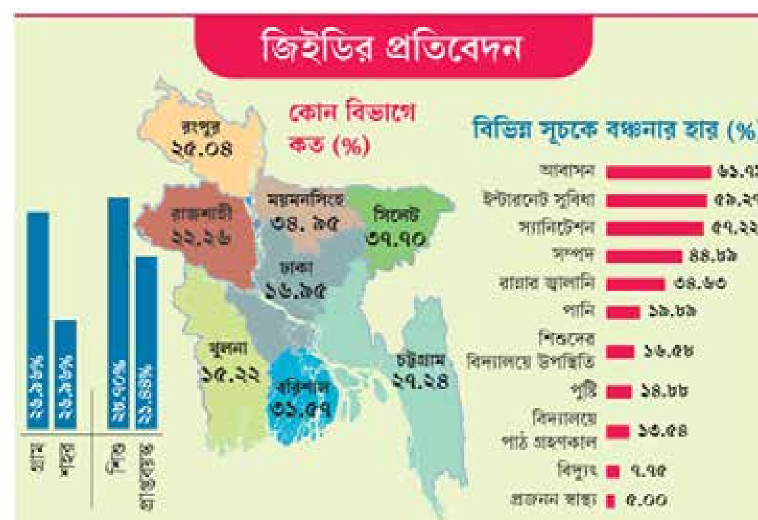


## বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে বাংলাদেশের চার কোটি মানুষ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের প্রায় চার কোটি মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। প্রায় ২৪ শতাংশ বা প্রতি চারজনের মধ্যে একজন মানুষ বসবাস করছে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে। এ ধরনের দারিদ্র্যের হার শহরের তুলনায় গ্রামে প্রায় দ্বিগুণ। প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের মধ্যে বেশি। সবচেয়ে বেশি সিলেট বিভাগে। আর জেলাভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি বান্দরবানে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) প্রকাশিত 'ন্যাশনাল মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স (এমপিআই) ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এক সেমিনারে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের ওপর এটিই প্রথম কোনো প্রতিবেদন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী। জিইডির সদস্য ড. মনজুর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আখতার, ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেলিগেশনের প্রথম কাউন্সিলর এডউইন কুককোক প্রমুখ।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক কী

বিশ্বের দারিদ্র্য পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও দারিদ্র্য পরিমাপে মৌলিক চাহিদার ব্যয়ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয় ও ব্যয় জরিপে অর্থমূল্যভিত্তিক দারিদ্র্যের এই হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু জাতিসংঘ ও অর্থনীতিবিদদের মতে, এ ধরনের পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের সব দিক ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বঞ্চনার প্রকৃত চিত্র ওঠে আসে না। তাই দারিদ্র্য-বঞ্চনার বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ দিতে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক অনুসরণ করতে বলা হয়েছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি)।

জিইডির বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে ২০১৯ সালের বিবিএস মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভের (এমআইসিএস) তথ্যের ভিত্তিতে। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার মানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বিশ্লেষণ করে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য পরিস্থিতি দেখা হয়েছে। এ জন্য বিবিএস, ইউনিসেফ, বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

## প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ছাড়ালো ৪ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক : ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের বার্ষিক বিদেশি ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইআরডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে আসল ও সুদ বাবদ প্রায় ৪.০৮৭ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে। এটি দেশের ইতিহাসে এক অর্থবছরে সর্বোচ্চ ঋণ পরিশোধের রেকর্ড।

এটি আগের অর্থবছরে (২০২৩-২৪) প্রদত্ত পরিশোধের পরিমাণ ৩.৩৭২ বিলিয়ন ডলার থেকে ২১.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইআরডির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আসল পরিশোধ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৫৯৫ বিলিয়ন ডলার। এটি আগের অর্থবছরের ২.০২ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ২৮.৮ শতাংশ বেশি। সুদ পরিশোধের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১.৪৯১ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১.৩৪৯ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১০.৫ শতাংশ বেশি।

ইআরডি কর্মকর্তারা জানান, গত এক দশকে বিভিন্ন বড় প্রকল্প ও বাজেট সহায়তার জন্য নেওয়া বিদেশি ঋণের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ায় ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বেড়েছে।

ঋণ পরিশোধ বৃদ্ধি পেলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নতুন বৈদেশিক ঋণ চুক্তি ও ঋণ বিতরণ উভয়ই কমেছে। বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE

DHCARE HOMECARE

LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন

লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT

DHCARE NY LLC

(718) 459-0180

FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

# ‘বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের চেয়ে ভালো, তারা কেন ভারতে আসবে?’

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ তুলতেই সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে ভারতে কেউ আসে না, কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক সূচকে ভারতকে ছাড়িয়ে এখন অনেক ভালো অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। জিডিপি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো- সব দিক থেকেই বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় এগিয়ে। বাংলাদেশিদের ভারতে আসার কোনো কারণই নেই।’

মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) এক সর্বভারতীয় ইংরেজি গণমাধ্যমে ভার্চুয়াল সাক্ষাৎকারে এমন বক্তব্য দেন তিনি। সাক্ষাৎকারের একপর্যায়ে নারী সঞ্চালক যখন বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন করেন, তখন রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কৃষ্ণনগরের সংসদ সদস্য মহুয়া।

সঞ্চালকের উদ্দেশে তিনি পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, ‘কোথায় সেই ব্যাপক অনুপ্রবেশ? কারা ভারতে আসছে? কেনইবা কেউ ভারতে আসবে? আমি নিজে সীমান্তবর্তী এলাকার সংসদ সদস্য। আপনি বলুন তো, এখনকার বাংলাদেশি কেন ভারতে থাকতে চাইবে?’

তিনি বলেন, আমার এলাকা নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর, যার অপরপ্রান্তেই কুষ্টিয়া জেলা। সেখানকার জিডিপি, স্বাস্থ্য ও মানব উন্নয়ন সূচকসহ অনেক দিকেই বাংলাদেশ এখন ভারতের চেয়ে ভালো করছে। দয়া করে মোদিজি ও অমিত শাহজিকে বোঝান, পৃথিবীর সবাই ভারতে আসতে মরিয়া- এমন ভাবনা থেকে যেন বেরিয়ে আসেন তারা।

মহুয়া মৈত্র আরও বলেন, গত তিন বছরে প্রায় ১১ লাখ ভারতীয় নাগরিক দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। যারা একসময় ভারতে বসবাস করতেন, ট্যাক্স দিতেন, তারাই এখন স্থায়ীভাবে অন্য দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। কেউ আর ভারতকে ‘স্বপ্নের দেশ’ বলে ভাবছে না। বরং ভারত থেকে মানুষ এখন দুবাই, পর্তুগাল, ইউরোপীয় দেশগুলিতে পাড়ি দিচ্ছে। ‘গোল্ডেন ভিসা’ পাওয়ার জন্য ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত খরচ করছেন অনেকে।

সঞ্চালক যখন বলেন, দরিদ্র বাংলাদেশিরা তো এত টাকা খরচ করে বৈধ অভিবাসনের সুযোগ নিতে পারবে না, তখন মহুয়া স্পষ্টভাবে বলেন, ‘আমি বাংলাদেশিদের নয়, ভারতীয়দের কথা বলেছি যারা বিদেশে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনি দয়া করে মাথা থেকে এই ভ্রান্ত ধারণা ঝেড়ে ফেলুন *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

## ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারে মুখ খুললেন নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন

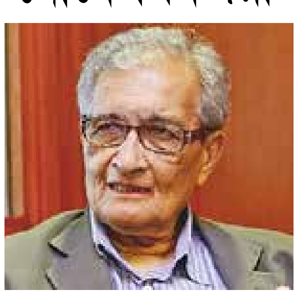

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তিনি বলেছেন, ‘বাঙালিদের ওপর যদি অত্যাচারুঅবহেলা করা হয়, আমাদের আপত্তি থাকবে। তবে এটা শুধু বাঙালির প্রশ্ন নয়, গোটা ভারতের বিষয়।’

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন গতকাল বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতনের নিজ বাসভবন প্রতীচীতে ফিরে এসে গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে এ কথা বলেন।

পশ্চিমবঙ্গজুড়ে যখন বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা হেনস্তা হচ্ছেন, তখন সরব হয়ে এ কথা বলেছেন অমর্ত্য সেন। তিনি বলেন, ’হেনস্তার শিকার সে বাঙালি হোন, পাঞ্জাবি হোন, মাড়োয়ারি হোন, আমাদের আপত্তি করার কারণ থাকবে।’

অমর্ত্য সেন বলেন, *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

## ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়াকে ১০ দিনের সময় দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়াকে ১০ দিনের সময় দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধে এখন থেকে ১০ দিনের সময় আছে। এরই মধ্যে যুদ্ধ থামানো না হলে মস্কোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) এয়ার ফোর্স ওয়ান বিমানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ‘যুদ্ধ বন্ধ না হলে আমরা শুল্ক আরোপ করব এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নেব।’

তিনি বলেন, ‘আমি জানি না এতে রাশিয়ার কিছু হবে কি না, কারণ মনে হয় ওরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায়। তবে আমরা শুল্কসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব। এতে কাজ হবে কি না, দেখা যাবে।’ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## জার্মানিতে মসজিদ ভেঙে ফেলার নির্দেশ

পরিচয় ডেস্ক : জার্মানির স্টুটগার্টের কাছে লাইনফেল্ডেন- এশটারডিংগেন শহরের কাউন্সিল একটি নির্মাণাধীন মসজিদ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।আজ বৃহস্পতিবার জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চলতি বছরের মধ্যে নিজেদের খরচে কোলনের ইসলামিক সংগঠন পরিচালিতএই মসজিদটি ভেঙে ফেলতে হবে।

অ্যাসোসিয়েশন অফ ইসলামিক কালচার সেন্টার ২০১৪-তে এই মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পায়। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী, চার বছরের মধ্যেই এই নির্মাণ কাজ শেষ করার কথা ছিল। সেই সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার কারণেই এই নির্দেশ দিয়েছে কাউন্সিল।

এর পরে আইনি যুদ্ধেও কাউন্সিলের পক্ষে রায় দেয় আদালত। কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত হয়, তারা এই মসজিদের জন্য অন্য কোনো জায়গা খোঁজায় সাহায্য করবে। যদিও ইসলামিক সংগঠনটি জানায় তারা মসজিদটি ভাঙবে না।

জার্মানিতে বর্তমানে প্রায় ৪৩ থেকে ৪৬ লাখ মুসলিম বসবাস করে, যা দেশটির তৃতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়।

## গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৬০ হাজার ৩০০ ছাড়াল

পরিচয় ডেস্ক : অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের অব্যাহত হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৮৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। একই সময়ে আরও ৫৫৪ জন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১ আগস্ট) এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। খবর আনাদোলু এজেন্সি’র।

বিবৃতিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত ৮৩ জনের মরদেহ গাজার বিভিন্ন হাসপাতলে আনা হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ৫৫৪ জন।

এ নিয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় প্রাণহানির সংখ্যা পৌঁছেছে ৬০ হাজার ৩৩২ জনে। একই সময়ে আহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৬৪৩ জনে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, দখলদার বাহিনীর বোমা হামলায় অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছেন। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও লোকবলের অভাবে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ত্রাণের খাবার নিতে আসা ফিলিস্তিনিদের ওপরও হামলা করছে ইসরায়েলি বাহিনী। শুক্রবার (০১ আগস্ট) গাজার বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ নিতে এসে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে ৫৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৪০০ জন।

২৭ মে থেকে এ পর্যন্ত খাদ্য ও ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৮৩ জন এবং আহত হয়েছে ৯ হাজার ২১৮ জন।

# KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

## WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

## Our Services in New York Counties

**We Provide The Following Home Care Services**

- HHA (Home Health Aide)
- PCA (Personal Care Assistant)
- CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

### Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

**NYS Department of Health LHCSAs**

**Main Office**
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

**Jamaica Office**
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

**Mohammed Hasem, EA, MBA**
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

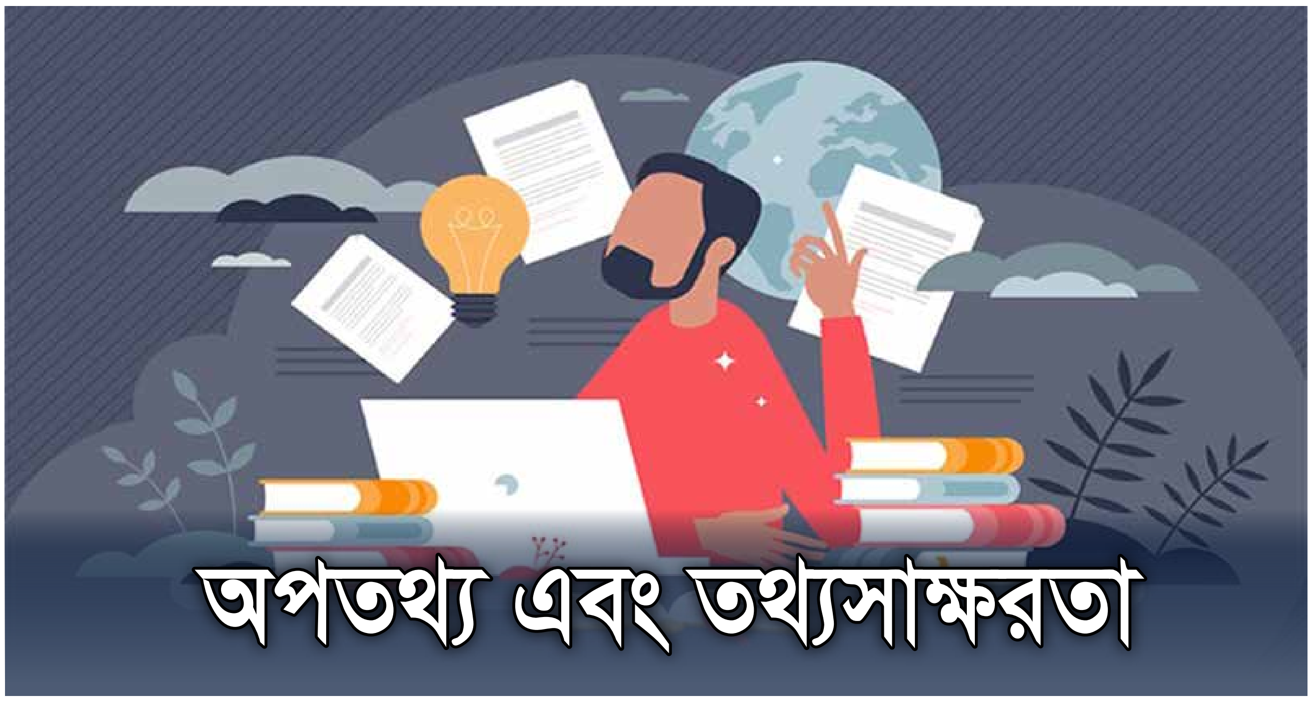

# অপতথ্য এবং তথ্যসাক্ষরতা

শারীফ অনির্বাণ

প্রযুক্তি সভ্যতায় পৃথিবী প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। প্রযুক্তির কল্যাণে অভিনব সম্ভাবনা যেমন হাতছানি দিচ্ছে, তেমনি নেতিবাচকতা যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। ডিজিটাল যুগের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনার একটি হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ। এই তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে মানুষ যেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তেমনি সমাজ বদলের রূপকার হয়ে উঠতে পারে। এর সুফল যেমন আছে, তেমনি অপব্যবহার ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বের ভয়াবহ একটি সামাজিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে অপতথ্য বা মিসইনফরমেশন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও অপতথ্য এখন আর নিছক একটি ডিজিটাল সমস্যা নয়, বরং এটি পরিণত হয়েছে একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংকটে।

প্রযুক্তি ও ডিজিটাল মাধ্যমে প্রবেশাধিকার সহজ হওয়ার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, টিকটক ইত্যাদি অপতথ্য ছড়ানোর মাধ্যমে এক ধরনের 'তথ্য সন্ত্রাস'-এর পরিবেশ সৃষ্টি করছে। ডিডব্লিউ একাডেমির (২০২২) গবেষণা বলছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অপতথ্য ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম হলো ফেসবুক, যার মাধ্যমে ৭৫ শতাংশ ভুয়া খবর ছড়ানো হয়।

এ ছাড়াও বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলে ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েস ও ছবি জুড়ে দিয়ে বিকৃত নিউজ বানিয়ে ছড়ানো হয়।

আবার মূলধারার গণমাধ্যমের মতো কাছাকাছি নাম ব্যবহার করে ভুয়া নিউজ পোর্টাল তৈরি করে মনগড়া, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে। এসব ভুয়া খবর মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দ্রুত।

ফলে পরিচিত কেউ শেয়ার করলে মানুষ যাচাই না করেই বিশ্বাস করে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছেন। ২০২৩ সালে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৬৭ শতাংশ কখনও না কখনও ভুয়া খবর শেয়ার করেছেন যাচাই না করেই। এর ফলে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এমনকি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রিউমার স্ক্যানার বাংলাদেশের তথ্যমতে, ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসেই বাংলাদেশে ৮৩৭টি অপতথ্যের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে, যার ৪১ শতাংশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যে কোনো পাবলিক ফিগার, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, গোষ্ঠী, মতাদর্শ বা দলকে কেন্দ্র করে উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তি তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর চেয়েও বিপজ্জনক বিষয় হলো, এই অপতথ্যের একটি বড় অংশ ছড়ানো হচ্ছে ফটোকার্ড, ভুয়া ভিডিও এবং নামসদৃশ নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে।

এই সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম পথ হলো তথ্যসাক্ষরতা বা ইনফরমেশন লিটারেসি। তথ্যসাক্ষরতা বলতে বোঝায় তথ্য খোঁজা, যাচাই, বিশ্লেষণ ও সচেতনভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা।

এটি এমন ধরনের দক্ষতা, যা ব্যক্তিকে কোনো তথ্য গ্রহণ করার আগে সেটি যাচাই, বিশ্লেষণ, যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করাসহ তথ্যের উৎস জানা ও সংশ্লিষ্ট উৎসকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে শেখায়। একজন তথ্যসাক্ষর ব্যক্তি কখনোই মিথ্যা শেয়ার করেন না, বরং তথ্যের সত্যতা বুঝে সিদ্ধান্ত নেন। এই দক্ষতা মানুষকে ভুয়া তথ্য, গুজব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভ্রান্তিকর সংবাদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

বিশেষ করে শিক্ষার্থী, তরুণ সমাজ ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে তথ্য গ্রহণের আগেই যাচাইয়ের মানসিকতা তৈরি করতে না পারলে ভবিষ্যতে সামাজিক ভারসাম্য বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তথ্য গ্রহণের আগে যাচাই, সত্য ও গুজবের পার্থক্য নিরূপণ এবং শেয়ারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়া এই অভ্যাসই পারে আমাদের এই নীরব সংকট থেকে রক্ষা করতে। আজ যে মিথ্যা অন্যকে আঘাত করছে, কাল সেটি ফিরেও আসতে পারে আমাদের দোরগোড়ায়। তাই সময় এসেছে অপতথ্যের মুখোমুখি হওয়া এবং তথ্যসাক্ষর নাগরিক গড়ে তোলার।

তথ্যসাক্ষরতা এখন আর বিলাসিতা নয়। বরং একটি তথ্যসমৃদ্ধ, সচেতন, জ্ঞানভিত্তিক ও দায়িত্বশীল সমাজ গঠনের জন্যই তথ্যসাক্ষরতার বিকাশ এখন ভীষণ জরুরি শারীফ অনির্বাণ, শিক্ষক ও পিএইচডি গবেষক, ইজমির, তুরস্ক।

ঢাকার দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

# কার্টুন কি সাংবাদিকতা?

খলিল রহমান

সংবাদপত্রে কার্টুনিস্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। একবার এক অনুষ্ঠানে আমার এক বন্ধু আমাকে 'সাংবাদিক' বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। পাশ থেকে একজন বলে উঠলেন, 'আরে, আমি তো ওনাকে চিনি, উনি তো সাংবাদিক নন, কার্টুনিস্ট।'

আমি দুটি পরিচয়েই গর্বিত বোধ করি। কার্টুনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আছে বলেই তো আমি কার্টুনিস্ট। আর সাংবাদিকতা তো বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের সমাজে এটা একটা সম্মানজনক পরিচয়।

তবে কার্টুন আর সাংবাদিকতা কি দুটো আলাদা পেশা? একজন কার্টুনিস্টকে কি সাংবাদিক বলা যায়? আমাদের সমাজের উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এ প্রশ্ন রয়ে গেছে।

অভিজ্ঞতা থেকে অনেকটা নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা, কার্টুন কোনো সাংবাদিকতা নয়। মজার ব্যাপার হলো, এ ধারণা শুধু সাধারণ মানুষের নয়, আমাদের সংবাদপত্রেরও অনেকেরই।

অথচ কার্টুন অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সাংবাদিকতা। তবে অবশ্যই সব কার্টুন সাংবাদিকতা নয়। কার্টুনের অনেক শাখা রয়েছে। যেমন কমিক স্টিপস, গ্রাফিক নোবেল, ক্যারিকেচার, গ্যাগ কার্টুনসহ বিভিন্ন ধরনের কার্টুন রয়েছে।

এসব কার্টুন কি সাংবাদিকতার অংশ? একদমই নয়। তাহলে আধুনিক সংবাদপত্রে কার্টুনের কোন শাখাটি একটি শক্তিশালী সাংবাদিকতা হিসেবে স্বীকৃত?

আমেরিকার প্রেস ইনস্টিটিউট বলছে, সাংবাদিকতার প্রধান চারটি লক্ষ্য হলোঢ়

এক. জনগণকে তথ্য প্রদান।

দুই. ক্ষমতার জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

তিন. গণতান্ত্রিক বিতর্ক সৃষ্টি করা।

চার. জনস্বার্থে কাজ করা।

সাংবাদিকতার প্রধান এই চার লক্ষ্যই থাকে রাজনৈতিক বা সম্পাদকীয় কার্টুনে। এ জন্যই কার্টুনের এই দুটি শাখাই সাংবাদিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত।

একটি রাজনৈতিক বা সম্পাদকীয় কার্টুনে সমসাময়িক বিষয় থাকে, সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিশ্লেষণ থাকে, ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন ভুলত্রুটির সমালোচনা থাকে। ফলে কার্টুন গণতান্ত্রিক বিতর্ক তৈরি করে, যা সাংবাদিকতারই অংশ।

জন হার্ট কার্টুনিস্ট সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন। তাঁর 'পলিটিক্যাল কার্টুনস অ্যান্ড দ্য প্রেস' বইয়ে বলেছেন, একজন কার্টুনিস্ট একই সঙ্গে রিপোর্টার, বিশ্লেষক ও সমালোচকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি এঁকে বাস্তবতাকে তুলে ধরেন।

কার্টুন নিছক কোনো ব্যঙ্গাত্মক আঁকিবুঁকি নয়; বরং একটি কার্টুনে থাকে ফান, থাকে বার্তা, থাকে একটি ঘটনার বিশ্লেষণ।

একটি কার্টুনে জটিল রাজনৈতিক বিষয়কে এমনভাবে তুলে ধরা যায়, অনেক সময় অনেক পৃষ্ঠা লিখেও যা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যেখানে বাকস্বাধীনতা সংকুচিত, সেখানে কার্টুন হয়ে উঠতে পারে সত্য প্রকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যম। কেননা, কার্টুনে পরোক্ষভাবে যেকোনো জটিল বিষয়কে তুলে ধরা যায়। তবে সব কার্টুন যেমন সাংবাদিকতা নয়, তেমনি সব কার্টুন রাজনৈতিক বা সম্পাদকীয় কার্টুন নয়। একটা ভালো মানের ড্রয়িং একটা ভালো শিল্পকর্ম হতে পারে, ভালো ক্যারিকেচার হতে পারে কিংবা ভালো একটা ইলাস্ট্রেশন হতে পারে।

একটা ভালো মানের কার্টুন মানে মোটেই ভালো ড্রয়িং নয়; বরং এতে অবশ্যই একটা বার্তা থাকতে হবে। একঝলকেই পাঠক, দর্শক যেন সেই বার্তাটা পেয়ে যেতে পারেন।

ছোট্ট ফ্রেমে আঁকা একটা কার্টুনই তুলে ধরতে পারে একটি ঘটনা, প্রেক্ষাপট বা রাজনৈতিক অবস্থার পুরো চিত্র। এখানে ড্রয়িং প্রকাশের একটা মাধ্যম মাত্র। কার্টুনে কী বার্তা দেওয়া হচ্ছে, সেটাই মুখ্য।

ধরুন, আপনি একটা কিছু লিখেছেন। হাতের লেখাটা অসাধারণ সুন্দর। দেখে হয়তো চোখ জুড়াবে। কিন্তু কী লিখেছেন, তা কারও বোধগম্য নয়. অর্থাৎ লেখার বক্তব্য অস্পষ্ট, কী বলতে চেয়েছেন, তা পরিষ্কার নয়।

তাহলে এ সুন্দর হাতের লেখাটা অনেকটা মূল্যহীন। তেমনি সুন্দর ড্রয়িং দেখে হয়তো আমরা মুগ্ধ হব, কিন্তু কার্টুনে যদি কোনো বার্তা না থাকে বা কী বলতে চাওয়া হয়েছে, তা যদি বোধগম্য না হয়, তাহলে সেটাকে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

MUNA CONVENTION 2025
AUGUST 8TH - 10TH, 2025
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER, PA
TORCHBEARERS OF ISLAM
SPREADING THE FAITH GLOBALLY
REGISTER NOW
WWW.MUNACONVENTION.COM
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM DALOUER HOSSAIN
SAMI HAMDI
MOHAMMAD ELSHINAWY
DR. ALTAF HUSAIN
IMAM TOM FACCHINE
HAMZAH ABDUL-MALIK
IMAM SIRAJ WAHHAJ
ASIF HIRANI
SH. ABDUL NASIR JANGDA
LECTURE SERIES • CHILDREN RIDES • CULTURAL EVENTS • BAZAAR
YOUTH PROGRAMS • MATRIMONIAL SERVICES • SISTERS PROGRAMS
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
WWW.MUSLIMUMMAH.ORG

# কমলাকান্তকে কি বলা যাবে এই ‘বাংলাদেশ সবার’

**এম টি ইসলাম**

কমলাকান্ত রায়। রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার একজন সাধারণ মানুষ। উত্তেজিত মব তার নিজের ও প্রতিবেশীদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বাড়িগুলো লণ্ডভণ্ডড়যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার ছোট কোনো লোকালয়।

দেশের প্রধানসারির সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী গত দু-তিন দিন তিনি রাতে ঘুমানোর সাহস করতে পারেন না। গত শনিবার ও রোববার দফায় দফায় হামলার পর এখনও কমলাকান্তের নির্ঘুম রাত কাটছে। ভয় হয় কখন বুঝি আবার মব আসে, লুটপাট হয়!

লুটের ভয়ে কমলাকান্ত এখন বাড়ির মালপত্র নিরাপদে সরিয়ে নিতে ব্যস্ত। ঘরে ছিল ১০-১২ মন ধান, সেটাও বিক্রি করে দেবেন বলে ভাবছেন। কমলাকান্তের পরিবারের দিন কাটছে অনাহারে। ভাত খাওয়ার সাহস ও শক্তি করে উঠতে পারছেন না। বাড়িতে যুদ্ধে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক। একটু পরেই যেন শত্রুপক্ষ আক্রমণ করবে। তাই ভিটেমাটি ছাড়ার প্রস্তুতি চলছে।

অথচ কমলাকান্ত কোনো অপরাধ করেননি। এই যে ভয়, এই যে নির্ঘুম রাত, এই যে নিরন্তর আতঙ্কের পরিবেশড়ক্ষমতার কোঠরে বসে এটি অনুভব করা যায় না। ক্ষমতাচক্রের সদস্যরাও এই পরিবেশের নির্মমতা আঁচ করতে পারেন না। এটি অনুভব করতে হলে কথায় বলা হয়, ‘অন্যের জুতোয় হেঁটে দেখতে হয়’। তার জন্য প্রয়োজন ক্ষমতার বলয় থেকে বেরিয়ে এই আতঙ্কের পরিবেশে যাওয়া। তাদের পাশে বসা। কিন্তু কমলাকান্তরা তো অতটা সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাননি। তাদের জন্মই যেন আজন্ম দুঃখ কুড়ানোর। বেদনা কুড়ানোর। সহিংসতার স্মৃতি জমানো। এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যে জীবন তাদের কী বুকে হাত দিয়ে বলা যাবে, ‘এ বাংলাদেশ আমাদের সবার’।

শুধু কমলাকান্ত নন, এই নৃশংসতা যারা এখনো শিখেনি, যারা মাত্র শিশু, তাদের কথাও ভাবুন। আলদাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা, যারা স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছে, যাদের পরিবার রাস্তায় দিন কাটাচ্ছে, তাদের কী আশ্বাস দেবেন? কোন অভয়বাণী দিয়ে তাদের বোঝাবেন যে শিশুরা তোমরা ক্লাসে ফিরে এস! তোমাদের কোনো ভয় নেই! সবার বাংলাদেশের এই বয়ান কি তাদের আশ্বস্ত করতে পারবে? আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠরা যারা বুলেটপ্রুফ কাঁচের দেওয়ালের ওপাশ থেকে এই দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত, আমরা কীভাবে বুঝব যে, এই ভয় কতটা শান্তিঘাতী! কতটা আতঙ্কের!

রংপুরের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য এটি নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। গত ৭ বছর ধরে ধর্ম অবমাননার একই অভিযোগ তুলে রাতের অন্ধকারে হানাদারদের মতো বারবার হামলা হয়েছে এখানে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ২০১৭ সালে রংপুরের রামনাথপুর ইউনিয়নের তিনটি গ্রামে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বাড়িঘর, দোকানপাট ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সন্ত্রাসীদের দেওয়া আগুনে ২৫টি ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়। এর চার বছর পর, একই অজুহাতে রংপুরের ঠাকুরপাড়া গ্রামে হামলা ও লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ৩০টি হিন্দু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর পীরগঞ্জ উপজেলার জেলেপাড়া পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এই হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অজুহাত যেমন রহস্যজনক, তেমনি এর পর প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমের খবরগুলো আরও রহস্যময়। কারণ এই হামলাগুলো যেন ‘নো ওয়ান কিলড জেসিকা’ গল্পের মতো। সংবাদমাধ্যমে হামলাকারীদের একটিই পরিচয়ড়তারা ‘একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা’। তাদের কোনো নাম নেই, পরিচয় নেই। তারা জনতার লোক। আর জনতা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই তাদের জন্য যেন ‘সাত খুন মাফ’। তারা ঘরের মাচা থেকে ধান-চাল, গৃহবধূর বাক্স ভেঙে গহনা, গোয়াল থেকে গরু লুট করে নিয়ে গেলেও, সেগুলো যেন ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার’ তৈরি অবাস্তব সম্পদ। তাই লুটের সেই মালামালের অস্তিত্ব কখনো পাওয়া যায় না।

শুধু রংপুর নয়, এই দৃশ্য এখন গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চা গত ১০ জুলাই এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে জানায়, ২০২৪ সালের ৪ অগাস্ট থেকে ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত গত ১১ মাসে সারা দেশে ২,৪৪২টি সাম্প্রদায়িক হামলা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এ বছরের প্রথম ছয় মাসে, অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত, এই হামলায় ২৭ জন নিহত হয়েছেন।

এই সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদ বাংলাদেশে নতুন নয়। ২০২১ সালে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এক পরিসংখ্যানে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# সংখ্যালঘু নির্যাতন, মার্কিন তথ্যপত্র ও সরকারি প্রতিশ্রুতি

**সাইফুর রহমান তপন**

দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন, বিশেষত হিন্দু ধর্মাবলম্বীর ওপর নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না। যে কোনো অছিলায় হিন্দুদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থাপনায় হামলা চলছেই। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার বেতগাড়ী ইউনিয়নের একটি গ্রামে। এক কিশোরের বিরুদ্ধে ফেসবুকে মহানবীকে (সা.) অবমাননার অভিযোগ তুলে শনিবার রাতে অভিযুক্তের স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটতরাজ করেছে এক দল লোক।

স্থানীয় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ওই কিশোর অভিযোগটি অস্বীকার করেছে। তার স্বজনদেরও একই মত। ঘটনাস্থল ঘুরে আসা কয়েক সাংবাদিককে উদ্ধৃত করে মঙ্গলবার বিবিসি বাংলা জানিয়েছে, বিতর্কিত ফেসবুক পোস্ট যে ওই কিশোরের তা নিশ্চিত নয়। তারপরও নিজেরা হামলা থেকে বাঁচবেন এ আশায় স্থানীয়রাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু অতীতের মতোই এতে তাদের শেষ রক্ষা হলো না। মাইকে উস্কানি দিয়ে তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে।

ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর প্রথম হামলার ঘটনা ঘটে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে। কক্সবাজারের রামুতে সংঘটিত ওই ঘটনায় আক্রান্ত ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ। এরপর একে একে পাবনার সাঁথিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর, সুনামগঞ্জের শাল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একই কায়দায় হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গঙ্গাচড়ার মতো অভিযোগ ওঠার পরপরই অভিযুক্তকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হলেও হামলা থেকে অভিযুক্তের স্বজন ও প্রতিবেশীরা রেহাই পাননি। যেন বিতর্কিত ফেসবুক পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকার নয়, হিন্দুদের ওপর হামলাই মহলবিশেষের আরাধ্য।

অদ্ভুত বিষয়, অতীতের ঘটনাগুলোর মতো গঙ্গাচড়ার ঘটনায়ও যথেষ্ট সময় পাওয়ার পরও পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরীহ মানুষদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারেনি। বরং হামলাকারীদেরই যেন সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিবিসি বাংলায় প্রচারিত স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ভাষ্য, ‘বিষয়টি নজরে আসার পর ওসি আমাকে জানান। সেদিনই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। এর পরও সেদিন রাত ২টা পর্যন্ত আন্দোলন করে একটি পক্ষ। আমরা কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি। রোববার আবার দুই-তিন হাজার মানুষ আক্রমণ করে।’

হ্যাঁ, স্থানীয়রাও বলেছেন, শনিবার রাতে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা এলাকায় গিয়েছিলেন, তবে বেশিক্ষণ থাকেননি তারা। যে কাজটি তারা রোববারের হামলার পর করতে পারলেন, সেটি শনিবারেই করলেন না কেন? রহস্যই বটে।

মনে আছে, ২০২১ সালে দুর্গাপূজার সময় কুমিল্লার পূজামণ্ডপে পবিত্র কোরআন রাখাকে কেন্দ্র করে একযোগে সে শহরে এবং নোয়াখালী ও চাঁদপুরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর হামলা হয়। এতে নোয়াখালীতে এমনকি একজন পূজারি মারাও যান। অন্যদিকে, এই নৃশংসতা দেখেও সে সময় রংপুরের পীরগঞ্জের হিন্দুপল্লিতে কোনো শক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তখন রংপুর জেলা পুলিশপ্রধান অর্থাৎ এসপি নিজেও ছিলেন সনাতন ধর্মী। তিনি নাকি গঙ্গাচড়ার মতোই পীরগঞ্জে সাম্প্রদায়িক হামলার হুমকি আছে এমন এলাকাগুলো পরিদর্শন করেছিলেন। তখন অবশ্য জনপরিসরে আলোচনা উঠেছিল, সরকার ইচ্ছা করেই সেখানে নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ নিতে শৈথিল্য দেখিয়েছিল এই মনোভাব থেকে, সনাতনীরা বুঝুক ক্ষমতাসীন দলের গুরুত্ব।

বলে রাখা দরকার, ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগের সমর্থক হলেও ওই সময়ে প্রতিকারহীন একের পর এক সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনায় সরকারি দলের ওপর ওই মানুষরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। এমনকি নির্বাচনে এর প্রভাব পড়তে পারে এমন আলোচনাও ছিল। এর আরেকটা কারণ ছিল এই যে, রামুর ঘটনাসহ কোনো সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাতেই ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পাননি, যদিও প্রতিটি ঘটনার পর খোদ সরকারপ্রধান তাদের এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিলেন; এমনকি মামলাও হয়েছিল অনেক।

বিগত সরকার না হয় রাজনৈতিক হীন স্বার্থে সংখ্যালঘুদের কার্যকর সুরক্ষা দেয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারও একই পথের যাত্রী হলো কেন? তারা যে শুধু গঙ্গাচড়ায় হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে, তা নয়; গত বছরের আগস্টে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে প্রায় সারাদেশেই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নেমে আসা সহিংসতাকে অনেক দিন পর্যন্ত ‘রাজনৈতিক সহিংসতা’ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

# বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

**Ultracare Family Wellness of NY, Inc.**
**Diana's Angels Home Care Inc.**

# PCA/HHA HOME CARE
## Service Provider

**Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
**Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
**We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
**We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

## PCA সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

**NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.**
**Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.**

# THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

**Head Office:**
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

**Woodside Office:**
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

**Brooklyn Office:**
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**Buffalo Office:**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Bari Tower:**
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

**CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901**

**Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com**

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

**Moin Choudhury, Esq.**

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

**917-282-9256**

**Moin Choudhury, Esq**

**Email: moinlaw@gmail.com**

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

**Timothy Bompart**
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
**Immigration**

(To Schedule Appointment Only)
**Call:917-282-9256**
E-mail: moinlaw@gmail.com

**Moin Choudhury**
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY
DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

# ডায়াবেটিস রোগীরা কীভাবে পাকা আম খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক : গ্রীষ্মের গরমে দেখা মেলে রকমারি আমের। কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে আসবে হিমসাগর, ল্যাংড়ার মতো সুস্বাদু পাকা আম। তবে অনেকেই ভাবেনড়ডায়াবেটিস থাকলে কি পাকা আম খাওয়া ঠিক হবে? আম অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। এই ফলের মধ্যে ভিটামিন সি, এ, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, পটাশিয়াম প্রায় সব ধরনের ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে। তবে এতে শর্করা ও ক্যালোরির পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই কারণেই ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে পাকা আম খাওয়া নিয়ে এক ধরনের দ্বিধা দেখা যায়।

পুষ্টিবিদ অনুশ্রী মিত্রের মতে, ডায়াবেটিস রোগীরাও পাকা আম খেতে পারেন। কিন্তু কয়েকটি নিয়ম মেনে খেতে হবে। উচ্চ পরিমাণে ফ্রুটোজ থাকলেও আমে অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী।

ডায়াবেটিস রোগীরা কীভাবে আম খাবেন

১. ডায়াবেটিস রোগী না হলেও ইচ্ছে মতো পাকা আম খাওয়া চলবে না। এতে রক্তে শর্করার মাত্রা এবং ওজন বৃদ্ধির ভয় থাকে। একটা বড় সাইজের আম গোটা না খেয়ে, তা সকাল-বিকেল ভাগ করে খান। একটা আম সারাদিন ধরে খেলে সুগার লেভেল বৃদ্ধির আশঙ্কা নেই।

২. গোটা আম খাবেন না। আম ছোট ছোট টুকরো করে খান। এতে মনে হবে, অনেকটা পাকা আম খেয়ে ফেলেছেন।

৩. পাকা আমের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি। তাই ভারী খাবারের সঙ্গে পাকা আম খাওয়া এড়িয়ে চলুন। বিশেষত রাতে খাবার খাওয়ার পর পাকা আম খাবেন না।

# গরমে দই খেলে কী কী উপকার মিলবে

পরিচয় ডেস্ক : গরমকালে আমাদের শরীরের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। কারণ তীব্র সূর্যের আলো এবং উচ্চ তাপমাত্রার কারণে আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। এই সমস্যাগুলো এড়াতে খাদ্যতালিকায় এমন জিনিস অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যা গরমের কারণে সৃষ্ট সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করবে। এর জন্য দই এমন একটি বিকল্প, যা কেবল পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না, বরং শরীরকে ঠাণ্ডা করতে এবং পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দই একটি দুগ্ধজাত পণ্য, যা ল্যাকটোব্যাসিলাস বুলগারিকাস এবং স্ট্রেপ্টোকক্কাস থার্মোফিলাসের মতো উপকারী ব্যাকটেরিয়া দিয়ে তৈরি করা হয়। দই তৈরির প্রক্রিয়াটি দুধকে প্রোবায়োটিক, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ একটি ক্রিমি, ট্যাঞ্জি পদার্থে রূপান্তরিত করে, যা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়। তাই গরমের সময় দই খাওয়া আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। চলুন জেনে নেওয়া যাক, গরমে দই খেলে আমরা কী কী উপকার পেতে পারি।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, দইয়ে থাকা প্রোবায়োটিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উপকারী ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবডির উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে এবং ইমিউন কোষকে সক্রিয় করে। যা শরীরের সংক্রমণ এবং রোগ সৃষ্টিকারী এজেন্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা বাড়ায়। তাই বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, ডায়েটে নিয়মিত দই যোগ করতে। এতে শরীরের ইমিউনিটি বাড়বে।

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ

দই ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। যেমন-ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন বি ১২। দই খেলে শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এক কাপ দইয়ে প্রায় ২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, যা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে

# কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়ার ফল কী হতে পারে?

পরিচয় ডেস্ক : প্রায় প্রত্যেকের রান্নাঘরেই পেঁয়াজ থাকে। পেঁয়াজ কাঁচা খাওয়া যায়, তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজ অনেক রান্নায় ব্যবহৃত হয় এবং এটি তার অনন্য স্বাদ এবং পুষ্টিগুণের জন্য পরিচিত। কাঁচা পেঁয়াজ খেলে আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

কাঁচা পেঁয়াজে কোয়ারসেটিন থাকে, যা একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যার অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোয়ারসেটিন অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। এটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ করে জ্বরের সময়, রোগ প্রতিরোধক কোষকে লড়াই করতে সাহায্য করে।

কাঁচা পেঁয়াজ একটি প্রাকৃতিক ডিটক্সিফাইং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এর সালফার লিভারকে ডিটক্সিফাইং এনজাইম তৈরি করতে সাহায্য করে, যা শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন বের করে দেয়।

আপনার খাদ্য তালিকায় কাঁচা পেঁয়াজ অন্তর্ভুক্ত করলে তা ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

পেঁয়াজ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং খারাপ কোলেস্টরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। সূত্র : হিন্দুস্থান টাইমস

# কাঁচা পেঁপে খাওয়ার উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : যেকোনো ঋতুতে ফল খাওয়া স্বাস্থ্যকর। প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া ফলের মধ্যে অনেক পুষ্টিগুণ থাকে। পেঁপে তার মধ্যে একটি। বিশেষ করে কাঁচা পেঁপের মধ্যে অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে। এটি আমরা বিভিন্নভাবে খেতে পারি। সালাদ, ডেজার্ট বা যেকোনো তরকারিতে কাঁচা পেঁপে খেতে পারি। চলুন এর স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নিই।

- কাঁচা পেঁপেতে পাপাইনের মতো এনজাইম থাকে, যা শরীর পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং হজমশক্তি উন্নত করে।
- পেঁপে ভিটামিন এ, সি ও ই সমৃদ্ধ। এগুলো শরীরকে বিভিন্ন সংক্রমণ এবং অসুস্থতা থেকে রক্ষা করতে পারে। কাঁচা পেঁপে খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়।
- সবুজ পেঁপেতে পটাশিয়াম, ফাইবার এবং ফোলেট থাকে, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।
- সবুজ পেঁপে লিভারের রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এটি কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
- সবুজ পেঁপে ফাইবার সমৃদ্ধ এবং ক্যালোরি কম। এটি স্থূলকায় ব্যক্তিদের জন্য উপকারী। পেঁপে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করা যায়। পেঁপে মলত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করে।

# বেগুন কেন খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক : বেগুন খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। বেগুন ভাজা দিয়ে গরম গরম খিচুড়ি, বেগুনের ভর্তা কিংবা বেগুনের তরকারি খেতে দারুন লাগে। এটি ফাইবার সমৃদ্ধ একটি সবজি। পুষ্টিতে সমৃদ্ধ বেগুন হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য বিস্ময়কর কাজ করতে পারে। এতে ক্যালোরি কম থাকায় ওজন কমাতে সহায়তা করে। হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।
নিয়মিত বেগুন খেলে হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ওজন কমাতে সাহায্য করে। হজম স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে। রক্তস্বল্পতা রোধ করে। ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি কমতে পারে। শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নতি করতে সাহায্য করে”।
বেগুন ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, পটাসিয়াম সমৃদ্ধ একটি উত্স। যা স্বাস্থ্যকর হাড়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। হাড়ের খনিজ ঘনত্ব করতে বেগুন সাহায্য করে।
বেগুনে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। এতে থাকা পলিফেনলবা প্রাকৃতিক উদ্ভিদ যৌগ চিনির শোষণ কমাতে পারে। শরীরে ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করতে পারে।
বেগুন অ্যান্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। বেগুনে থাকা নাসুনিন নামক একটি অ্যান্থোসায়ানিন সেলুলার ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে।
বায়োঅ্যাকটিভ যৌগযুক্ত বেগুন ক্যানসার কোষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। তাই এই রঙিন সবজিটি আপনার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখার চেষ্টা করুন। সূত্র- হিন্দুস্তান টাইমস

# আদার স্বাস্থ্য উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : বিভিন্ন গবেষণায় আদার গুণের কথা জানা গেছে। বিশেষ করে ক্লান্তি ও বমি বমি ভাব দূর করতে এটি বেশ উপকারী । তবে যাদের পেট সংবেদনশীল এবং যাদের বুক জ্বালাপোড়া সমস্যা রয়েছে, তাদের আদা খাওয়ার পরিমাণ সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা ।
জার্মান চিকিৎসক ইয়স্ট লাঙহর্স্ট ও তার দল বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় আদা ব্যবহার করেন। ‘আমাদের ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন এবং নেচারোপ্যাথি ক্লিনিকে আদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ।
প্রতিদিন এটা নানান কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন, শরীরে মাখার পাউডার হিসেবে, কিংবা ক্ষুধা কমে যাওয়া, বদহজম বা বমি বমি ভাব, এসব অসুখের বিরুদ্ধে লড়তে চা হিসেবে। এ ছাড়া আদার ক্যাপসুলও আছে; জানান তিনি ।
আদার মধ্যে অনেক সেসকোয়াই-তারপিন তেল আছে । আরও আছে জিঞ্জারওল ও শ'গেওল নামের ঝাঁঝালো উপাদান। ভিটামিন সি'ও আছে অনেক। তাই শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় আদা। লাঙহর্স্ট বলেন, ‘ঝাঁঝালো উপাদান ও তেলের প্রভাব জিহবাতেই শুরু হয়। এ ছাড়া পুরো হজম প্রক্রিয়ার উপরই এটা প্রভাব ফেলে। যেমন ডুডেনামে, সেখানে হজমকারী এনজাইমগুলো আংশিকভাবে হজম হওয়া খাবারকে ভেঙে দেয় ।
সেখানে তারা হজমে সাহায্য করতে পারে, বমি বমি ভাবও দূর করতে পারে।
জার্মানির মিউনিখের লাইবনিৎস ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিস্টেমস বায়োলজিতে ডা. গাবি অ্যান্ডারসন সুস্থ মানুষের রক্তে আদার প্রভাব পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছেন যে, আদার ঝাঁঝালো উপাদান শ্বেত রক্তকণিকাকে সতর্ক অবস্থায় রাখে। অ্যান্ডারসন জানান, ‘আমরা দেখাতে সক্ষম হয়েছি যে, রক্তকণিকায় একটি রিসেপ্টর আছে, যেটা আদাতে থাকা ঝাঁঝালো উপাদান দ্বারা সক্রিয় করা যেতে পারে। এ ছাড়া আদা রোগ-প্রতিরোধক কোষগুলোকে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালীভাবে লড়তে সহায়তা করে।’ আদা প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে । বমি বমি ভাবের চিকিৎসায় এর উপকারিতা নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে।

# রান্নাবান্না

## ইলিশ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক : ইলিশ খাওয়ার দিনে সেরা স্বাদ ও ঘ্রাণ পেতেরান্না করতে পারেন ইলিশ পোলাও।

উপকরণ: ইলিশ মাছ বড় ১টি, পোলাওয়ের চাল ২ কাপ, আদা বাটা ২ চা-চামচ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি সিকি কাপ, বেরেস্তা সিকি কাপ, কাঁচা মরিচ ১০-১২টি, টক দই আধা কাপ, তেল আধা কাপ, দারুচিনি ২ টুকরা, এলাচ ৪টি, তেজপাতা ১টি, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ১ চা-চামচ, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি: মাছ গাদা-পেটিসহ বড় টুকরা করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। সামান্য আদা-পেঁয়াজ বাটা, টক দই, লবণ মাখিয়ে ৩০ মিনিট রাখুন। পোলাও রান্নার হাঁড়িতে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে বাকি বাটা মসলা ভুনে মাছ দিয়ে অল্প আঁচে ১৫ মিনিট রান্না করতে হবে। মাঝে একবার মাছ উল্টিয়ে দিন। তেলের ওপর এলে হাঁড়ি থেকে মাছ উঠিয়ে ৪ কাপ গরম পানি ও গরমমসলা দিয়ে ফুটে উঠলে আগে থেকে ধুয়ে রাখা চাল ও লবণ দিয়ে ঢেকে দিন। লেবুর রস দিয়ে চিনি দিয়ে কয়েকবার নেড়ে দিন। মৃদু আঁচে ১৫-২০ মিনিট রেখে হাঁড়ি থেকে কিছু পোলাও তুলে মাছ, মরিচ, কিছু বেরেস্তা দিয়ে সাজিয়ে বাকি পোলাও দিয়ে ঢেকে দিন। কিছু বেরেস্তা ছিটিয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ১০-১৫ মিনিট দমে রেখে পরিবেশন করুন।

## চিংড়ি মাছের মালাইকারি

পরিচয় ডেস্ক : চিংড়ি মাছের মালাইকারি, একটি জনপ্রিয় বাঙালি রেসিপি, যা মূলত নারকেল দুধ, চিংড়ি মাছ এবং মশলার সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। এটি একটি সুস্বাদু এবং ক্রিমি ডিশ, যা প্রায়শই বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়।

উপকরণ: ১ কেজি গলদা বা বাগদা চিংড়ি (মাঝারি আকারের), খোসা ছাড়ানো ও পরিষ্কার করা,১টি বড় পেঁয়াজ কুচি, ২ টেবিল চামচ আদা বাটা, ২ টেবিল চামচ রসুন বাটা, ১ চা চামচ জিরা গুঁড়ো, ১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, ১/২ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১/২ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো (স্বাদমতো),, ২ কাপ নারকেল দুধ, ১/২ কাপ পেঁয়াজ বাটা, ২-৩টি কাঁচা লঙ্কা (স্বাদমতো), ২ টেবিল চামচ ঘি বা তেল, নুন স্বাদমতো, ১/২ চা চামচ চিনি (ইচ্ছা), গরম মশলার গুঁড়ো (এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ) ১/৪ চা চামচ, ধনে পাতা কুচি (সাজানোর জন্য)

প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে, চিংড়ি মাছ নুন, হলুদ এবং সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিন একটি প্যানে তেল গরম করে মাছগুলো হালকা ভাজুন, সোনালি হওয়া পর্যন্ত। ভাজা মাছগুলো তুলে রাখুন। একই প্যানে পেঁয়াজ কুচি ও বাটা দিয়ে হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর আদা, রসুন বাটা, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, এবং লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে কষিয়ে নিন। মসলা কষানো হয়ে গেলে নারকেল দুধ এবং সামান্য জল যোগ করুন। ঝোল ফুটে উঠলে ভাজা চিংড়ি মাছ, কাঁচা লঙ্কা এবং চিনি যোগ করুন। কিছুক্ষণ ঢেকে মাঝারি আঁচে রান্না করুন, যতক্ষণ না মাছ সেদ্ধ হয় এবং ঝোল ঘন হয়ে আসে। রান্না হয়ে গেলে গরম মশলার গুঁড়ো এবং ঘি যোধনে পাতা কুচি দিয়ে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

টিপস:নারকেল দুধের পরিবর্তে প্যাকেটের দুধও ব্যবহার করতে পারেন, তবে নারকেল দুধ ব্যবহার করলে স্বাদ আরও ভালো হয় ।আপনি চাইলে সামান্য টমেটো সসও যোগ করতে পারেন, যা স্বাদ আরও বাড়িয়ে দেবে ।চিনি যোগ করা ঐচ্ছিক, তবে এটি স্বাদটিকে আরও সুষম করে তোলে। গরম ভাতের সাথে অথবা পোলাওয়ের সাথে এই রেসিপিটি পরিবেশন করুন।


জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

# ইলিশ মাছের মালাইকারি

পরিচয় ডেস্ক : ইলিশ মাছের আরেকটি সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর খাবার ইলিশ মাছের মালাাইকারি।

উপকরণ: ইলিশ মাছ মাঝারি আকারের ১টি, টক দই সিকি কাপ, নারকেলের দুধ ২ কাপ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, জিরা বাটা আধা চা-চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঠবাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, কিশমিশ বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৪-৫টি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা সিকি কাপ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ২ চা-চামচ, তেল পৌনে এক কাপ।

প্রণালি: তেল গরম করে পেঁয়াজ ভাজতে হবে। পেঁয়াজ নরম হলে সমস্ত বাটা মসলা, গুঁড়া মসলা কষিয়ে মাছ টক দই ও লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ ভুনে নারকেলের দুধ দিয়ে দিন। ঝোল কমে এলে চিনি, কাঁচা মরিচ দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে বেরেস্তা দিয়ে নামাতে হবে ইলিশ মাছের মালাইকারি।

# মুরগির কোরমা

পরিচয় ডেস্ক : মুরগির কোরমা একটি জনপ্রিয় এবং সুস্বাদু খাবার যা মাংস এবং মশলার সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়। মুরগির কোরমা মূলত একটি ক্রিমি এবং হালকা মশলাযুক্ত ডিশ, যাতে মাংস ধীরে ধীরে রান্না করা হয় এবং একটি সমৃদ্ধ স্বাদযুক্ত গ্রেভি তৈরি হয়।

উপকরণ: চিকেন (গোটা ১টা, ৭ টুকরোতে কাটা), পেঁয়াজবাটা (আধ কাপ), আদাবাটা (দেড় চা-চামচ), রসুনবাটা (১ চা-চামচ), ভালো করে ফেটিয়ে নেওয়া পানি ঝরানো টকদই (৩ টেবিল চামচ), ঘি (৩ টেবিল চামচ), লবণ (স্বাদমতো), চিনি (স্বাদমতো, বিকল্প), দারুচিনি (১ টুকরো), ছোটো এলাচ (৪ টে), তেজপাতা (১ টা), কাঁচা মরিচ (৪-৫ টা), ভাজা পেঁয়াজ বা বেরেস্তা (সাজানোর জন্য)।

প্রণালি: মুরগি ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। চিকেনে একে একে পেঁয়াজবাটা, আদাবাটা, রসুনবাটা, টকদই এবং লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখুন। এবার কড়াইতে ২ টেবিল চামচ ঘি গরম করে তাতে সবসুদ্ধু চিকেনটা তুলে দিয়ে মাঝারি আঁচে ১৫ মিনিট রান্না করুন। পরে আরও ১০ মিনিট ঢিমে আঁচে রাঁধুন যতক্ষণ না মাংসটা সেদ্ধ হচ্ছে। সামান্য চিনি দিন। কাঁচামরিচগুলো দিন। বাকি ঘি দিয়ে আরও ৫ মিনিট আঁচে রাখুন। ঘি ওপরে উঠে আসলে আঁচ থেকে নামিয়ে ওপর দিয়ে বেরেস্তা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন মুরগীর কোরমা।

## বিশ্ব বাণিজ্যের টানাপোড়েন, ঝুঁকিতে

১০ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপ। প্রতিবেদনে অর্থনীতিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে এবং ভবিষ্যতের ধাক্কা সামলাতে নতুন উদ্ভাবনে জোর দিয়ে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, মানসম্মত শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন, জ্বালানি ও শিল্প, উদ্ভাবন, অবকাঠামোর মতো বিষয়ে লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি সন্তোষজনক। তবে অনেক বিষয়ে এখনো পিছিয়ে। পিছিয়ে থাকা বিষয়ের মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ সমতা, সম্পদের বৈষম্য কমানো, টেকসই উন্নয়ন, জীবনযাত্রা ও অংশীদারত্বের মতো পদক্ষেপ। এসব ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকে দায়ী করা হয়েছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সরকার বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়াতে জোর দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের মাঝামাঝিতে রাজনৈতিক পরিবর্তন দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নতুন সরকার সংস্কার ও জবাবদিহির অঙ্গীকার করেছে। আগের সরকারের দমনমূলক শাসনব্যবস্থার ফলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার টাস্কফোর্স গঠন করেছে। মোট ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন, জনপ্রশাসন, দুর্নীতি দমন, লিঙ্গবৈষম্য দূর করার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাত আছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দ্রুত অর্জনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা; ডিজিটাল পরিষেবা বৃদ্ধি; জলবায়ু-সহনশীল স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন; পরিকল্পনায় স্বচ্ছতা, প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান কমানোতে গুরুত্ব দিয়েছে। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে এবং রপ্তানি বাড়াতে হবে।

প্রতিবেদনে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বোরোর বাম্পার ফলনের পরও চালের দাম বেশি। সার, বীজ, শ্রমিক, সেচের খরচও বেড়েছে। ফসল কাটার পর ক্ষতি ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধির কারণে চালের দাম বেড়েছে। এ ছাড়া বেশি দাম পাওয়ার আশায় মজুত করার কারণেও চালের দাম বেড়েছে। চালের দাম কমাতে সরকার তদারকির ওপর জোর দিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো চলতি অর্থবছরের জন্য তাদের পূর্বাভাস কমিয়েছে। বিশ্বব্যাংক ৩ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে ৪ দশমিক ১ শতাংশ এর মধ্যে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে, যেখানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বলেছে এটি ৩ দশমিক ৯ শতাংশ হতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠান ২০২৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ প্রাক্কলন করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের প্রথম দিকে মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল ছিল। প্রতি মার্কিন ডলার ১২২ দশমিক ৪৫ থেকে ১২২ দশমিক ৭০ টাকার মধ্যে ওঠানামা করছে। ছয় মাস ধরে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, কঠোর মুদ্রানীতি এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে আমানত ও ঋণের প্রবৃদ্ধি কমেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থ পাচার কমার ফলে দেশে অর্থের সরবরাহ বেড়েছে।

## বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে

১০ পৃষ্ঠার পর

অক্সফোর্ড মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ এবং বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা নিয়েছে জিইডি।

বাংলাদেশে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের চিত্র

এমপিআই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ৩ কোটি ৯৮ লাখ মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে আছে। মোট জনসংখ্যার ২৪ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিকভাবে দরিদ্র। উল্লেখ্য, বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের এ হার সাধারণ দারিদ্র্যের হারের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি। বিবিএসের সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরিপে (২০২২) দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।

জিইডির প্রতিবেদনে দেখা যায়, গ্রাম এলাকায় বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার শহরাঞ্চলের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। গ্রামাঞ্চলে এ হার ২৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে ১৩ দশমিক ৪৮ শতাংশ। শিশুদের মধ্যে এ হার ২৮ দশমিক ৭০ শতাংশ। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ২১ দশমিক ৪৪ শতাংশ।

বিভাগ ও জেলাভিত্তিক হার

এমপিআই প্রতিবেদনে অনুসারে, বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি সিলেট বিভাগে। এ বিভাগে ৩৭ দশমিক ৭০ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ময়মনসিংহ বিভাগ। বিভাগটির ৩৪ দশমিক ৯৫ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে থাকা বরিশাল বিভাগে এ হার ৩১ দশমিক ৫৭ শতাংশ।

এর পরের অবস্থানে থাকা বিভাগগুলোতে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে চট্টগ্রাম ২৭ দশমিক ২৪, রংপুর ২৫ দশমিক শূন্য ৪, রাজশাহী ২২ দশমিক ২৬, ঢাকা ১৬ দশমিক ৯৫ ও খুলনা ১৫ দশমিক ২২ শতাংশ। তবে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে। এ বিভাগের প্রায় ৯০ লাখ মানুষ বহুমাত্রিক দরিদ্র্য। সংখ্যার হিসাবে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ঢাকা বিভাগে বহুমাত্রিক দরিদ্র মানুষ ৭৫ লাখের বেশি।

জেলাভিত্তিক হিসাবে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার সবেচেয়ে বেশি বান্দরবানে। এ জেলার ৬৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিকভাবে দরিদ্র। শীর্ষ তিনে থাকা অন্য দুই জেলা হচ্ছে কক্সবাজার (৪৭.৭০%) ও সুনামগঞ্জ (৪৭.৩৬%)।

অন্যদিকে সবচেয়ে কম বহুমাত্রিক দারিদ্র্য লক্ষ্য করা গেছে ঝিনাইদহ জেলায়। এ জেলার ৮ দশমিক ৬৬ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিক দরিদ্র। এ ছাড়াও কম বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার থাকা অন্য জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকা (৯.১৯%), গাজীপুর (৯.৬৩%) ও যশোর (১০.৫৮%)।

বঞ্চনা বেশি কোন খাতে

এমপিআই প্রতিবেদনে মানুষের বঞ্চনার একটি চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এতে কোনো একটি নির্দিষ্ট সূচকে কত শতাংশ মানুষ বঞ্চিত, দারিদ্র্যের অবস্থান নির্বিশেষে তা প্রকাশ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বঞ্চনা দেখা গেছে আবাসন, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ, স্যানিটেশন ও সম্পদের ক্ষেত্রে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬১ দশমিক ৭৯ শতাংশ মানুষ বাড়ির মেঝে, দেয়াল বা ছাদের যে কোনো একটির ক্ষেত্রে উন্নত সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ৫৯ দশমিক ২৭ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা পায় না ৫৭ দশমিক ২২ শতাংশ মানুষ। ৪৪ দশমিক ৮৯ শতাংশ মানুষের ন্যূনতম সম্পদ নেই। কিছু সূচকে বঞ্চনার হার তুলনামূলকভাবে কম। যেমন- ৫ শতাংশ মানুষ প্রজনন স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত, বিদ্যুৎ সুবিধা পায় না ৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ মানুষ।

## প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ৮.৩২৩ বিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যা আগের অর্থবছরে ছিল ১০.৭৩৯ বিলিয়ন ডলার।

একই সময়ে ঋণ বিতরণও কমে দাঁড়ায় ৮.৫৬৮ বিলিয়ন ডলারে, আগের অর্থবছরে যা ছিল ১০.২৮৩ বিলিয়ন ডলার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণ প্রতিশ্রুতির তালিকায় শীর্ষে ছিল বিশ্বব্যাংক, যারা ২.৮৪ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এর মধ্যে ১ বিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা।

এরপর রয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), তারা ২ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দেয়, যার মধ্যে ১.৫ বিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা।

জাপান ১.৮৯ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অন্যদিকে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) ৫৬১ মিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ঋণ বিতরণে শীর্ষে ছিল এডিবি, যারা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২.৫২ বিলিয়ন ডলার বিতরণ করেছে।

এরপর বিশ্বব্যাংক ২.০১২ বিলিয়ন ডলার, জাপান ১.৫৮ বিলিয়ন ডলার, রাশিয়া ৬৭৫ মিলিয়ন ডলার, এআইআইবি ৫২৭ মিলিয়ন ডলার, চীন ৪১৫ মিলিয়ন ডলার এবং ভারত ১৮৫ মিলিয়ন ডলার বিতরণ করে।


কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

## ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে

১০ পৃষ্ঠার পর

থেকে ২০২৪২৫ অর্থবছরে আমদানি কিছুটা বেড়েছে।

আলোচ্য সময়ে সবচেয়ে বেশি কমেছে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, বিদায়ী অর্থবছরে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানিতে ঋণপত্র (এলসি) খোলার পরিমাণ কমেছে ২৫ দশমিক ৪১ শতাংশ। আর নিষ্পত্তি কমেছে ২৫ দশমিক ৪২ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ে নিষ্পত্তি কমেছিল ২৩ দশমিক ৮৬ শতাংশ। একই সময়ে শিল্পের প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী পণ্য আমদানিতে এলসি খোলা কমেছে ৬ দশমিক ২৬ শতাংশ। আর নিষ্পত্তি কমেছে ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ে নিষ্পত্তি কমেছিল ১২ শতাংশ।

আগের অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ডলারসংকট নিয়ে বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছর শুরু হয়েছিল। অর্থবছরের ৩৬ দিনের মাথায় গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। দেশে ডলার নিয়ে আগে থেকে যে সংকট ছিল, তা তখনো আমদানির ক্ষেত্রে বহাল ছিল। সে জন্য নতুন সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। এতে ডলারসংকট অনেকটাই কেটে যায়। যদিও ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানি এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। এখনো অনেক পণ্য আমদানিতে ঋণপত্র (এলসি) খুলতে মার্জিন দিতে হয় বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অপর এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিদায়ী অর্থবছরে বিনিয়োগের অন্যতম নিয়ামক বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধিও অব্যাহতভাবে কমছে। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কের ঘরে ছিল। এরপর থেকেই তা ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকে। সর্বশেষ গত মে মাসে এই ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ১৭ শতাংশ। টানা ৭ মাস এই ঋণ প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে ঘোরাফিরা করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, আন্দোলন শুরুর মাস জুলাইয়ে ১০ দশমিক ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও সরকার পতনের মাস আগস্টে তা নেমে যায় ৯ দশমিক ৮৬ শতাংশে। পরের মাস সেপ্টেম্বরে তা আরও কমে হয় ৯ দশমিক ২০ শতাংশ, যেটি ছিল তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। নিম্নমুখী এ হার পরের মাসে আরও কমে দাঁড়ায় ৮ দশমিক ৩০ শতাংশে। আর নভেম্বরে সেটা কমে ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশে নেমে যায়। বিদায়ী বছরের ডিসেম্বরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ। জানুয়ারিতে তা আরও কমে ৭ দশমিক ১৫ শতাংশে নেমে যায়। ফেব্রুয়ারিতে তা আরও কমে ৬ দশমিক ৮২ শতাংশে নামে। মার্চে তা কিছুটা বেড়ে ৭ দশমিক ৫৭ শতাংশ হলেও এপ্রিলে তা কমে হয় ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ। মে মাসে তা আরও কিছুটা কমে ৭ দশমিক ১৭ শতাংশে নেমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাজারে অর্থপ্রবাহ কমিয়ে রাখার যে নীতি ঠিক করেছে, ঋণ প্রবাহের এই প্রবৃদ্ধি তারও অনেক নিচে নেমে গেল। সংকোচনমূলক নীতি বজায় রাখার ধারায় আগের মুদ্রানীতিতে এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল সাড়ে ৯ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে বিনিয়োগ বাড়ার অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ও মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি। এই দুটি সূচক বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে আর কমলে বিনিয়োগ কমে। বিদায়ী অর্থবছরজুড়ে এই দুটি সূচক কমতে থাকায় আগামী দিনে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে মারাত্মক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নতুন গভর্নর তিন দফায় নীতি সুদহার বাড়িয়েছেন। এতে ঋণের সুদহারও বাড়ছে। সবশেষ গত এপ্রিলে ঋণের সুদহার দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ১১ শতাংশ, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ১১ দশমিক ২৮ শতাংশ। যদিও সুদহার বৃদ্ধির কোনো সুফল জনগণ পায়নি বরং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি যখন সর্বনিম্ন, তখন মূল্যস্ফীতির হার খুব বেশি কমতে দেখা যাচ্ছে না।

এই অবস্থায় অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হলো বেসরকারি খাত। শিল্পের উৎপাদন, বিপণন কিংবা সেবা খাতের সিংহভাগই বেসরকারি খাতনির্ভর। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলে খাতটিকে ঋণবঞ্চিত করা হচ্ছে। যদিও মূল্যস্ফীতি না কমে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় এখন আরও বাড়ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। খেলাপি ঋণ বেড়ে ব্যবসায়ীরা আরও নাজুক পরিস্থিতিতে পড়বেন।

ডিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি শামস মাহমুদ বলেন, 'আমরা যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত আছি, তারা বিদ্যমান ব্যবসা কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়, সে চেষ্টা করছি। ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন কোনো প্রকল্প নেওয়ার কথা কেউ ভাবছে বলে আমার জানা নেই। সরকারের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ কিংবা কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে সরকার কারও সঙ্গে আলোচনায়ও বসছে না। তিনি আরও বলেন, ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া এখন অনেকটাই দুর্লভ বিষয়। এত উচ্চ সুদ আর ভ্যাট-ট্যাক্স দিয়ে নতুন ব্যবসা করাও অনেক কঠিন। আর নতুন ব্যবসা না হলে মূলধনি যন্ত্রিপাতি আমদানি কমবে- এটাই স্বাভাবিক।

এই বিষয়ে জানতে চাইলে মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম খবরের কাগজকে বলেন, 'দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এখনো সন্তোষজনক না হওয়ায় বিনিয়োগ হচ্ছে না। ফলে ঋণের চাহিদাও বাড়ছে না।

বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ অনেক দিন ধরেই জিডিপির আনুপাতিক হার একই পর্যায়ে অর্থাৎ ২২-২৩ শতাংশেই রয়ে গেছে। বর্তমান সরকার এসব বিষয়ে সচেতন থাকলেও দৃশ্যমান তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন চলতে থাকলে বিনিয়োগ স্থবিরতা আরও বাড়বে। বিনিয়োগ না হলে উৎপাদন হবে না, সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানও হবে না। ফলে সরকারের যে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, সেটাও অর্জন হবে না।'

## জুলাইয়ের ৩০ দিনে বাংলাদেশে

১০ পৃষ্ঠার পর

এর পরিমাণ প্রায় ২৯ হাজার কোটি (২৮৮৯০ কোটি) টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, জুলাইয়ের ৩০ দিনে ২৩৬ কোটি ৮০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। গত বছরের একই সময়ে (২০২৪ সালের জুলাইয়ের ৩০ দিন) এসেছিল ১৭৩ কোটি ২০ লাখ ডলার। সে হিসাবে গত বছরের একই সময়ে তুলনায় ৫৭ কোটি ৪০ লাখ ডলার বা প্রায় ৭ হাজার ২ কোটি টাকা বেশি এসেছে।

এর আগে সদ্যবিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শেষ মাস জুনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে পাঠিয়েছেন প্রায় ২৮১ কোটি ৮০ লাখ (২.৮২ বিলিয়ন) ডলারের রেমিট্যান্স। দেশীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৩৪ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা। আর প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার ১১৪৭ কোটি টাকা।

এটি একক মাস হিসেবে তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স। গত মে মাসে দেশে এসেছে ২.৯৭ বিলিয়ন ডলার, যা ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত পুরো সময়ে মোট ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, আগস্টে এসেছে ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার, সেপ্টেম্বরে এসেছে ২৪০ কোটি ৪১ লাখ, অক্টোবরে এসেছে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার, নভেম্বর মাসে এসেছে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে এসেছে ২৬৪ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি ডলার এবং ফেব্রুয়ারিতে ২৫৩ কোটি ডলার, মার্চে ৩২৯ কোটি ডলার, এপ্রিলে আসে ২৭৫ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স, মে মাসে এসেছে ২৯৭ কোটি ডলার এবং সবশেষ জুন মাসে এসেছে ২৮২ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স।

## মার্কিন নতুন শুল্ক বৃদ্ধিতে 'হতাশ'

৬ পৃষ্ঠার পর

মাদকচক্র দমনে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তি (ইউএসএমসিএ) থাকায় কানাডা থেকে বেশিরভাগ পণ্যের আমদানিতে নতুন এই শুল্ক প্রযোজ্য হবে না।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার পণ্যের ওপর শুল্ক ৩৫ শতাংশে উন্নীত করার সিদ্ধান্তে তার সরকার 'হতাশ' হয়েছে। ১ আগষ্ট শুক্রবার এ কথা বলেন তিনি।

এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে কার্নি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন শুল্ক কাঠ, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম ও গাড়ি শিল্পে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগের জবাবে কার্নি বলেন, কানাডা থেকে আসা ফেন্টানিল যুক্তরাষ্ট্রে মোট আমদানির মাত্র ১ শতাংশ এবং এই চোরাচালান কমাতে কানাডা দীর্ঘদিন ধরে জোরালোভাবে কাজ করছে। সূত্র:বিবিসি, রয়টার্স

# ‘বন্ধুরাষ্ট্র’ ভারতের পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ

৭ পৃষ্ঠার পর

ব্যবসায় অনেক বিরক্তিকর বাধা রয়েছে, যার সঙ্গে আর্থিক কোনো সম্পর্ক নেই। এছাড়া, ওরা সব সময় নিজেদের সামরিক সরঞ্জামের একটি বড় অংশ রাশিয়া থেকে কেনে। রাশিয়ার জ্বালানি সবচেয়ে বেশি কেনে ওরা। চীনের থেকেও কেনে। যখন সবাই চাইছে রাশিয়া ইউক্রেনে ক্রমাগত হত্যা বন্ধ করুক, তখন এসব কাজ ভালো নয়। তাই ভারত ২৫ শতাংশ শুল্ক দেবে এবং উল্লিখিত বিষয়গুলোর জন্য একটি জরিমানাও নেওয়া হবে ১ আগস্ট থেকে।’ যদিও ভারতের ওপর এমন শুল্ক চাপানোর আভাস আগেই দিয়েছিলেন ট্রাম্প। গত মঙ্গলবার স্কটল্যান্ড থেকে ওয়াশিংটনে ফেরার সময়েই ট্রাম্প এমন কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এল। এছাড়াও সপ্তাহ দুয়েক আগেও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখা দেশগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপালেও অন্য বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে এক্ষেত্রে বেশ ছাড় দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ঘনিষ্ঠ মিত্র ব্রিটেনের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যেটি ১৫ শতাংশ। এছড়া কয়েকদিন আগে জাপান-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তিতেও টোকিওর পণ্যে ১৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছে মার্কিন প্রশাসন।


সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com


# ট্রাম্পের হুমকির পর রাশিয়া থেকে তেল কেনা স্থগিত

৭ পৃষ্ঠার পর

কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও ম্যানগালোর রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানগুলো গত এক সপ্তাহে রাশিয়া থেকে নতুন কোনো তেলের অর্ডার করেনি। এই চারটি রিফাইনারি সাধারণত ‘ডেলিভারড বেসিস’-এ রাশিয়ার তেল কেনে এবং বর্তমানে তারা বিকল্প সরবরাহের জন্য স্পট মার্কেটের দিকে ঝুঁকছে। এর মধ্যে আবু ধাবির মুরবান গ্রেড ও পশ্চিম আফ্রিকার তেল রয়েছে। প্রাইভেট খাতে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং নায়ারা এনার্জি রাশিয়ান তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হলেও, রাষ্ট্রায়ত্ত রিফাইনারিগুলো ভারতের মোট ৫ দশমিক ২ মিলিয়ন ব্যারেল দৈনিক শোধন ক্ষমতার ৬০ শতাংশের বেশি নিয়ন্ত্রণ করে। ১৪ জুলাই, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যেসব দেশ রাশিয়া থেকে তেল কিনবে, তাদের ওপর তিনি শতভাগ শুল্ক আরোপ করবেন। তবে যদি মস্কো ইউক্রেনের সঙ্গে বড় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে তাহলে নিষেধাজ্ঞা না দেওয়ার বিবেচনা করা হবে।

# যুক্তরাষ্ট্রে স্মার্টফোন রফতানিতে চীনকে পেছনে ফেলল

৬ পৃষ্ঠার পর

ক্যানালিসের মতে, গ্লোবাল জায়ান্ট স্যামসাং ইলেকট্রনিকস এবং মটোরোলাও যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রির জন্য সব স্মার্টফোন ভারতের কারখানায় তৈরির চেষ্টা করছে। তবে কোম্পানিগুলো স্থানান্তর প্রক্রিয়া ধীরে চলছে। চীনের ইলেকট্রনিকস নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আগিলিয়ান টেকনোলজির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট রেনাউদ আনজোরান বলেন, ‘শুধু অ্যাপল বা স্যামসাং নয়, বিশ্বব্যাপী অনেক নির্মাতা এখন স্মার্টফোন উৎপাদন ভারতে স্থানান্তর করছে। দেশটি এখন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রির জন্য সবচেয়ে বেশি পণ্য উৎপাদনের সুযোগ পাচ্ছে।’ চলতি বছর শুরুতে ট্রাম্প চীনের পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশের বড় শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। এর প্রতিশোধ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ শুল্ক বসায় চীন। এরপর মে মাসে দুই দেশ ৯০ দিনের জন্য এ শুল্ক বিবাদ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ট্রাম্পের শুল্কনীতিসৃষ্ট অনিশ্চয়তার কারণে অনেক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে চীনের বাইরে উৎপাদনের বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছে। এর মধ্যে গত কয়েক বছরে ভিয়েতনাম ও ভারতের মতো দ্রুতবর্ধনশীল এশিয়ার দেশগুলো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।


ASTA IATA Emirates
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com
VISA MasterCard

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO
NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

**একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।**

**প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?**

## কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

## কার ওপর কমল শুল্ক, কার ওপর

৭ পৃষ্ঠার পর

মে), ভিয়েতনাম (২ জুলাই), ইন্দোনেশিয়া (১৫ জুলাই), ফিলিপাইন (২২ জুলাই), জাপান (২৩ জুলাই), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (২৭ জুলাই), এবং দক্ষিণ কোরিয়া (৩১ জুলাই)। এছাড়া চীনের সঙ্গে অন্তর্বর্তী চুক্তি ১২ মে হয়েছে, যদিও এখনো আলোচনা শেষ হয়নি। চারটি দেশের সঙ্গে জোরালো আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। যুক্তরাজ্য প্রথম দেশ হিসেবে মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে, যেখানে ১০ শতাংশ ভিত্তি শুল্ক ধার্য করা হয়েছে। তবে কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ছাড় এবং কোটার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ চুক্তি নিয়ে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের পরও কিছু অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে, বিশেষ করে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্ক সংক্রান্ত। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র চায় যুক্তরাজ্যের ডিজিটাল পরিষেবা কর বাতিল করা হোক যাতে তাদের প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো শুল্কের আওতায় না পড়ে।

ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চুক্তিতে শুল্ক ৪৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। চীনের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনামের পথ ধরে যাওয়াকে ঠেকাতে 'ট্রান্সশিপমেন্ট' নামে একটি ব্যবস্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে ৪০ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়। তবে এ বিষয়ে এখনো স্পষ্টতা পাওয়া যায়নি। ভিয়েতনাম ১১ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাশা করলেও ট্রাম্প একতরফাভাবে ২০ শতাংশ ঘোষণা করেন। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে জুলাই মাসের চুক্তিতে শুল্ক কমে ৩২ শতাংশ থেকে ১৯ শতাংশে নেমেছে। মার্কিন হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ৯৯ শতাংশের বেশি মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক উঠানো হবে।

ফিলিপাইন শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে ১৯ শতাংশে নামিয়েছে এবং মার্কিন পণ্যের ওপর আর কোনো শুল্ক আরোপ করবে না বলে জানানো হয়েছে। এছাড়াও সামরিক সহযোগিতার আলোচনা হয়েছে।

জাপানের সঙ্গে চুক্তিতে শুল্ক কমে ২৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নেমেছে এবং গাড়ি খাতে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প এটিকে 'সম্ভবত সবচেয়ে বড় চুক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন এবং দাবি করেছেন, জাপান যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে, যার ৯০ শতাংশ মুনাফা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের পকেটে যাবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তিতে শুল্ক কমে ৩০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নেমেছে। তবে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এটিকে 'আত্মসমর্পণ' ও 'অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন' হিসেবে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে, ইইউ কমিশনার এটিকে 'চরম বাস্তবতায় সেরা চুক্তি' হিসেবে দেখছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে এবং সেই বিনিয়োগে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকবে, যা ট্রাম্প নিজেই নির্বাচন করবেন।

চীনের সঙ্গে এখনো চুক্তি হয়নি। বর্তমান শুল্ক বিরতি অব্যাহত রয়েছে; চীনের ওপর ৩০ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চীন ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। সাম্প্রতিক স্টকহোম বৈঠকেও বিরতি বাড়েনি।

ভারতের পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে বলে ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, সঙ্গে অতিরিক্ত 'শাস্তিমূলক' কর আরোপের কথা বলছেন রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র ও জ্বালানি কেনার জন্য। ২ এপ্রিল ভারতের ওপর শুল্ক ছিল ২৬ শতাংশ, যা বর্তমানে ১ শতাংশ কমে গেছে। কানাডার পণ্যের ওপর ১ আগস্ট থেকে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। মাদক পাচারের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আলোচনা 'গুরুতর পর্যায়ে' রয়েছে। মেক্সিকোর ওপর ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। ট্রাম্প দাবি করেছেন, সীমান্ত সুরক্ষায় মেক্সিকো যথেষ্ট ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তাই শুল্ক বাড়ানো হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার ওপর আপাতত ১০ শতাংশ শুল্ক রয়েছে, যা পরবর্তীতে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের গরুর মাংস আমদানিতে বিধিনিষেধ শিথিল করেছে। বিবিসির প্রতিবেদনে জানা গেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট মোট ২২টি দেশকে চিঠি দিয়েছেন যেখানে ১ আগস্ট থেকে নতুন শুল্ক কার্যকর হবে। মোট ১৫০টি দেশকে এ ধরনের চিঠি দেওয়া হবে এবং শুল্ক কার্যকর করার সময়সীমা আর পিছানো হবে না।

## তেলের গন্ধে বদলাচ্ছে বন্ধুত্ব:

৬ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তানের সঙ্গে 'বিরাট জ্বালানি চুক্তি'র ঘোষণা দিলেন প্রেসিডেন্ট সাহেব। ইসলামাবাদের ওপর বসালেন ১৯ শতাংশ শুল্ক।

হঠাৎ এই মোড়?

২০১৮ সালের ডোনাল্ড ট্রাম্প কি কখনো ভাবতেন, যাঁরা 'ধোঁকা ছাড়া কিছুই দেয় না'ড়তাদের সঙ্গেই একদিন এমন ঘনিষ্ঠতায় যাবেন? কিন্তু রাজনীতি তো এমনই, যেখানে আজকের শত্রু আগামী দিনের বাণিজ্যসঙ্গী হতে বেশি সময় লাগে না।

জ্বালানি চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে হোয়াইট হাউস থেকে আরও এক খোঁচা এসেছিল ভারতের দিকে। ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন, কে জানে, একদিন হয়তো দেখা যাবে পাকিস্তান ভারতেও তেল বিক্রি করছে!

ঘরের ভেতরের গল্প

এই সম্পর্কের টানাপোড়েন কিন্তু শুধু জ্বালানিতে সীমাবদ্ধ নয়। সামরিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও চলছে একের পর এক নাটকীয় দৃশ্যপট।

অল্প কদিন আগেই পাকিস্তান তার সামরিক সম্মানঙনিশান-ই-ইমতিয়াজ্ব তুলে দিল মার্কিন জেনারেল কুরিলার হাতে। বলা হলো, আঞ্চলিক শান্তির স্বার্থে তার অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি।

এরপরই হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বসেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। কী আলোচনা হয়েছিল, তা জানেন না কেউ। কিন্তু পরে জানা গেলো পাকিস্তান নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেছে।

এই মধ্যাহ্নভোজের ঠিক পরে ওয়াশিংটনে যান পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর প্রধানও। মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকও হয়। লক্ষ্য ভারী সামরিক সরঞ্জাম। এফ-১৬ ব্লক যুদ্ধবিমান থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক মিসাইল; সবই রয়েছে সেই তালিকায়।

ব্যবসা, নোবেল আর ক্রিপ্টো সব মিলিয়ে এক নতুন ছক

কূটনীতিকরা বলছেন, পাকিস্তানের প্রতি ট্রাম্পের এই আচমকা মায়ার পেছনে দুটি মূল কারণ কাজ করছে। প্রথমত, পাকিস্তান একটি মার্কিন ক্রিপ্টো ফার্মের সঙ্গে জোট বাঁধছে। যার মালিকানা ট্রাম্প পরিবারের। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিনান্সিয়াল'। দ্বিতীয়ত, সেই বহুল চর্চিত নোবেল পুরস্কারের মনোনয়ন। ট্রাম্প বারবার বলে আসছেন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির নেপথ্যে ছিল তাঁরই মধ্যস্থতাড়যদিও ভারত সরকার সেটা স্বীকার করেনি কখনো।

ভারতের কপালে চিন্তার ভাঁজ

তবে প্রশ্ন হল, এই নতুন ঘনিষ্ঠতা ভারতের জন্য কতটা উদ্বেগের?

'কোয়াড' জোটের অন্যতম শরিক হিসেবে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এর পর্যায়ে ছিল। চীনকে ঠেকাতে সেই সম্পর্ক ছিল অনেকটা স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় এসে যেন অন্য ছকে খেলতে শুরু করেছেন। তিনি চীনের সঙ্গে সরাসরি ডিল করতে চাইছেন, ভারতকে বাদ দিয়েই। যে কারণে সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্পের মুখেঙকোয়াড্ব শব্দটাও তেমন একটা শোনা যাচ্ছে না। ভারতের ভূমিকা যে এখন অনেকটাই সঙ্কুচিতড়তা বেশ স্পষ্ট।

শেষ কাহিনি এখনো বাকি

পাকিস্তানের সঙ্গে বাড়তে থাকা এই মধুর সম্পর্ক ভারতের জন্য একটা কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ তো বটেই, সঙ্গে সামরিক দিক থেকেও বড় এক সতর্কবার্তা। বিশেষ করে পশ্চিম সীমান্তে যদি আমেরিকা-সমর্থিত পাকিস্তান নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করেড়তবে ভারতের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষায় লাগবে আরও জোরালো কূটনীতি, দৃঢ় কৌশল। আমেরিকার তার পুরনো স্বভাবই তো, যেখানে সুবিধা, সেখানেই ঘনিষ্ঠতা। বন্ধুত্ব নয় বরং দর কষাকষির কূটনৈতিক বাজারে ভারত এখন কতটা দরদাম করতে পারবে, সেটাই ভবিষ্যতের নিয়ামক।ভূরাজনীতির এই গল্পে চরিত্রগুলো হয়তো পুরোনো, কিন্তু সম্পর্কগুলো প্রতিদিনই নতুন রং নিচ্ছে। আগামী দিনে এই রঙিন ক্যানভাসে ভারত কী ছবি আঁকবে, সেটাই এখন দেখার।

## ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি, কানাডার ওপর

৬ পৃষ্ঠার পর

দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এখনো কোনো বাণিজ্য চুক্তি হয়নি, তাদের পণ্যের ওপর বেশি শুল্ক বসানো হবে। যদি আজকের মধ্যে চুক্তি না হয়, তবে শুক্রবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা কানাডার বেশিরভাগ পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হবে। যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ কিছু দেশ সম্প্রতি চুক্তি করেছে, তাই তাদের রপ্তানি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রে নির্দিষ্ট শুল্ক আরোপ করবে।

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

# SAT Summer Prep

## Take A FREE Diagnostic Today!

**SAT Elite**
4 Days/Week
Tues - Fri

**SAT Premium**
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

## 500+ College Acceptances in 2025!

NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY IGNITE CHANGE. GO NOVA.
Northeastern University
Northwestern University
MIT
RIT
LUX ET VERITAS
Penn University of Pennsylvania
THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
CORNELL UNIVERSITY FOUNDED A.D. 1865
STONY BROOK STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

# বিশ্বজুড়ে পাল্টা শুল্কে ট্রাম্পের ‘জয়’,

৭ পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্যপূরণে কতটা কাজে দেবে, তা অনিশ্চিত। আর এর প্রভাব ট্রাম্পের জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদে আমেরিকার ওপর পড়তে যাচ্ছে, তা একেবারেই ভিন্ন হতে পারে।

‘৯০ দিনে ৯০ চুক্তি’, যে সময়সীমা নিয়ে এসেছিল আতঙ্ক

আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের ক্যালেন্ডারে ১ আগস্ট তারিখটি লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত ছিল। হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করো, নইলে ধ্বংসাত্মক শুল্কের মুখোমুখি হও।

হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো যখন ‘৯০ দিনে ৯০ চুক্তি’র ঘোষণা দেন এবং ট্রাম্প নিজেও দ্রুত চুক্তি সম্পাদনের আশাবাদী মন্তব্য করেন, তখন থেকেই বিশেষজ্ঞদের কাছে সময়সীমাটি অবাস্তব বলেই মনে হচ্ছিল এবং বাস্তবেও সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

জুলাই মাসের শেষে এসে দেখা গেছে, ট্রাম্প মাত্র এক ডজন বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করেছেন, যার অনেকগুলোই এক-দুই পৃষ্ঠার বেশি নয়। এসব চুক্তিতে সাধারণত যেসব বিশদ ও বাধ্যবাধকতামূলক শর্ত থাকে, তা অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। এই পরিস্থিতি বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য অংশীদারদের অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশ্ন থেকে গেছে চুক্তিগুলোর ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন এবং স্থায়িত্ব নিয়ে।

প্রথম ধাক্কা লেগেছিল যুক্তরাজ্যে

ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি আর যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সেই ঘাটতি তুলনামূলকভাবে প্রায় ভারসাম্যপূর্ণ। ফলে যুক্তরাজ্যের বেলায় দ্রুত অগ্রগতি হওয়াটা খুব একটা বিস্ময়ের নয়।

বেশিরভাগ ব্রিটিশ পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ প্রাথমিক শুল্ক হার আরোপ প্রথমে কিছুটা কপাল কুঁচকানোর মতো ছিল ঠিকই, তবে সেটিই পরবর্তী পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেটিও কিছুটা স্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের মতো অংশীদারদের ওপর যেখানে শুল্ক ১৫ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি যথাক্রমে ২৪০ বিলিয়ন ডলার ও ৭০ বিলিয়ন ডলার (শুধু গত বছরে) সেখানে যুক্তরাজ্যের হার ছিল তুলনামূলকভাবে সহনীয়।

তবে বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের এসব চুক্তি শর্তহীন ছিল না। যে দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য কেনার বিষয়ে স্পষ্ট অঙ্গীকার দিতে পারেনি, তারা অনেক সময় উচ্চ শুল্কের মুখোমুখি হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন একের পর এক দেশকে শুল্ক চিঠি পাঠাতে থাকে। বর্তমানে বেশিরভাগ আমদানি যুক্তরাষ্ট্রে এখন কোনো না কোনো চুক্তি বা প্রেসিডেন্টের একতরফা আদেশের আওতায় পড়ে আর এসব আদেশের শেষে থাকে ট্রাম্পের সংক্ষিপ্ত বার্তা: ‘এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।’

বিশ্ব অর্থনীতিতে ‘ক্ষতি’ করার ক্ষমতা

গত কয়েক মাসের ঘটনাপ্রবাহ অনেক কিছু উন্মোচন করেছে। তবে ভালো খবর হলো শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ শুল্ক এবং মন্দার আশঙ্কা এড়ানো গেছে। উচ্চ শুল্কহার এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছিল তা বাস্তবে রূপ নেয়নি।

দ্বিতীয়ত, অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন শুল্ক শর্তে সম্মত হওয়ায় একটা বড় ধরনের অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে। যে অনিশ্চয়তা ট্রাম্প নিজেই গত মাসগুলোতে একধরনের অর্থনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

এই অনিশ্চয়তা দূর হওয়ায় একদিকে যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় পরিকল্পনা করতে পারছে, তেমনি বিনিয়োগ ও নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও আবার সচল হচ্ছে।

বেশিরভাগ রপ্তানিকারক এখন জানেন, তাদের পণ্যের ওপর কত শতাংশ শুল্ক বসছে এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা খরচ কীভাবে সামলাবেন বা ভোক্তার ওপর কতটা চাপ দেবেন, সেটাও হিসাব করতে পারছেন।

এই ক্রমবর্ধমান স্পষ্টতা বিশ্ব অর্থবাজারে তুলনামূলক স্বস্তির পরিবেশ তৈরি করেছে। এর ফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে উল্লেখযোগ্য উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য একটি দিক থেকে এটি নেতিবাচকও বটে। কারণ এখন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির গড় শুল্কহার আগের তুলনায় বেশি এবং ছয় মাস আগেও এতটা চরম অবস্থার পূর্বাভাস দেননি বিশ্লেষকেরা।

ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তিকে বড় অর্জন হিসেবে তুলে ধরলেও এগুলো সেই রকম ‘শুল্ক বাধা ভেঙে ফেলার’ চুক্তি নয়, যা আগের দশকগুলোতে দেখা যেত।

বিপর্যয়, বড় মন্দা, ব্যাপক বাজার ধসের মতো শঙ্কাগুলো এখন কিছুটা দূরে ঠেকছে। তবে অক্সফোর্ড ইকোনমিকস-এর গ্লোবাল ম্যাক্রো ফোরকাস্টিং ডিরেক্টর বেন মে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি এখনো বহুভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে ‘ক্ষতিগ্রস্ত’ করার ক্ষমতা রাখে।

তিনি বলেন, ‘এই শুল্ক কার্যত যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের আয় সংকুচিত করছে। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি যদি কম পণ্য আমদানি করে, তাহলে বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাবে। আর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও।’

জয়ী ও পরাজিত: জার্মানি, ভারত ও চীন

শুধু শুল্কের হার নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিমাণও নির্ধারণ করে কে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারতের কথা ধরলে, যুক্তরাষ্ট্রে তাদের রপ্তানির ওপর শুল্ক ২৫ শতাংশ। তবে ক্যাপিটাল ইকোনমিকস-এর অর্থনীতিবিদদের মতে, ভারতের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদার অবদান মাত্র ২ শতাংশ হওয়ায়, এই শুল্কের তাৎক্ষণিক প্রভাব হয়তো খুব বড় ধরনের হবে না।

তবে জার্মানির ক্ষেত্রে খবরটা ততটা আশাব্যঞ্জক নয়। ১৫ শতাংশ শুল্ক তাদের প্রবৃদ্ধির হার থেকে চলতি বছরে ০.৫ শতাংশেরও বেশি কমিয়ে দিতে পারে। যা বছরের শুরুতে করা পূর্বাভাসের চেয়ে অনেকটাই কম। এর মূল কারণ হলো, এই ধরনের শুল্কবৃদ্ধির ফলে জার্মানির বিশাল গাড়ি শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এমন সময় এই শুল্ক আরোপ যখন দেশটি ইতিমধ্যেই মন্দার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

আর চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক সবচেয়ে অস্থির অবস্থায় রয়েছে। গত কয়েক মাসে চীনকে ঘিরে অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ শুল্কের আশঙ্কায় অ্যাপলসহ একাধিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এই সিদ্ধান্তে লাভবান হয় ভারত। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি এখন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া স্মার্টফোনের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। তবে ভারত এটা জানে, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনের মতো দেশগুলো, যারা যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে তুলনামূলকভাবে কম শুল্কের মুখোমুখি হয়, তারা অন্যান্য খাতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরও আকর্ষণীয় বিকল্প জোগানদাতা হয়ে উঠতে পারে।

শুল্ক নীতি ও ট্রাম্পের রাজনৈতিক ঝুঁকি

যত সময় যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এই শুল্কনীতির প্রভাবও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। শুল্কের পরিমাণ আরও বেড়ে যেতে পারে এই শঙ্কায় অনেক প্রতিষ্ঠান আগেভাগে মার্কিন পণ্য কিনে রেখেছিল তাই চলতি বছরের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা প্রবৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন, বছরের বাকি সময়টাতে এই প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাস পাবে।

বছরের শুরুতে যেখানে গড় শুল্কহার ছিল মাত্র ২ শতাংশ, এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ। এই শুল্ক বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের রাজস্বে উল্লেখযোগ্য প্রবাহ এসেছে, যা ছিল ট্রাম্পের ঘোষিত বাণিজ্যনীতির অন্যতম লক্ষ্য। এ বছরের প্রথম সাত মাসেই আমদানি শুল্ক থেকে এসেছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা মার্কিন ফেডারেল আয়ের প্রায় ৫ শতাংশ (যেখানে সাধারণত তা থাকে ২ শতাংশ-এর আশেপাশে)।

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট আশা করছেন, পুরো বছরে শুল্ক থেকে আয় হবে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার। তুলনামূলকভাবে, ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স থেকে প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র পায় প্রায় ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার।

তবে সবচেয়ে বড় চাপ এখনো সাধারণ মার্কিন ভোক্তার কাঁধেই রয়েছে। তারা এখনো পুরোপুরি মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা পাননি, কিন্তু ইউনিলিভার, অ্যাডিডাসের মতো বড় ভোক্তা পণ্য কোম্পানিগুলো এখন খোলাখুলিভাবে বাড়তি খরচের হিসাব দিচ্ছে।

ফলে সামনে ‘স্টিকার শক’ অর্থাৎ হঠাৎ দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্রাহকদের বিস্মিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এটা ভোক্তাদের ব্যয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং ট্রাম্পের প্রত্যাশিত সুদের হার কমানোর পথও আটকে দিতে পারে।

এ অবস্থায় অর্থনৈতিক চাপ ও মূল্যবৃদ্ধি মিলিয়ে নির্বাচনী বছর ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম্পের জন্য এটি একটি বাস্তব ও বাড়তে থাকা রাজনৈতিক ঝুঁকিতে পরিণত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও স্পষ্ট রাজনৈতিক হুমকি

সব ধরনের পূর্বাভাসেই কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকে, তবে এই মুহূর্তে যা স্পষ্ট, তা হলো, একজন এমন প্রেসিডেন্টের জন্য এটা একটি বাস্তব রাজনৈতিক হুমকি, যিনি ভোক্তাদের জন্য পণ্যের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দাম বাড়ানোর নয়।

ট্রাম্প এবং হোয়াইট হাউজের অন্যান্য কর্মকর্তারা এখন কম আয়ের মার্কিনদের জন্য ‘রিবেট চেক’ দেওয়ার কথা ভাবছেন। বিশেষ করে সেইসব ব্লু-কলার (শ্রমজীবী) ভোটারদের জন্য, যারা তার রাজনৈতিক উত্থানে বড় ভূমিকা রেখেছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা জটিল হতে পারে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদনও প্রয়োজন হবে।

এটা আবার একধরনের পরোক্ষ স্বীকারোক্তিও বটে। শুধু অতিরিক্ত ফেডারেল রাজস্ব আসার দাবি, ব্যয় বা কর হ্রাসের ঘাটতি পূরণের যুক্তি অথবা ভবিষ্যতে দেশীয় কর্মসংস্থান ও সম্পদ তৈরির আশ্বাস দিয়ে জনগণের আস্থা রাখা রাজনৈতিকভাবে খুব একটা নিরাপদ কৌশল নয়। যখন রিপাবলিকান পার্টিকে আগামী বছরের অঙ্গরাজ্য ও কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের মুখোমুখি হতে হবে, তখন এই মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক চাপ দলটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

এখনো চূড়ান্ত হয়নি বহু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি

এই জটিল পরিস্থিতিতে আরও জটিলতা যোগ করছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে চুক্তি এখনও চূড়ান্ত না হওয়া। বিশেষ করে কানাডা এবং তাইওয়ানের সঙ্গে এখনও সমঝোতায় পৌঁছানো যায়নি। অন্যদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের আরেক বড় বাণিজ্যিক অংশীদার মেক্সিকোর সঙ্গে আলোচনার সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। এছাড়া চীনের জন্য আলাদা সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাও এখনো অনির্ধারিত রয়েছে।

এ পর্যন্ত বেশ কিছু চুক্তি মৌখিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু তা এখনও লিখিত স্বাক্ষরিত হয়নি। এছাড়া ট্রাম্পের শর্তাবলীর বাস্তবায়ন কতটা এবং কীভাবে হবে, তা এখনো অনিশ্চিত। কিছু ক্ষেত্রে বিদেশি নেতারা ট্রাম্পের দাবি করা শর্তাবলীর অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন।

এই অনিশ্চয়তার কারণে ভবিষ্যতে বাণিজ্য সম্পর্ক কতটা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

হোয়াইট হাউজ ও বিভিন্ন দেশের মধ্যকার শুল্ক চুক্তি বিশ্লেষণে করে অর্থনীতিবিদ জন মে বলছেন, “‘শয়তান’ থাকে বিস্তারিত শর্তাবলীতে। আর এই বিস্তারিত শর্তাবলী এখন পর্যন্ত খুবই সীমিত বা অসম্পূর্ণ।”

তবুও এটা স্পষ্ট যে বিশ্ব ধ্বংসাত্মক বাণিজ্যযুদ্ধের প্রান্ত থেকে ফিরে এসেছে। এখন, যখন দেশগুলো নতুন ধরনের বাণিজ্য বাধার সঙ্গে মোকাবিলা করছে, ট্রাম্প সেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছেন।

তবে ইতিহাস বলছে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনতে ট্রাম্পের যে লক্ষ্য তা খুব বেশি সফল হবে বলে আশা করা কঠিন। আর কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো দীর্ঘদিনের মার্কিন অংশীদাররা হয়তো এমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট গঠনের চেষ্টা করবে, যা তাদের আর ‘নির্ভরযোগ্য’ অর্থনৈতিক মিত্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেখবে না। ট্রাম্প সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের এমন এক অনন্য অবস্থানের সুবিধা নিচ্ছেন, যা বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং যেটি গড়ে তুলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আধা শতকেরও বেশি সময় নিয়েছে। কিন্তু যদি বর্তমান শুল্ক ব্যবস্থা বিশ্ববাণিজ্যে মৌলিক পুনর্বিন্যাস শুরু করে, তাহলে তার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে না হলেও হতে পারে। এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিলতে কেটে যাবে বছরের পর ছর।

তবে এখন পর্যন্ত, ট্রাম্পের নির্বাচকদের হয়তো তাদের বেশির ভাগ ‘মূল্য’ নিজেই বহন করতে হবে উচ্চ মূল্য, সীমিত পছন্দ এবং ধীর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে।

# ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়াকে

১২ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প আরও জানান, সোমবার তিনি রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ও ‘সেকেন্ডারি ট্যারিফ’ বা রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করা তৃতীয় দেশগুলোর ওপরও শুল্ক আরোপের হুমকি দেন। সেসময় তিনি যুদ্ধ থামাতে রাশিয়াকে ১০ থেকে ১২ দিনের সময় দেন, যা আগের ৫০ দিনের সময়সীমার তুলনায় অনেক কম।

তবে মঙ্গলবার তিনি সময়সীমা আরও কমিয়ে ৮ আগস্টের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান। এর আগে ট্রাম্প রাশিয়াকে যুদ্ধবিরতির জন্য ৫০ দিন সময় দিয়েছিলেন, যা শেষ হওয়ার কথা ছিল সেপ্টেম্বরের শুরুতে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সঙ্গে বৈঠকের আগে ট্রাম্প বলেন, তিনি ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর ‘খুবই হতাশ’। কারণ, ‘ও (পুতিন) হঠাৎ কোনো এক শহরে যেমন কিয়েভে- রকেট হামলা চালায়, আর এতে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা অনেক মানুষ মারা যায়।’ ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমাকে এখন এটা পর্যালোচনা করতে হবে। আমি যে ৫০ দিনের সময় দিয়েছিলাম, তা কমিয়ে আনছি। কারণ আমি মনে করি আমি ইতোমধ্যেই জানি এর উত্তর কী।’

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
SWH
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

# জাতীয় সংসদের নির্বাচনে লড়বেন বাংলাদেশের প্রাক্তন

৮ পৃষ্ঠার পর

শেষে মে মাসে বাংলাদেশে ফিরলেও এখনও রাজনীতিতে তাঁর তেমন সক্রিয়তা দেখা যায়নি। খালেদার অনুপস্থিতিতে তাঁর পুত্র তথা দলের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে দেশে ফিরে দলের দায়িত্ব নিতে পারেন। কিন্তু শুক্রবার খালেদার ঘনিষ্ঠ অনুগামী মিন্টুর মন্তব্য ‘অন্য ইঙ্গিতবাহী’ বলে মনে করছেন অনেকেই। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের জমানায় জামায়াতে ইসলামির প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকায় অসন্তুষ্ট বিএনপি। বিশেষত, অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা পদে জামাত-ঘনিষ্ঠদের নিয়োগ এবং নির্বাচন ঘিরে টালবাহানার জেরে সেই অসন্তোষ আরও বেড়েছে। ইতিহাস বলছে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জামাত নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে পাকিস্তান সেনার পক্ষে কাজ করেছিলেন। রাজাকার ঘাতকবাহিনীর নেতা হিসাবে গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে একাধিক জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে। অন্য দিকে, হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগের মতোই মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যবাহী বিএনপিও। খালেদার স্বামী তথা বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান পাক সেনার প্রথম বাঙালি অফিসার হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

# বাংলাদেশে সংসদের উচ্চকক্ষ হবে ১০০ আসনের

৯ পৃষ্ঠার পর

সেই অনুসারে কমিশন পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।’ আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করব দ্রুত চূড়ান্ত সনদ প্রস্তুত করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে। এর ভিত্তিতে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও করা হবে।’ তিনি আশা প্রকাশ করেন যে আজকের মধ্যেই আলোচনা পর্বের সমাপ্তি টানা সম্ভব হবে। আলোচনা শেষে যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং যেসব বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা দ্রুত দলগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। আগের ধারাবাহিকতায় আজকেও সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য কীভাবে মনোনীত হবেন, তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি চালুর প্রস্তাব করে। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা দলগুলো এ প্রস্তাব সমর্থন করে। অপর দিকে বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলো বিরোধিতা করে। সে সময়ও তারা সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে আসন বরাদ্দের দাবি জানায়। আলোচনায় দলগুলোর ভিন্নমত থাকায় এক পর্যায়ে বিষয়টি কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এরপর ঐকমত্য কমিশন ভোটের সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের সদস্য মনোনীত করার সিদ্ধান্ত জানায়। মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী, উচ্চকক্ষের নিজস্ব কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না। তবে, অর্থবিল ব্যতীত অন্য সব বিল নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ উভয় কক্ষে উপস্থাপন করতে হবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকে রাখতে পারবে না। এক মাসের বেশি বিল আটকে রাখলে সেটিকে উচ্চকক্ষের অনুমোদিত বলে গণ্য করা হবে। নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত বিলগুলো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করবে উচ্চকক্ষ এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তা অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে, তবে উভয় কক্ষে পাস হওয়া বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। আর যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তা সংশোধনের সুপারিশসহ নিম্নকক্ষে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। নিম্নকক্ষ সেই সব সংশোধন আংশিক বা পূর্ণভাবে গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

অনলাইনে
পরিচয় পড়তে
স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com



MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372



DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

✓ TAX FILING ✓ NOTARY PUBLIC
✓ IMMIGRATION ✓ TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490 OPEN 7 DAYS A WEEK


# সংসদের বাইরে সংবিধান সংশোধনের কোনো সুযোগ

৯ পৃষ্ঠার পর

করতে চাচ্ছে, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা সংসদীয় পদ্ধতিতেও বিশ্বাস করে না। তারা কোন পদ্ধতিতে যাবে, তারা নিজেরাও জানে না। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন জরুরি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা যতই সংস্কার করি, কোনো লাভ হবে না। যদি রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলাতে না পারি, কোনো সংস্কার কাজে আসবে না। বিএনপির এই নেতা বলেন, অপরের মতকে আমাদের সম্মান জানাতে হবে। সহনশীল হতে হবে। এর মাধ্যমেই দেশকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে যেখানে ঐক্য দরকার, সেখানে ঐক্য করতে হবে। আমীর খসরু বলেন, অনেকেই বলছেন, দলগুলোর মধ্যে যে ঐক্য ছিল, ৫ আগস্টের পরে তা অনৈক্য হয়ে গেছে। আমি তো কোনো অনৈক্য দেখতে পাচ্ছি না। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি দলের নিজস্ব দর্শন, চিন্তাভাবনা থাকবে। যেখানে আমরা একমত হতে পারব, সেখানে একমত হবো। বাকিটা জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। জনগণ হচ্ছে মালিক। তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসদে পাস করতে হবে।

# বাংলাদেশের ওপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছি

৮ পৃষ্ঠার পর

ফ্যাক্টচেকার প্ল্যাটফর্মের বরাত দিয়ে বাংলাদেশের সরকার আমাদের জানিয়েছে যে, ২০২৫ সালের ১৪ এপ্রিল পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি ইতিহাস সম্পর্কিত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে মধ্যযুগের বাংলার একটি মানচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল। ওই প্রদর্শনীর যারা আয়োজক ছিলেন, তারা বাংলাদেশের সরকারকে বলেছেন যে, কোনো বিদেশি সংস্থা বা গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, ‘সালতানাত-ই-বাংলা’ নামের কোনো সংগঠন বা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বাংলাদেশে নেই। তিনি আরও বলেন, আমরা জাতীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে বাংলাদেশের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের ওপর আমরা নিবিড় নজর রাখছি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমরা এগোচ্ছি।

# বিদেশ থেকে কিছু আঁতেল এসে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ

৮ পৃষ্ঠার পর

সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ঢাকা মহানগর বিএনপি উত্তরের সভাপতি আমিনুল হক, আইইবি চেয়ারম্যান মো. রিয়াজুল ইসলাম রিজু, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির মোস্তফা খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছি।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

FLYING COLOURS PICTURES, ABP CREATIONS
& OPUS COMMUNICATIONS PRESENT
ABP STUDIOS
Opus
AN OPUS COMMUNICATIONS PRODUCTION
রক্তের সম্পর্ক না ভালবাসার টান ?
DIRECTED BY ANIRUDDHA ROY CHOWDHURY
NEW YORK, NY
RELEASING WEEKLONG FROM FRI AUGUST 8TH, 2025
KEW GARDENS CINEMAS
81–05 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS, NY 11415
SHOWCASE CINEMA DE LUX FARMINGDALE
1001 BROADHOLLOW RD, FARMINGDALE, NY 11735
SHOWTIMES & TICKETS ON THEATER WEBSITE
PVR INOX PICTURES

## কমলাকান্তকে কি বলা যাবে এই

১৬ পৃষ্ঠার পর

দেখায়, ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৯ বছরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ৩,৬৭৯টি হামলা হয়েছে। বর্তমান পরিসংখ্যানের সঙ্গে এই তথ্য মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, হামলার পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। এই সাম্প্রদায়িক হামলা ও সহিংসতার চেয়েও ভয়ানক বিষয় হলো এই হামলা ও লুটের বৈধতা দেওয়ার যুক্তি। আগে বলা হতো, ‘এসব ভোট পাওয়ার ধান্দা’। এখন এটিকে নৈতিক বৈধতা দেওয়া হয় ‘অপপ্রচার’ বা ‘রাজনৈতিক কারণে হামলা’র অজুহাতে। আগে ফলাফল শূন্য বিচারের আশ্বাস মিললেও, এখন সেটাও যেন নেই। নতুন বয়ানের ‘সবার বাংলাদেশে’ যেহেতু সংখ্যালগিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু এই বাইনারিকেই অস্বীকার করা হয়, সেখানে ভয় আরও জেঁকে ধরে।

দেশের অর্ধশতকের ইতিহাসে অনেক কিছু বদলেছে। বারবার কর্তৃত্ববাদ বিতাড়িত হয়ে ‘গণতন্ত্র এসেছে’, ‘ভয়ের পরিবেশ দূর হয়েছে’, ‘সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে’, ‘স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির ক্ষমতায়ন হয়েছে’, ‘দেশ পুনরায় স্বাধীন হয়েছে’, ‘মানুষ রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পেয়েছে’। কিন্তু কমলাকান্তরা কিছুই পাননি। যুগে যুগে তারা পেয়েছেন শুধু আশার বয়ান। এই বয়ান শুনলে মনে হয়, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বা ধর্মের নামে নির্যাতন শব্দটাই যেন অপ্রাসঙ্গিক। শাসক ও ক্ষমতার কাছের মানুষেরা সবসময় এই শব্দগুলোকে জাদুঘরে পাঠাতে চান। তাদের বয়ানে মনে হয়, ‘টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া’ বা ‘সুন্দরবন থেকে বান্দরবান’ড়এই পরিধির মধ্যে সবাই ভয়হীন ও নির্ভীক পৃথিবীর বাসিন্দা। কিন্তু রংপুরের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাগুলো বারবার এই সুসজ্জিত বয়ানের নগ্ন সত্য উন্মোচন করে। শাসকগোষ্ঠীর এই বয়ান যে অন্তঃসারশূন্য, তা উদাহরণস্বরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরে।

পৃথিবীর অন্যতম ‘মেগা শহর’ ঢাকা থেকে কমলাকান্তের বাড়ির দূরত্ব তিনশ কিলোমিটারের সামান্য কিছু বেশি। এই শহর থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কোনো মানুষ নির্যাতিত হলে তাদের জন্য সেখানে বিরাট মিছিল বের হয়। কিন্তু রংপুরের নিপীড়িত কমলাকান্তদের জন্য কোনো বড় মিছিল হয় না। যে শহরের ক্ষমতার বাবুমশায় ও তাদের দলের লোকজন প্রতিদিন ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার বিপ্লব করে চলেছে। তাদের কর্ণকুহরে কমলাকান্তদের এই চিৎকার যেন পৌঁছায় না। জনপ্রিয় ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

## ‘বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের চেয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

যে, বাংলাদেশিরা ভারতে থাকতে মরিয়া হয়ে পড়েছে।’

তিনি প্রশ্ন তোলেন, আপনারা তো সিএএ এনেছেন। তাহলে কেন আজও বাংলাদেশি হিন্দুরা অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করছেন? যদি সত্যিই কারও শরণ নিতে হয়, তারা কেন বৈধ পথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করছেন না? বাস্তবে সিএএ চালু হওয়ার পরও মাত্র দুই হাজার মানুষও আবেদন করেনি নাগরিকত্বের জন্য। এটা কী দেখায় না যে, পুরো আইডিয়াটাই মিথ্যা আশঙ্কার ভিত্তিতে দাঁড় করানো?

মোদি সরকারের উদ্দেশ্যে মহুয়া বলেন, আপনারা বলছেন বাংলাদেশি হিন্দুরা নির্যাতিত, তাই সিএএ দরকার। তাহলে সিএএ বাস্তবায়নের পরও কেন সীমান্তে অনুপ্রবেশ চলছে? তারা তো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারে! আর যদি কেউ অবৈধভাবে আসে, তাহলে আপনার সীমান্ত ব্যবস্থাপনাই বা কী করছে?

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দুই লাখ কোটি রুপি বরাদ্দ করেছেন আপনারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাজেটে। সেই টাকা কোথায় গেল? সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার না করে শুধু বাংলাদেশিদের দোষ দিলে হবে না। আরও বিএসএফ মোতায়েন করুন, প্রযুক্তি বাড়ান, আলো বসান। তাহলে দেখবেন কেউ ঢুকতেই পারবে না। একজনও যদি ঢুকে, সেটার দায় আপনার।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর দমন-পীড়নের অভিযোগ তুলেছেন। অপরদিকে বিজেপির দাবি, অনুপ্রবেশ রুখতেই এই কঠোরতা। এর মাঝেই মহুয়া মৈত্রের স্পষ্ট ও আক্রমণাত্মক এই বক্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিল।

## মিয়ানমারের দুর্লভ খনিজের ওপর ট্রাম্পের নজর, নীতি বদলের চিন্তা

৫ পৃষ্ঠার পর

(কেআইএ)-র সঙ্গে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে জান্তা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হোক; আরেকটি প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জান্তাকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি কাচিন বিদ্রোহীদের সঙ্গে কাজ করতে।

২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের সামরিক সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এড়িয়ে চলছে। তবে বর্তমানে বিদ্যমান রেয়ার আর্থ খনিজের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে এই অবস্থানে পরিবর্তন আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কে রেখেছে প্রস্তাব?

প্রস্তাবগুলো এসেছে একজন মার্কিন ব্যবসায়ী লবিস্ট, অং সান সুচির সাবেক উপদেষ্টা, কাচিন বিদ্রোহীদের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত কিছু পক্ষ এবং কিছু আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকের কাছ থেকে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের কাছে পেশ করা প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আরও রয়েছেড় মিয়ানমারের ওপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত সম্ভাব্য ৪০ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করা, দেশটির সামরিক জান্তা ও তাদের মিত্রদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা, ভারী রেয়ার আর্থ খনিজ প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা এবং এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একজন বিশেষ দূত নিয়োগ দেওয়ার বিষয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মিয়ানমারের একটি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সাবেক প্রধান অ্যাডাম ক্যাসটিলো এই আলোচনার অন্যতম অংশগ্রহণকারী। ১৭ জুলাই ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের অফিসে এসব বিষয়ে একটি বৈঠক হয়, যদিও ভ্যান্স নিজে উপস্থিত *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

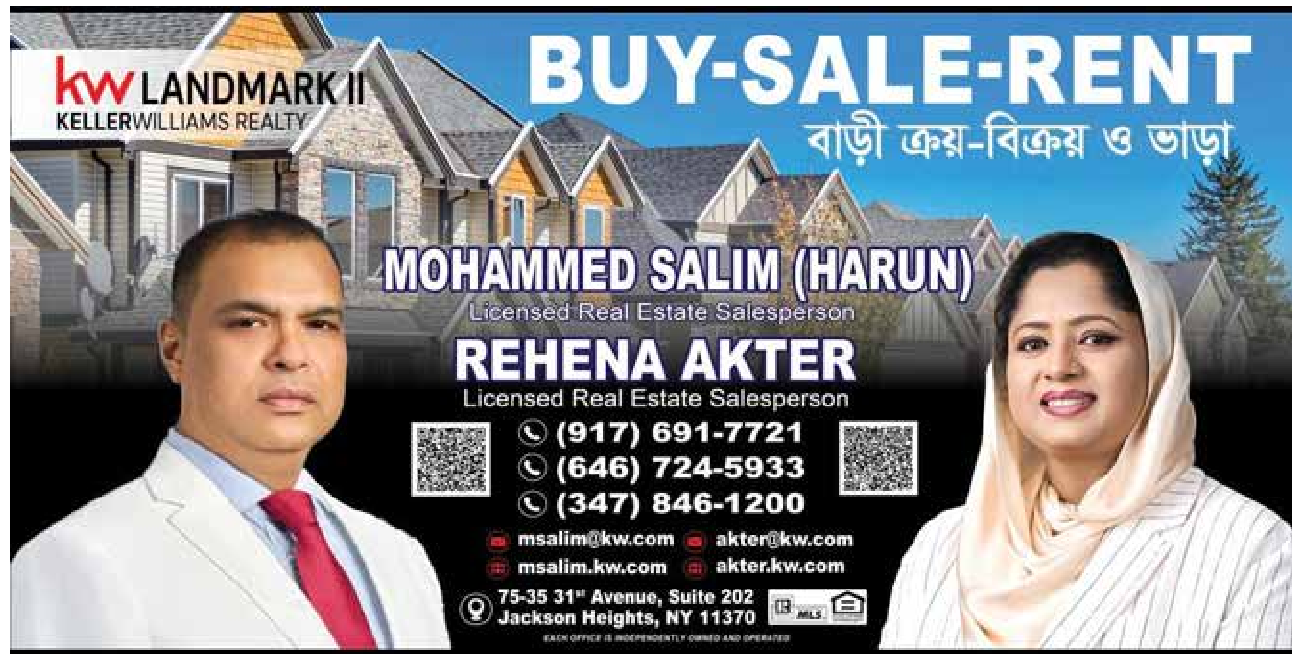

# পিআর বনাম এফপিটিপি,

৮ পৃষ্ঠার পর

ঘটনা এই বিভেদকে জনসমক্ষে নিয়ে এসেছে। গত ২৮ জুন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং ১৯ জুলাই জামায়াতে ইসলামী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পৃথক সমাবেশ আয়োজন করে, যেখানে তাদের প্রধান দাবি ছিল পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন। আশ্চর্যজনকভাবে, এই দুটি সমাবেশে তাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী বিএনপি বা তার সমমনা দলগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান অকপটেই স্বীকার করেছেন, 'আমাদের সমাবেশে কেবল তাদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যারা পিআর পদ্ধতির পক্ষে।'

জামায়াতের সমাবেশেও একই চিত্র দেখা গেছে। বছরের পর বছর ধরে জোটবদ্ধ আন্দোলন করা সত্ত্বেও বিএনপিকে পাশ কাটিয়ে এই আয়োজন স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, পিআর ইস্যুতে তারা কোনো ছাড় দিতে নারাজ। এ ঘটনাগুলো নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং কৌশলগত এবং আদর্শিক দূরত্বের এক শীতল প্রদর্শন। জুলাই অভ্যুত্থানে যে ঐক্য স্বৈরাচার পতনের ডাক দিয়েছিল, সেই ঐক্যই এখন নির্বাচনি সংস্কারের প্রশ্নে বিভক্ত।

যারা পিআরের পক্ষে

জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) প্রায় ১৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল পিআর পদ্ধতির জোরালো সমর্থক। তাদের মূল যুক্তি হলো, বর্তমান 'ফাস্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট' (এফপিটিপি) বা এলাকাভিত্তিক নির্বাচনি ব্যবস্থায় প্রাপ্ত ভোটের সঠিক প্রতিফলন ঘটে না। একটি দল হয়তো সারা দেশে ৩০% ভোট পেল, কিন্তু আসনের হিসাবে তার প্রতিফলন অবহেলিত হতে পারে। তাদের মতে, পিআর পদ্ধতি চালু হলে প্রতিটি দল তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার অনুযায়ী সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে। এতে ছোট দলগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা পাবে এবং সংসদে বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশে জামায়াত নেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'পিআর পদ্ধতিতে স্বচ্ছ নির্বাচনের বিরোধিতা করা মানে তারা জাতির প্রত্যাশা নিয়ে সচেতন নয়।' তার দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ আরও এক ধাপ এগিয়ে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাদের মতে, যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে সন্দিহান, তারাই। এই পদ্ধতির বিরোধিতা করছে।

যারা পিআরের বিপক্ষে

অন্যদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং তাদের যুগপৎ আন্দোলনে থাকা ২৮টির বেশি দল এই পদ্ধতির তীব্র বিরোধী। তাদের প্রধান শঙ্কা, পিআর পদ্ধতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে বেমানান। এখানকার মানুষ এলাকাভিত্তিক এমপির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ এবং জবাবদিহিতায় অভ্যস্ত। বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদের কথায়, 'পিআর পদ্ধতির নির্বাচনে ভোট দেবেন একজনকে, কিন্তু এমপি পাবেন আরেকজনকে।'

অর্থাৎ, ভোটার সরাসরি প্রার্থীকে নয়, দলকে ভোট দেবে এবং দল তাদের তালিকা থেকে এমপি মনোনীত করবে। এতে জনগণের সঙ্গে জনপ্রতিনিধির সম্পর্ক নষ্ট হবে বলে তারা মনে করেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আমিনুল হক আরও কঠোর ভাষায় বলেন, 'যারা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চায়, তাদের মেম্বার হওয়ারও যোগ্যতা নেই।' বিএনপির নেতারা মনে করছেন, এই বিতর্কটি মূলত নির্বাচনকে বিলম্বিত করার একটি ষড়যন্ত্র। যখন দেশ একটি দ্রুত নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন এমন একটি মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রস্তাব সময়ক্ষেপণের কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঐকমত্য কমিশনের ভূমিকা

রাজনৈতিক এই উত্তাপের মধ্যে বিশ্লেষকরা সহনশীলতার আহ্বান জানাচ্ছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেজবাহ-উল-আজম সওদাগর বলেন, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি ঐক্য দরকার পিআর পদ্ধতি গণতান্ত্রিক বিশ্বে কোনো দেশেই খুব জনপ্রিয় নয়। বাংলাদেশে নির্বাচনি এলাকাভিত্তিক যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, পিআর তা ধ্বংস করে দেবে। তার মতে, এই মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

তবে তিনি একটি বিকল্প পথের কথাও বলেছেন, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ হলে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতির বিষয়টি ভাবা যেতে পারে।

এই বিতর্ক নিরসনে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনও একটি মধ্যমপন্থা খোঁজার চেষ্টা করছে। কমিশনের কাছে নিবন্ধিত ৫০টি দলের মধ্যে ১৮টি পক্ষে এবং ২৮টি বিপক্ষে মত দিয়েছে। কমিশন প্রাথমিকভাবে নিম্নকক্ষে নয়, বরং প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পিআর পদ্ধতি চালুর সুপারিশ করার কথা ভাবছে। কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ জানিয়েছেন, 'উচ্চকক্ষ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এটি হতে পারে সংকটের একটি সম্মানজনক সমাধান।

পিআর পদ্ধতি আসলে কী

পিআর হলো এমন একটি নির্বাচনি ব্যবস্থা যেখানে একটি রাজনৈতিক দল সারা দেশে প্রাপ্ত মোট ভোটের শতাংশের ভিত্তিতে সংসদে আসন লাভ করে। বাংলাদেশে বর্তমানে চালু আছে এফপিটিপি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দেশ ৩০০টি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত। প্রতিটি এলাকায় যে প্রার্থী সর্বাধিক ভোট পান, তিনিই নির্বাচিত হন, তিনি মোট ভোটের ৫০ শতাংশের কম পান। ধরা যাক, 'ক' দল সারা দেশে ৩৫% ভোট পেল, কিন্তু মাত্র ১০০টি আসনে জয়ী হলো। অন্যদিকে 'খ' দল ৩০% ভোট পেয়ে ১৫০টি আসনে জিতে সরকার গঠন করল। এফপিটিপি পদ্ধতিতে এটি সম্ভব। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে 'ক' দল যেহেতু ৩৫% ভোট পেয়েছে, তারা সংসদের মোট আসনের ৩৫% (প্রায় ১০৫টি আসন) লাভ করবে। এতে ভোটের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত হয়।

ভবিষ্যৎ পথ এবং শঙ্কা

পিআর বিতর্ক জুলাই ঐক্যের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু এই বিতর্ক যদি চলমান থাকে, তবে সেই সময়সীমা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম এই আলোচনার জন্য জামায়াতকে দায়ী করে বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরও পিআর নিয়ে কোনো আলোচনা ছিল না। হঠাৎ করে জামায়াত, চরমোনাই পীরের দল এটি নিয়ে মাঠে নেমেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, শেষ পর্যন্ত এই সংকট কোন দিকে মোড় নেবে, তা নির্ভর করছে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার ওপর। একদিকে ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি, অন্যদিকে দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার যুক্তিড়এই দুইয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে বের করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

যদি দলগুলো কেবল নিজেদের দাবিতে অটল থাকে, তবে জুলাই অভ্যুত্থানের মূল চেতনা 'একটি ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের পথ আরও দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ হবে। এই বিভেদ প্রকারান্তরে সেই শক্তিগুলোকেই সুবিধা দেবে, যাদের বিরুদ্ধে এই ঐক্য গড়ে উঠেছিল। তাই নির্বাচনের আগেই এই নির্বাচনি বিতর্কের সমাধান হওয়া অপরিহার্য।

# প্রতিরক্ষা অংশীদারত্ব জোরদারে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সামরিক মহড়া

৫ পৃষ্ঠার পর

ও ডুবসাঁতার এবং ক্লোজ কোয়ার্টারস কমব্যাট।

ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন বলেন, 'এই যৌথ সামরিক মহড়া নিরাপদ, শক্তিশালী ও আরও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে। এটি যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারত্বেরও প্রতীক।'

এ মহড়ায় কৌশলগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত ছিল বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, যৌথ পরিকল্পনা সেশন এবং কৃত্রিম অনুশীলন পরিবেশে প্রশিক্ষণড় যা ভবিষ্যতের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত কৌশল তৈরিতে সহায়ক হবে।

মার্কিন দূতাবাস জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড হচ্ছে দেশের সবচেয়ে পুরোনো ও বৃহত্তম যুদ্ধ কমান্ড, যা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে সামরিক কার্যক্রম তদারকি করে এবং আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে।

*একজন কার্টুনিস্ট একই সঙ্গে রিপোর্টার, বিশ্লেষক ও সমালোচকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি এঁকে বাস্তবতাকে তুলে ধরেন। কার্টুন: খলিল রহমান*

*ছোট্ট ফ্রেমে আঁকা একটা কার্টুনই তুলে ধরতে পারে একটি ঘটনা, প্রেক্ষাপট বা রাজনৈতিক অবস্থার পুরো চিত্র। কার্টুন: খলিল রহমান*

*একজন রাজনৈতিক কার্টুনিস্টকে, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। চলতি ঘটনাপ্রবাহের প্রতি সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে। কার্টুন: খলিল রহমান*

*দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তি, সরকার কার্টুনের ব্যাপারে একটু বেশি স্পর্শকাতর। কার্টুন: খলিল রহমান*

# কার্টুন কি সাংবাদিকতা?

১৪ পৃষ্ঠার পর

কোনো রাজনৈতিক বা সম্পাদকীয় কার্টুন হিসেবে বিবেচিত হবে না। সেটাকে বরং একটা শিল্পকর্ম বলা যেতে পারে।

একটা ভাবগম্ভীর শিল্পকর্ম আর কার্টুন মোটেই এক জিনিস নয়। একটা রাজনৈতিক বা সম্পাদকীয় কার্টুনে অবশ্যই একটা বার্তা, একটা বিশ্লেষণ থাকতে হবে এবং তা সাংবাদিকতার রীতিনীতি অনুসরণ করে।

সুতরাং একজন রাজনৈতিক কার্টুনিস্টকে, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। চলতি ঘটনাপ্রবাহের প্রতি সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নীমান রিপোর্ট ও কলম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউয়ে রাজনৈতিক কার্টুনকে সাংবাদিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বের সংবাদপত্রে কার্টুন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পশ্চিমা সাংবাদিকতায় রাজনৈতিক বা সম্পাদকীয় কার্টুন বহুদিন ধরেই একটি শক্তিশালী মতপ্রকাশের অনন্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

কার্টুন শুধু নিছক কোনো শিল্পকর্ম নয়; বরং শিল্প, ব্যঙ্গ ও সাংবাদিকতার এক দুর্দান্ত মেলবন্ধন, যা জটিল রাজনৈতিক বার্তা মাত্র একঝলকেই পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেসকো বলছে, সম্পাদকীয় কার্টুন হচ্ছে এমন একধরনের সাংবাদিকতা, যেখানে শৈল্পিক দক্ষতা ও ব্যঙ্গ একত্র হয়ে কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করে এবং অন্যায় তুলে ধরে।

এ মন্তব্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দেয় যে সম্পাদকীয় কার্টুন গণতন্ত্রের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ।

পশ্চিমা বিশ্বে সম্পাদকীয় কার্টুন আইনগতভাবে স্বীকৃত। যুক্তরাষ্ট্রে এগুলো সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুযায়ী মতপ্রকাশের স্বাধীনতার আওতায় পড়ে। আদালত পর্যন্ত স্বীকার করেন, কার্টুন মতপ্রকাশের একটি সৃজনশীল ও সুরক্ষিত মাধ্যম।

আমাদের দেশের ভালো মানের সংবাদপত্রগুলোতে কার্টুন বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। পাঠকও কার্টুন দারুণভাবে উপভোগ করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তি, সরকার কার্টুনের ব্যাপারে একটু বেশি স্পর্শকাতর।

ফলে কার্টুনিস্ট ও সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে একধরনের সেলফ সেন্সরশিপ কাজ করে। ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের সংবাদপত্রের পাতায় কার্টুন কমে এসেছে, যা হতাশাজনক।

একজন কার্টুনিস্ট হিসেবে আমার প্রত্যাশা থাকবে, আগামী দিনের রাজনীতিক হোক উদার, সরকার হোক কার্টুনবান্ধব। কেননা, কার্টুন সরকারের ভুলত্রুটি তুলে ধরে, যা একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য সহায়ক। খলিল রহমান কার্টুনিস্ট ও লেখক।

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

# সংখ্যালঘু নির্যাতন, মার্কিন তথ্যপত্র

১৬ পৃষ্ঠার পর

বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বলা হয়, ভুক্তভোগীরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাই তারা 'জনরোষের শিকার'। যেন আওয়ামী লীগই সমর্থক মাত্রই নির্যাতনযোগ্য। এখানে সংবিধান, আইনের শাসন কোনো কিছুর বালাই নেই। অবশ্য, পরবর্তী সময়ে দেশি-বিদেশি চাপে কিছু ঘটনার সত্যতা সরকার স্বীকার করেছে, অনেক মামলাও হয়েছে, যদিও বিচার কী হচ্ছে কেউ জানে না। রামু থেকে সাঁথিয়া, নাসিরনগর, শাল্লা ইত্যাদি ঘটনায় যেসব ফেসবুক পোস্ট নিয়ে এত তুলকালাম ঘটে গেল, সেই অভিযোগগুলোও কি পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হযেছে? একটাও না। তাহলে আইনে প্রাইমা ফেসি বা প্রথম দর্শনে কোনো অভিযোগ প্রমাণযোগ্য বা ভিত্তিহীন মনে করার যে রীতি আছে তা গঙ্গাচড়ায় প্রয়োগ করা হলো না কেন? কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ওঠা মানেই তো তিনি অপরাধী নন। সরকার এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যদি এ বিষয়ে অন্তত একটা বা দুটি ঘটনায়ও জনমত গঠনে তৎপর হতো তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারত।

আলোচ্য ফেসবুক পোস্ট সত্যিই গঙ্গাচড়ার ওই কিশোরের কিনা- তা প্রমাণে কি খুব সময় লাগত? তেমন কোনো প্রচেষ্টা আমরা পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসনকে করতে দেখিনি। করলে কিন্তু সম্প্রতি সরকার অনেক খেটেখুটে বিগত আমলের ভয়ংকর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের জায়গায় সাইবার সুরক্ষা আইন তৈরি করল, সেটিও হয়রানির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সুযোগ থাকত না।

মনে রাখতে হবে, গঙ্গাচড়ার ঘটনার মাত্র পাঁচ দিন আগে ২১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক কমিশন (ইউএসসিআইআরএফ) বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার বিষয়ে 'তথ্যপত্র' প্রকাশ করেছে। সেখানে ইতোপূর্বে সংঘটিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাবলির কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনের সময়ও এমন ঘটনা ঘটার আশঙ্কা করা হয়েছে। এমনকি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত কমিশনগুলোতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কোনো প্রতিনিধি না থাকার বিষয়ও ওই তথ্যপত্রে আছে। দেশের জনগণকে না হয় সংখ্যালঘু নির্যাতনকে ভারতীয় অপপ্রচার বলে প্রবোধ দেওয়া হলো, আন্তর্জাতিক মহলকে কী জবাব দেওয়া হবে? অন্তর্বর্তী সরকারের কিন্তু অতীতের রাজনৈতিক সরকারগুলোর চেয়ে সব দিক থেকেই ভিন্ন হওয়ার কথা। সংখ্যালঘু অধিকারও এতে অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত এ কারণেই অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। সংখ্যালঘু অধিকার নিয়ে অতীত সরকারগুলোর উদাসীনতার প্রভাব যদি এই সরকারের মধ্যেও থাকে, তাহলে ওই প্রতিশ্রুতি যেমন বুলিসর্বস্ব রয়ে যাবে তেমনি জাতীয় ঐক্য ও সংহতিও দুর্বল থেকে দুর্বলতর হবে; কোনো নাগরিকেরই তা কাঙ্ক্ষিত নয়।

সাইফুর রহমান তপন, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সমকাল

# ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারে মুখ খুললেন নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন

১২ পৃষ্ঠার পর

'আমাদের সব মানুষকে সন্মান দেওয়া উচিত। ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার রয়েছে দেশের সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার। যেটা আমাদের সংবিধানে অধিকার দেওয়া আছে। সংবিধানে আরও বলা আছে, একজন ভারতীয় নাগরিকের গোটা দেশের ওপরই সেই অধিকার আছে। আঞ্চলিক অধিকারের কথা কোথাও বলা নেই।' বাংলা ভাষার ওপর হেনস্তার অভিযোগের প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন বলেন, 'বাংলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। চর্যাপদ দিয়ে যে ভাষার জন্ম হলো, তার মূল্য স্বীকার করতেই হবে। আর এই ভাষার মধ্যে তো নানা কাব্য লেখা হলো। রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলামের কথা তো আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা আছে। এগুলোর মূল্য দিতেই হবে।'

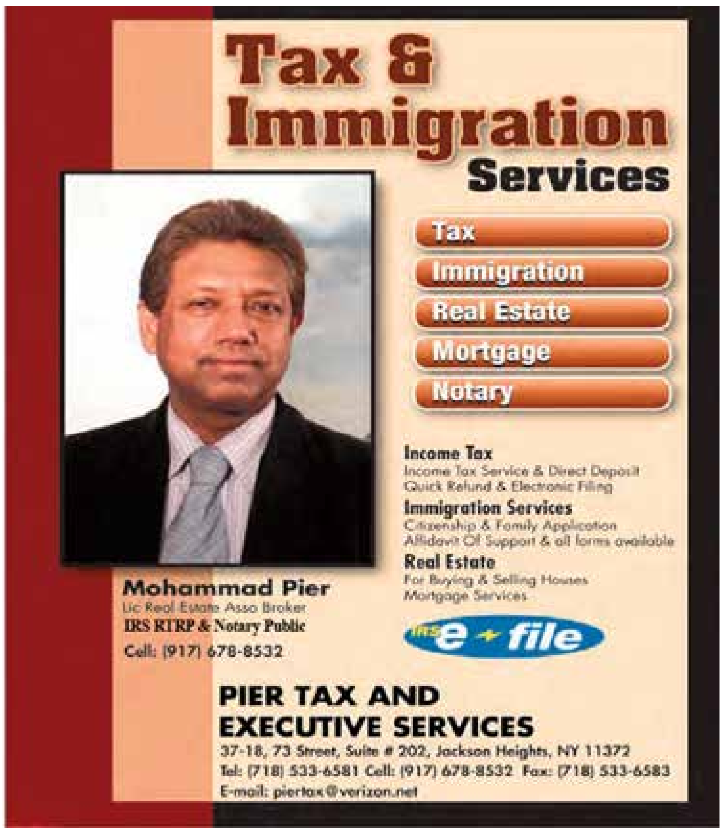


# মিয়ানমারের দুর্লভ খনিজের ওপর ট্রাম্পের নজর, নীতি বদলের চিন্তা

৩৪ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন না।

হোয়াইট হাউসে মিয়ানমার ইস্যুতে অনুষ্ঠিত আলোচনাগুলোকে এখনো “অনুসন্ধানমূলক ও প্রাথমিক পর্যায়েরচ বলে উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা বলেন, এই আলোচনা থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিতে আদৌ কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা, তা এখনো নিশ্চিত নয়ড়কারণ প্রশাসন সাধারণত বিদেশি সংকটে হস্তক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করে, বিশেষ করে মিয়ানমারের মতো জটিল পরিস্থিতিতে।

জুলাইয়ের ১৭ তারিখে হওয়া একটি বৈঠক প্রসঙ্গে এক জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলেন, “এই বৈঠকটি মার্কিন ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের প্রতি সৌজন্য হিসেবে নেওয়া হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মিয়ানারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ৫৭৯ মিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিতেই এর আয়োজন।”

ক্যাসটিলো বলেছেন, “চীন যেভাবে মধ্যস্থতা করে, আমরাও তেমনভাবে কাচিন বিদ্রোহীদের সঙ্গে জান্তার একটি স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক চুক্তি করিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারি।”

রেয়ার আর্থ: যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কৌশলগত সম্পদ

রেয়ার আর্থ হলো ১৭টি ধাতব উপাদানের একটি গ্রুপ, যেগুলো উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন চুম্বক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। হেভি রেয়ার আর্থ ফাইটার জেট ও আধুনিক অস্ত্র তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে এর উৎপাদন খুবই সীমিত, তাই দেশটি আমদানির ওপর নির্ভরশীল। চীন বর্তমানে বৈশ্বিক রেয়ার আর্থ প্রক্রিয়াজাতকরণের ৯০ শতাংশের বেশি নিয়ন্ত্রণ করে।

মিয়ানমারের কাচিন অঞ্চলের খনিগুলো থেকে ভারী রেয়ার আর্থ উত্তোলন করা হয়, যা পরে চীনে রপ্তানি হয়ে প্রক্রিয়াজাত হয়।

চ্যালেঞ্জ ও জটিলতা

বিশেষজ্ঞদের মতে, কাচিন রাজ্য পাহাড়ি এবং দুর্গম হওয়ায় এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ শৃঙ্খলা গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন হবে। সুইডিশ লেখক ও কাচিন বিশেষজ্ঞ বার্টিল লিন্টনার বলেন, “মিয়ানমার-ভারত সীমান্ত দিয়ে এসব খনিজ পরিবহন অসম্ভবপ্রায়, কারণ সীমান্তে একটিমাত্র রাস্তা এবং তা চীনের নজরদারির মধ্যে পড়ে।”

একই সঙ্গে মিয়ানমার এখন গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত। জান্তা সরকার দেশটির অনেক সীমান্ত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কাচিনের রেয়ার আর্থ খনি অঞ্চল।

জান্তার আগ্রহ ও চীনের প্রভাব

যদিও যুক্তরাষ্ট্র এখনো জান্তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলছে না, মিয়ানমারের সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইং সম্প্রতি ট্রাম্পকে চিঠি দিয়ে তার “শক্তিশালী নেতৃত্বের” প্রশংসা করেছেন এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক কমানোর অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কাচিন বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুললেও, সরবরাহ শৃঙ্খলা গড়ে তোলা, চীনের হস্তক্ষেপ এড়ানো এবং কূটনৈতিক সমন্বয় বজায় রাখা হবে বড় চ্যালেঞ্জ।

সম্ভাব্য কূটনৈতিক পথ ও কোয়াড

কিছু প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ভারতসহ কোয়াড (যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া) জোটের অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে এই খনিজ প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে। তবে ভারতের খনিজ মন্ত্রণালয় এখনও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

# আকস্মিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সংস্থার প্রধানকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

৫ পৃষ্ঠার পর

শুক্রবার বিএলএস প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৭৩ হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা মে এবং জুন মাসের কর্মসংস্থানের হিসাবও সংশোধন করে জানায়, আগে যা ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে ২ লাখ ৫০ হাজার কম কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

ম্যাকএন্টারফারকে বরখাস্ত করার ঘোষণা দেওয়ার সময় ট্রাম্প এই সংশোধিত তথ্যের কথাই উল্লেখ করেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, ‘আমাদের কর্মসংস্থানের নির্ভুল পরিসংখ্যান প্রয়োজন। আমার টিমকে নির্দেশ দিয়েছি বাইডেন মনোনীত এই রাজনৈতিক ব্যক্তিকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে।’

বিশেষজ্ঞদের প্রতিক্রিয়া :বিএলএসের প্রধানকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তে উদ্বেগ জানিয়েছেন অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের প্রধান মার্কিন অর্থনীতিবিদ রায়ান সুইট। তিনি বলেন, সরকারি অর্থনৈতিক তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন ওঠে, তাহলে তা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করবে।

অন্যদিকে, ডানপন্থি আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের অর্থনৈতিক নীতি গবেষণার পরিচালক মাইকেল স্ট্রেইন ম্যাকএন্টারফারের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ম্যাক এন্টারফার ‘অত্যন্ত সততার’ সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

# কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের চুক্তি মার্কিন

৫০ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারের নজরদারিও বেড়েছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য অনেক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদদের আশঙ্কা, এ চুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি যেভাবে অনেক ছাড় দিয়েছে ও সরকারের নজরদারি বেড়েছে, তা ভবিষ্যতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপরও একইভাবে চাপ প্রয়োগের নীলনকশা হয়ে উঠতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের শুরু করা ‘যুদ্ধের’ প্রথম নিশানা হয় নিউইয়র্কের এ বিশ্ববিদ্যালয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে যে ইহুদিবিদ্বেষ তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলা করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। এ অভিযোগের পর কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাখ লাখ ডলারের ফেডারেল তহবিল হারায়। নতুন গবেষণা অনুদানের জন্য আবেদন করার সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়। গবেষণাগারের জরুরি তহবিল স্থগিত হয়ে যায় এবং অনেক গবেষক চাকরি হারান।

তবে গত সপ্তাহে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারকে ২০ কোটি ডলার দেওয়ার (জরিমানা হিসেবে) ও ইহুদিবিদ্বেষুসংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে সরকারি তদন্ত মীমাংসার জন্য অতিরিক্ত ২ কোটি ১০ লাখ ডলার পরিশোধে রাজি হয়েছে। আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশনের সভাপতি টেড মিচেল বলেন, আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরুর আগেই তহবিল কেটে নেওয়ায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একপ্রকার ‘টালমাটাল অবস্থায়’ পড়ে গেছে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড পোজেন এতে একমত পোষণ করে বলেন, শুরু থেকেই চুক্তিটি যেভাবে সাজানো হয়েছে, তা বেআইনি ও জোরজবরদস্তিমূলক। তিনি চুক্তিটিকে ‘চাঁদাবাজির বৈধ রূপ’ উল্লেখ করে এর কঠোর সমালোচনা করেন। এ চুক্তির আওতায় শুধু ইহুদিবিদ্বেষের সমাধানই নয়, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি, ভর্তির সময় জাতি-বর্ণের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা ও ক্যাম্পাসে ছেলেমেয়েদের আলাদা জায়গাসহ কিছু বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সমঝোতা করতে হয়েছে। চুক্তির আওতায় কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একজন স্বাধীন পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিতে রাজি হয়েছে। তাঁর কাজ হলো চুক্তি কার্যকর করা, জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের তথ্য সরকারকে দেওয়া ও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

চুক্তির অনেক শর্তকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার ওপর বড় ধরনের হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন পোজেন।

পোজেন বলেন, কলাম্বিয়ায় যা ঘটেছে, তা আসলে নাগরিক সমাজের ওপর এক বড় ধরনের কর্তৃত্ববাদী আক্রমণের অংশ। তাঁর মতে, আইনি পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান ও সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপরও একই ধরনের চাপ তৈরি করা হচ্ছে, যেন তারা সরকারের কথামতো চলে। পোজেনের আশঙ্কা, আগামী কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসন হার্ভার্ডসহ আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ বাড়াবে, যেন তারা কলম্বিয়ার দেখানো পথে চলে।

তবে হার্ভার্ড ইতিমধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সরকারি তহবিল কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে আদালতে মামলা করেছে। তবে হার্ভার্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্টিভেন লেভিটস্কি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দিক থেকে কলাম্বিয়ার নজিরটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী লিন্ডা ম্যাকমান বলেছেন, কলাম্বিয়ার এ চুক্তি দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি ‘নমুনা’ বা মডেল হয়ে উঠবে বলে আশা করেন তিনি।

গত বুধবার ম্যাকমান ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও একটি চুক্তি হয়েছে বলে ঘোষণা দেন। এ চুক্তির আওতায় কিছু ফেডারেল তহবিল ফেরত দেওয়া হবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে চলমান তদন্ত শেষ করা হবে। তবে এর শর্ত হিসেবে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয়েছে, তারা ভর্তিপ্রক্রিয়ায় আর জাতি-বর্ণের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারবে না। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা প্যাকসন স্বীকার করেছেন, চুক্তির কিছু শর্ত আগে কখনো ফেডারেল সরকারের পর্যবেক্ষণের অংশ ছিল না। কিন্তু সেগুলো বর্তমান সরকারের জন্য অগ্রাধিকারের জায়গা।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও অভিযোগ মীমাংসায় সরকারকে প্রায় ৫০ কোটি ডলার দেওয়ার কথা ভাবছে বলে শোনা যাচ্ছে।

অন্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ও সরকারকে খুশি করতে ছোটখাটো ছাড় দিয়েছে। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ট্রান্সজেন্ডার নারীদের খেলায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়েই ট্রাম্প পড়াশোনা করেছেন। আর ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈচিত্র্য কর্মসূচির ওপর নজরদারি শুরু হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পদত্যাগ করেছেন।

# নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

**NASRIN CONTRACTING**
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

**আমরা যে সব কাজে পারদর্শি**

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

# ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
**WE'VE GOT YOU COVERED**
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

## সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

# Sahara Homes

**NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!**

**Nayeem Tutul**
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

**BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!**

# WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

**OBSTETRICS & GYNECOLOGICAL**

## ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

**Rabeya Chowdhury,** MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
**Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

**Gopika Nandini Are, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician**
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

**Dr. Alda Andoni, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician (OBS & GYN Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

**91-12, 175th St, Suite-1B**
**Jamaica, NY 11432**

**Tel: 718-206-2688, 718-412-0056**
**Fax: 718-206-2687**
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

# WALI KHAN, D.D.S

**Family Dentistry**

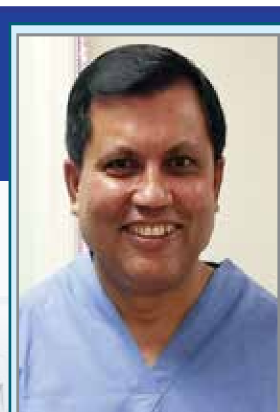

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

**আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা**

| জ্যাকসন হাইটস | ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার |
|---|---|
| 37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372 TEL : 718-478-6100 | 1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472 TEL : 718-792-6991 |

**Office Hours By Appointment**

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

## ২০% মার্কিন শুল্ক বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য সুসংবাদ’

৫ পৃষ্ঠার পর

বাধা; অভ্যন্তরীণ নীতিমালা, যা বাণিজ্য ভারসাম্যে প্রভাব ফেলে তাও সমাধান করতে হবে। হোয়াইট হাউসের মতে, প্রতিটি দেশের ওপর প্রয়োগ করা চূড়ান্ত শুল্ক হার কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক ও নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার বিষয়ক প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। যারা যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারেনি, তারা সবচেয়ে উচ্চ শুল্কের সম্মুখীন হয়েছে, আর যারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য করাতে রাজি হয়েছে, তারা আংশিক কমাতে পেরেছে। বাংলাদেশের জন্য এ বিষয়ে ঝুঁকি ছিল অনেক বেশি। দেশের পোশাক শিল্প, যেখানে ৪০ লাখের বেশি মানুষ কর্মরত, তা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। ফলে বাংলাদেশ এমন এক পরিস্থিতি এড়াতে পেরেছে, যা তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজারে রপ্তানি ব্যাহত করতে পারত। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন বলেন,“বাংলাদেশের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ফলে আমরা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকব। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ব্যাহত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে, আমরা আশা করেছিলাম, এই হার ২০ শতাংশের নিচে হবে”

## বাংলাদেশের জন্য ট্রাম্প-শুল্ক ২০ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প-শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর এই নতুন শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বিনিময়ে বাংলাদেশ মার্কিন সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এক নতুন বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমেরিকান অন্যের আমদানি বাড়াতে সম্মত হয়েছে। হোয়াইট হাউস ১লা আগষ্ট শুক্রবার নতুন এই হার নিশ্চিত করেছে। এই শুল্কহার ৩৫ শতাংশ থেকে কমাতে পারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পণ্য, বিশেষ করে তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসন চীন, ভিয়েতনাম ও ভারতের মতো প্রতিযোগী রপ্তানিকারক দেশের ওপর কঠোর শুল্ক আরোপ করায় আমেরিকান বাজারে বাংলাদেশে আরও শক্তিশালী অবস্থান করে নিতে পারবে।

মার্কিন প্রশাসন বাণিজ্য বাধা দূর করার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশগুলোর ওপর কম শুল্ক আরোপ করেছে।

শুল্ক আলোচনার সময় বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। সঙ্গে ছিলেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। আমেরিকার পক্ষে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চ এবং বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা।

## মার্কিন বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকবে বাংলাদেশ - বাণিজ্য উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর শুল্ক হার ২০ শতাংশে নেমে আসায় বৈশ্বিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় উপদেষ্টা বলেন,“যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এতেও আমরা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকব। ফলে মার্কিন বাজারে আমাদের রপ্তানিতে কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে আমরা আশা করেছিলাম এটি ২০ শতাংশের নিচে থাকবে” প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম তার ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এই প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন।

ওয়াশিংটনে দফায় দফায় দীর্ঘ আলোচনা ও সমঝোতার পর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করেছে। হোয়াইট হাউস এক ঘোষণায় জানিয়েছে, ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নীতি তদারককারী প্রধান সংস্থা ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর)-এর মধ্যে আলোচনার পর এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়।

## মার্কিন শুল্ক ৩৫ থেকে কমে ২০ শতাংশ হওয়াটা স্বস্তির বললেন বিজিএমইএ সভাপতি

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন শুল্ক ৩৫ থেকে কমে ২০ শতাংশ হওয়াটা স্বস্তির বলে মনে করছেন বিজিএমইএ সভাপতি বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। ১লা আগষ্ট শুক্রবার এক বার্তায় তিনি এই অভিমত জানায়।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, পাল্টা শুল্ক নিয়ে গত তিন মাস ধরে আমরা এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম। অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য করা কঠিন। মার্কিন ক্রেতারাও পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত পাল্টা শুল্ক ৩৫ থেকে কমে ২০ শতাংশ হওয়াটা আমাদের জন্য স্বস্তির।

“আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছিলাম, প্রতিযোগী দেশের তুলনায় আমাদের পণ্যে পাল্টা শুল্ক বেশি হলে ব্যবসা কঠিন হয়ে যাবে। তবে প্রতিযোগী দেশ পাকিস্তানের চেয়ে আমাদের পাল্টা শুল্ক এক শতাংশ বেশি হলেও ভারতের চেয়ে ৫ শতাংশ কম। এ ছাড়া চীনের চেয়ে ১০ শতাংশ কম। এটি আমাদের জন্য বড় স্বস্তির”

তিনি বলেন, বাড়তি পাল্টা শুল্কের কারণে সাময়িকভাবে ব্যবসা কমতে পারে। তার কারণ আগের থেকে পণ্য আমদানিতে বেশি শুল্ক দিতে হবে মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে। এতে তাদের মূলধনে টান পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে তারা যদি বাড়তি অর্থায়নের সংস্থান না করতে পারে, তাহলে ক্রয়াদেশ কম দেবে। তা ছাড়া বাড়তি শুল্ক শেষ পর্যন্ত ক্রেতাদের ঘাড়ে গিয়েই পড়বে। শুল্কের কারণে পণ্যের দাম বাড়লে ক্রেতারা চাপে পড়বেন। তাতে পণ্যের বিক্রি কমে যেতে পারে।

গত এপ্রিলে প্রথম দফায় সব দেশের পণ্যের ওপর ন্যূনতম ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর করে ট্রাম্প প্রশাসন। সেটি মার্কিন ক্রেতারা বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করেছে। কোনো কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের চাপে আমাদের সরবরাহকারীদের সেই বাড়তি শুল্কের ভাগ নিতে হয়েছে। আমি আমাদের বিজিএমইএর সদস্যদের বার্তা দিতে চাই, বাড়তি এই শুল্ক আমদানিকারক ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকেই দিতে হবে। আর তারা দিন শেষে সেটি মার্কিন ভোক্তাদের ওপরই গিয়ে পড়বে। ফলে এই বিশেষ বার্তা পরিষ্কার থাকতে হবে”

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, চীনের ওপর এখন পর্যন্ত পাল্টা শুল্ক আছে ৩০ শতাংশ। শিগগিরই দেশটির ওপর চূড়ান্ত পাল্টা শুল্কহার ঘোষণা করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে যতদূর আভাস মিলছে, তাদের শুল্কহার আমাদের চেয়ে কম হবে না। ফলে দিন শেষে চীন থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ স্থানান্তরিত হওয়া অব্যাহত থাকবে। তাতে আমাদের ব্যবসা বাড়ানোর সুযোগ আসবে। সেক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ, চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মতো বিষয়গুলো অনুকূলে থাকতে হবে। যেহেতু এখন পর্যন্ত আমরা চুক্তির খসড়া বা সার সংক্ষেপ শুধু জেনেছি বিস্তারিত পাইনি, তবে আশা করি আমাদের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল দেশের ও বাণিজ্য স্বার্থ বজায় রেখেই চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন করেছেন।

“আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পাল্টা শুল্ক আলোচনায় বাংলাদেশ কতগুলো প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি করেছে সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা। তার মধ্যে গম, তুলা, এলএনজি কেনার মতো স্বল্পমেয়াদি এবং উড়োজাহাজ কেনার মতো দীর্ঘমেয়াদি বিষয় আছে। মনে রাখতে হবে, এখানে কোনো গাফিলতি থাকলে আমরা পুনরায় বিপদে পড়তে পারি”

## শুল্কের বিপরীতে কী দিতে হয়েছে না জেনে প্রভাব বলতে পারছি না বললেন আমীর খসরু

পরিচয় ডেস্ক:মার্কিন শুল্ক ৩৫ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করা“সন্তোষজনক” হিসেবে দেখেলেও এর বিপরীতে কী দিতে হয়েছে তা জানা পর্যন্ত এর প্রভাব সম্পর্কে বলা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

১লা আগষ্ট শুক্রবার দুপুরে গুলশানে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের কাছে এক প্রতিক্রিয়ায় এ অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনার পর বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণের কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

আমীর খসরু বলেন,“এটা জয়-পরাজয়ের কোনো বিষয় না। যে শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতিযোগিতায় আমরা তুলনামূলকভাবে একটা সন্তোষজনক অবস্থানে আছি। আমরা ২০ শতাংশ, পাকিস্তান ১৯ শতাংশ, ভিয়েতনামে ২০ শতাংশ, ভারত ২৫ শতাংশ”

“সেক্ষেত্রে আমি মনে করি, সার্বিকভাবে ট্যারিফের ফিগারটা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক। ট্যারিফ বিষয়ে আমাদের প্রতিযোগীদের সঙ্গে সেটা হয়েছে সেটা ঠিকই আছে। এটা সন্তাষজনক” বলেন তিনি।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের নতুন এই হারের পেছনে কী আছে সে প্রসঙ্গ টেনে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী খসরু বলেন,“পুরো নেগোসিয়েশনের সার্বিক বিষয়টা তো আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু ট্যারিফের বিষয়টা জানি”

“সার্বিক বিষয় জানার পরে এই বিষয়ে মন্তব্য করতে পারব। এর (শুল্কের) বিপরীতে আর কী দিতে হয়েছে সেটা না জানা পর্যন্ত তো এর প্রভাব কী হবে সেটা আমরা বলতে পারছি না” যোগ করেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু বলেন, নেগোসিয়েশনের পেছনের যে বিষয়গুলো—এটা তো একটা প্যাকেজ। এখানে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুধু ট্যারিফের কত পারসেন্ট কমানো হলো, সেটা সিদ্ধান্ত হয়নি। এ সিদ্ধান্তের পেছনে অনেক আলাপ-আলোচনা, আমেরিকানরা কী পাঠাতে পারবে? বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কী দাবি-দাওয়া ছিল এই বিষয়গুলো প্রকাশ হলে আমরা বুঝতে পারব”

“আমি বলছি, আপাতত ২০ শতাংশ ট্যারিফ নির্ধারণ অন্তত এই মুহূর্তে আমাদের রপ্তানি বাজার বাধাগ্রস্ত করবে না। সুতরাং এই মুহূর্তে এটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত” বলেন তিনি।

তবে এর সঙ্গে জড়িত যে বিষয়গুলো আছে সেটা আমাদের জানা নেই। সেগুলো আমরা যখন জানব তখন মন্তব্য করতে পারব” যোগ করেন তিনি।

সম্প্রতি বাণিজ্যসচিব যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৫টি বোয়িং বিমান কেনার কথা বলেছেন। এটার সাথে ট্যারিফ কমানোর কোনো সম্পর্ক আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু বলেন,“কিছু তো করতেই হবে। কারণ আমেরিকানদের পুরো ট্যারিফের বিষয়টা পণ্য রপ্তানির স্বার্থে। সেজন্য এই অতিরিক্ত ট্যারিফ আরোপ করা হয়েছে”

“কিন্তু সেটা করতে গিয়ে বাংলাদেশ কতটুকু অ্যাবজরভ করতে পারবে, আমাদের অর্থনীতি কতটুকু অ্যাবজরভ করতে পারবে, আমাদের ব্যবসায়ীরা কতটুকু অ্যাভজরভ করতে পারবেন, আমাদের ইকোনমি কতটুকু অ্যাবজরভ করতে পারবে, সেই বিষয়গুলো আলোচনার বিষয়। আমরা বিস্তারিত জানলে সেটার ওপর মন্তব্য করতে পারব” বলেন এই বিএনপি নেতা।

তিনি বলেন,“এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, এটা শুধু ট্যারিফের বিষয় নয়। এর পেছনের আর যে বিষয়গুলো জড়িত আছে সেগুলো সম্মিলিতভাবে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। বিবেচনাটা গুরুত্বপূর্ণ আগামী দিনের জন্য”

তিনি আরও বলেন,“কিন্তু আপাতত আমাদের রপ্তানিকারকরা স্বস্তি পেয়েছে বলে আমি মনে করি”

একই সঙ্গে তিনি মনে করেন, অন্তবর্তীকালীন সরকারের পুরো বিষয়টা খোলাসা করা উচিত। আমী খসরু বলেন,“বাণিজ্য শুধু আমাদের আমেরিকার সঙ্গে নয়—অন্যান্য দেশে সঙ্গেও আমাদের পণ্য রপ্তানি হয়। সেই জায়গাগুলো বিবেচনায় নিয়ে সম্মিলিতভাবে আমরা কোথায় দাড়াচ্ছি সেটা বুঝতে হবে, পর্যালোচনা করতে হবে”

“একইসঙ্গে রপ্তানি আমাদের আরও বেশি ডাইভারসিফাই করতে হবে। বিদেশে ডাইভারসিফাই করতে, দেশেও ডাইভারসিফাই—আমাদের শুধু আমেরিকা নির্ভরশীল অর্থনীতি হতে পারে না। সেটাই হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ” বলেন তিনি।

এই বিএনপি নেতা আরও বলেন,“এজন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ, অর্থনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং আমাদের পরিবর্তন আনতে হবে।

## বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের

৯ পৃষ্ঠার পর

তেমন কার্যক্রম দেখা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা ছাড়া অন্তর্বতী সরকারের ঢাকায় মানবাধিকার কমিশনের অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত হয়নি। এতে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।”

তিনি আরো বলেন, “অন্তর্বতী সরকারের মৌলিক ও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। পাশাপাশি দেশে যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতি, তাতে কী কী অনুমোদন করে, তা-ও বিবেচনায় নিতে হবে।”

অন্তর্বতী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক আলোচনায় সুবিধা পেতে এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি সংক্রান্ত চুক্তি করেছে। মোট ২.২০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি টন গমের দাম ৬০ ডলারেরও বেশি। ইইক্রেনসহ অন্য কিছু দেশের গমের দাম তার চেয়ে কম। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৫টি নতুন বোয়িং বিমান কেনার চুক্তিও করতে যাচ্ছে সরকার। নতুন এই ২৫টি বোয়িং-এর দাম (প্রতিটি সর্বনিম্ন চার হাজার কোটি টাকা করে) এক লাখ কোটি টাকা, যা কিনা বাংলাদেশের সবশেষ বাজেটের আট ভাগের এক ভাগ। এত দামের বোয়িং বিমান যাদের জন্য, সেই বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স নাকি এই ক্রয়ের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানেই না।

এর আগে প্রতি বছর পাঁচ লাখ টন এলএনজি আমদানির চুক্তি করা হয়েছে। এছাড়া সয়াবিন, তুলা, ডাল আমদানিরও নতুন চুক্তি হচ্ছে। আর স্টারলিংক বাংলাদেশে ইতিমধ্যে তাদের ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনার জন্ম দিয়েছে শুল্ক আলোচনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ‘নন ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট’ করার বিষয়টি। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে গত ১৭ জুলাই বিষয়টি জানান। এর আগে এটি নিয়ে কোনো পর্যায়ে কিছু প্রকাশ করা হয়নি। ওই দিন সাংবাদিকরা শুল্ক আলোচনার বিস্তারিত জানতে চাইলে এক পর্যায়ে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্টের কথা উল্লেখ করলেও এ বিষয়ে কোনো তথ্য জানাতে অপরাগতা প্রকাশ করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা।

অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য গত ২০ জুলাই ঢাকায় আয়োজিত এক সেমিনারে বলেছেন,“বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো পার্টনার (অন্য দেশ) কোনোদিন এনডিএ ডকুমেন্ট দেয়নি। এর বদলে নন-পেপার ইস্যু করা যেতো, যার অর্থ হলো এটা আমার অবস্থান, কিন্তু আমি নিজে সই করবো না। নন-পেপার হলে রেসপন্সিবিলিটি তৈরি হতো, কিন্তু এখন বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়ে গেছে। এখন যদি বাংলাদেশ কোনো লবিস্ট নিয়োগ করে, তার কাছেও এ তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।”

গত সোমবার২৮ জুলাই মার্কিন ইউএসটিআরের সাথে বৈঠকের যোগ দেয়ার উদ্দেশে দেশ ছেড়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান আর বাণিজ্য উপদেষ্টা বশিরউদ্দিনসহ ৫ সদস্যের দল।২৯ ও ৩০ জুলাইয়ের এ আলোচনায় তারা যদি কোনো সুবিধা করতে না পারেন, তাহলে ১ আগস্ট থেকে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা পণ্যে অতিরিক্ত ৩৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে।

‘কাউকে কিছু না জানিয়ে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট করা হলো’

অর্থনীতিবিদ এবং জাতীয় অর্থনীতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আইনুল ইসলাম বলেন, “শুল্ক কমাতে, বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে দাম বেশি পড়লেও গম, সয়াবিন, তুলা এগুলো আমদানি বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু ২৫টি বোয়িং কেনার সিদ্ধান্ত সরকার কোন বিবেবচনায় নিলো তা আমি বুঝতে পারছি না।এটা আমাদের আদৌ দরকার আছে কিনা তা-ও বিবেচনা করা হয়েছে বলে মনে হয় না।”

তিনি মনে করেন, “বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে, ফলে, এই বোয়িং আমাদের রিজার্ভের ওপর চাপ আরো বাড়াবে। এটা একটা অনির্বাচিত সরকার। এইসব মৌলিক সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তাদের রাজনৈতিক দল ও স্টেক হোল্ডারদের সাথে কথা বলা উচিত ছিল। সরকার নির্বাচনের কথা বলছে। কিন্তু এই চাপ তো নির্বাচিত নতুন সরকারের ওপর পড়বে।”

“আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, কাউকে কিছু না জানিয়ে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট করা হলো। এখন কেউ কিছু জানতেও পারছে না যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের কী আলোচনা হচ্ছে।

# বাংলাদেশে বিচার বিভাগ শতভাগ

৮ পৃষ্ঠার পর

আইনের শাসনের পথে বাধাটা আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে মনজিল মোরসেদ বলেন, "একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি (এ বি এম খায়রুল হক)। তিনি একটা রায় দিয়েছিলেন, সেটা জনগণ পছন্দ না-ও করতে পারে, করতেও পারে। সেই কারণে তাকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হলো। আদালত তাকে জেলখানায় পাঠাতে বাধ্য হয়েছে। তার কোনো বিকল্প ছিল না। প্রধান বিচারপতি তো আর হত্যায় জড়িত না, কিন্তু যদি ন্যায় বিচার থাকতো, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকতো, তাহলে তো তার জামিন না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যার অধীনে ওই ম্যাজিস্ট্রেট চাকরি করেন, তাকেও তিনি জামিন দিতে পারেননি। একটা ডাহা মিথ্যা মামলায় ওই ম্যাজিস্ট্রেটকে কিন্তু তাকে জেলখানায় পাঠাতে হয়েছে। এই একটা উদাহরণ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন, বিচার বিভাগের সার্বিক অবস্থা কী?"

গত সপ্তাহে ঢাকায় দৈনিক প্রথম আলোর এক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিয়ে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেছেন, "বাংলাদেশে এখন কোনো ভয়ভীতি নেই, এমনটা কেউই বলতে পারবে না। ভয় বিচারব্যবস্থার ভেতরেও আছে, বাইরেও আছে। বিচারপতিদের সবারই চিন্তা হচ্ছে, আমি কী করলে, কে আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে। কোনো একটা গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে কিছু একটা নিয়ে জোরে আওয়াজ তুললেই তো শেষ। সে বিচারপতির আর কোনো ভবিষ্যৎই থাকবে না।"

এমন ভয়ের পরিবেশে থাকায় বিচারকেরা রায় ঠিকমতো দিতে পারছেন না বলেও মনে করেন সারা হোসেন। তিনি বলেন, "রায় তো দূরের কথা, আদেশই-বা কে দেবে?" এ বিষয়ে আরো জানতে যোগাযোগ করলে ডয়চে ভেলেকে এই একই বক্তব্য ব্যবহার করতে বলেন সারা হোসেন।

বিচারবিভাগে যেসব পরিবর্তন আসছে, সেগুলো ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, এ নিয়ে আলোচনা করার পরিবেশও নেই বলে মনে করেন সারা হোসেন।

তিনি বলেন, "গত এক বছরে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা নিয়ে অনেক কথা হলেও এর কাঠামোতে এমন কোনো পরিবর্তন আসেনি, যেটা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। প্রাথমিকভাবে যেসব পরিবর্তন এসেছে, সেগুলো ঠিক ছিল কি না, সেসব নিয়ে আরো আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। হাইকোর্টের বিচারকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন? সেসব কারণ আমরা আজও জানি না। এগুলো নিয়ে কথাও বলা যাচ্ছে না। এ নিয়ে পত্রিকাগুলোও বেশি কিছু লেখার চেষ্টা করছে না।"

দীর্ঘ ৩৫ বছর সুপ্রিমকোর্ট বিটে সাংবাদিকতা করা কাজী আব্দুল হান্নান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "রায়ের কারণে অবসরে যাওয়ার পর বিচারকের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা মূলক আচরণ বিচারকাজে বিচারকের স্বাধীনতার ওপর সুস্পষ্ট হুমকি। দেশের লাইফলাইন বিচার ব্যবস্থার জন্য যা অশনিসংকেত। বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব পালনকারীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটক রাখার আদেশ বিদ্বেষপ্রসূত, নাকি যথাযথ, তা পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব উচ্চ আদালতের। দেশের বিচারকদের স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে কাজ করার ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ প্রতিহত করে প্রতিবিধান করা উচ্চ আদালতের প্রধান (ইনহ্যারিট) দায়িত্ব। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষায় স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়োমোটো) হয়েই তারা এ উদ্যোগ নিতে পারেন। এ ধরনের ক্ষেত্রে এমনকি হেবিয়াস-করপাস রুল জারি করে যে কোনো আটকাদেশ পরিবর্তনের ক্ষমতা তারা তাৎক্ষণিক প্রয়োগ করতে পারতেন। অথচ তারা নীরব-নির্লিপ্ত। এমন ঘটনা বিস্ময়ের এবং যে-কোনো অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারে নাগরিকদের জন্য দেশে বিচারপ্রাপ্তির পথ এর মধ্য দিয়ে রুদ্ধ হয়ে গেছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।"

ব্যারিস্টার সারা হোসেনের কথার প্রসঙ্গ টেনে সুপ্রিম কোর্টের আরেক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা ডিডাব্লিউকে বলেন, "আদেশ দিলে আমি টার্গেট হয়ে যাবো, এই প্রবণতা ৫৩ বছরে প্রথম দেখছি। এই প্রবণতার মধ্যে আপনি কখনোই বিচারব্যবস্থাকে স্বাধীন বলতে পারেন না।"

কেবল সরকার নয়, বিচারকের ওপরেও নির্ভর করে স্বাধীনতা

সাবেক জেলা জজ ও সুপ্রিম কোর্টের সাবেক রেজিস্টার জেনারেল ইকতেদার আহমেদ মনে করেন, বিচারকের নীতি ও ব্যক্তিত্বের ওপরও অনেকাংশে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে।

তিনি বলেন, "সংবিধানে তো বলা আছে, বিচারকরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই স্বাধীনতা কে কতটুকু ব্যবহার করবে সেটা ব্যক্তি বিচারকের উপর নির্ভর করে। কেউ যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সে তার দুর্নীতির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়। আর যারা সৎ, তারা তো সব সময় ন্যায়ের ধারক-বাহক। তারা তো আপস করেন না। এটা আসলে পুরোপুরি ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। সরকার পরিবর্তন হলেও তো বিচারক পরিবর্তন হয়নি। আগেও যারা বিচারক ছিলেন, এখনও তারাই আছেন। সুতরাং ব্যক্তি বিচারকের চরিত্র বদল না হলে জনগণের যে আশঙ্কা সেটা তো দূর হবে না।"

প্রায় একই ধরনের মন্তব্য় করেছেন সাবেক জেলা জজ ও সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী মাসদার হোসেনও। বিচারালয়ের স্বাধীনতার জন্যকেবল কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ না করে, বিচারকের স্বাধীনচেতা হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিতে চান তিনি।

ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "প্রথমত, আমি মানুষ হিসেবে কতটুকু স্বাধীনচেতা, কতটুকু ন্যায়-নীতি বোধ আমার আছে- এর উপর নির্ভর করে ৯০ ভাগ। আর বাকি ১০ ভাগ হচ্ছে অথরিটির কারণে। একচেটিয়া অথরিটিকে দোষ দেওয়া হয়, এটা সত্যি না। কারণ, আমার যদি ব্যক্তিত্ব না থাকে, আমি যদি স্বচ্ছ না হই, তাহলে আমি কিভাবে চলবো?চ

সুপ্রিম কোর্টের আরেক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা বলেন, "বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন, না পরাধীন এটা কিন্তু আলোচনার বিষয়। ধরেন, যেসব মামলায় খালাস হয়েছে, সেখানে কিন্তু অপরাধ আর অপরাধী পৃথক ধারণা। যে অপরাধটি ওই অপরাধী করেছেন বলে আদালতের কাছে মনে হয়েছে এবং তিনি সাজা দিয়েছেন। ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা বা ১০ ট্রাক অস্ত্রের মামলার কথা যদি বলি, সেখানে একটা আদালত বললো, আসামি অপরাধী। আবার উচ্চ আদালত একই স্বাক্ষ্য প্রমানের উপর ভিত্তি করে বলল, না, উনারা অপরাধী না। অপরাধ কিন্তু রয়ে গেল।

# মুনা কনভেনশন ৮-১০ আগস্ট ফিলাডেলফিয়ায়, প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে

৫০ পৃষ্ঠার পর

কিশোর-কিশোরী, নারী ও পুরুষরা এই কনভেনশনে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এগিয়ে চলছে সকল কনভেনশনের প্রস্তুতি। মুনা'র ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ও কনভেনশন কমিটির চেয়ারম্যান আরমান চৌধুরী সিপিএ এসব তথ্য জানিয়েছেন।

মুনা সূত্রে জানা গেছে, মূলত: ৮ আগস্ট শুক্রবার পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টারে জুম্মার নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে তিনদিনব্যাপী এই কনভেশন শুরু হবে। পরবর্তীতে ১০ আগস্ট রোববার বিকেল ৫টায় কনভেনশনের সমাপ্তি ঘটবে। মাঝে ৮ আগস্ট শনিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান চলবে রাত এগারোটা পর্যন্ত। কনভেনশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে একাধিক সেমিনার, শিশুদের বিভিন্ন রাইড, ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাজার, ইয়্যুথ প্রোগ্রাম, সিস্টার্স প্রোগ্রাম প্রভৃতি। কনভেনশনে যোগ দিতে আগ্রহীদের জন্য চলছে রেজিষ্ট্রেশন। স্থানীয় হোটেলে থাকার জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়।

কনভেনশনে আমন্ত্রিত ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে থাকবেন ড. ওমর সুলেইমান, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, সামী হামদী, মোহাম্মদ ইলসেনওয়ে, ড. আলতাফ হোসাইন, ইমাম টম ফ্যাকইন, হামজাহ আব্দুল মালিক, ইমাম সিরাজ ওহাজ, আসিফ হাইরানী, আব্দুল নাসির জাংদা প্রমুখ। এছাড়াও নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য ও আফ্রিকার বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারগণ কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন।

আরমান চৌধুরী আরো জানান, কনভেনশনে শিশু-কিশোর, ইয়ুথ ও নারীদের জন্য আলাদা অনুষ্ঠান থাকবে। নতুন প্রজন্মের তরুণদের জন্য রোবটিক্স এআই এর মত অনুষ্ঠানগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও তরুণী সিস্টার ও অ্যাডাল্ট ভাই-বোনদের জন্য থাকবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এছাড়াও ১০ আগস্ট রোববার দিন 'মেট্রোমোনিয়ল ডে'তে তরুণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যারা অবিবাহিত রয়েছেন তাদের 'ম্যাচ মেকিং' এর জন্য কিছু স্পেশাল পর্ব থাকবে। কলেজ পড়ুয়া বা বিভিন্ন চাকরিতে যুক্ত বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েদের এই পর্বে যোগ দেয়ার সুযোগ থাকবে।

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা-মুনা একটি অলাভজনক দাওয়াহ ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক জাতীয় সংগঠন হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান নগরী নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। মুনা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত, নৈতিক ও মানুষের জীবনের সামাজিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গ রাজ্যে মুনা'র কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করেছে। মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয় ও নাগরিক জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি কমিউনিটির সেবায় নিয়োজিত করতে মুনা মুসলমানদের সুসংগঠিত করতে সদা সচেষ্ট। মুনা মুসলমানদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চার আহবান জানিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে চেষ্টা করে। এছাড়া আমেরিকায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সাথে মুনা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত।

# ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়েই

৯ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যালঘুদের মতামত নেওয়া হয়নি। ফলে আমরা যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাচ্ছি সেটা কিভাবে হবে? আমরা তো দাবি জানাতেও ভয় পাচ্ছি। আগে তো অন্তত পুলিশের সহযোগিতা পাওয়া যেত। এখন পুলিশও আসে না। কিছু হলেই সেখানে মব সন্ত্রাস তৈরি করা হচ্ছে, ফলে পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক”

১১ মাসে সংখ্যালঘুদের উপর ২৪৪২টি সহিংসতার ঘটনা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট থেকে গত ৩০ জুন পর্যন্ত ৩৩০ দিনে অর্থাৎ ১১ মাসে দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর ২ হাজার ৪৪২টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এসব সহিংস ঘটনার মধ্যে রয়েছে হত্যা, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্মীয় উপাসনালয়ে ভাঙচুর, ধর্ম অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার, জোর করে বাড়ি ও ব্যবসা দখল, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা, জোর করে পদত্যাগ প্রভৃতি। সংগঠনটি জানায়, সবচেয়ে বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে গত বছরের ৪ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত, ২ হাজার ১০টি। এসব ঘটনায় গত ছয় মাসে নিহত হয়েছেন ২৭ জন।

এছাড়া গত বছরের ২১ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩২টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। আর চলতি বছরের শুরু থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত নতুন করে আরও ২৫৮টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। সরকারের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে রাজনৈতিক ট্যাগ দিয়ে অস্বীকার করা ও প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি না করায় দুর্বৃত্তরা দায়মুক্তি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও বলেন,''আমরা দেখছি সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়েই অন্তর্বতী সরকারের সংস্কার কার্যক্রম শেষ হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের জন্য এটা সবচেয়ে হতাশার জায়গা। আমরা একসঙ্গে সবাই পথ চলতে চাই। আমরা কোন অভিযোগ করলেই বলা হচ্ছে, এর সঙ্গে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো রাজনৈতিক। ঘটনাগুলো তারা অস্বীকার করতে পারছে না। আমরা যে ঘটনাগুলোর কথা বলছি, সেগুলো মিডিয়াতেও এসেছে। তারপরও এর বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেটাও নেওয়া হচ্ছে না। ফলে আমরা অসহায় বোধ করছি”

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের দাবির বিষয়ে পুলিশের ব্যাখ্যা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও সহিংসতার যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। তারা বলছে, ২৭ জন নিহত হওয়ার ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২টি ঘটনায় নিয়মিত হত্যা মামলা এবং পাঁচটি ক্ষেত্রে অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসেবে জমি-জায়গা সংক্রান্ত বিরোধ (দুটি), আর্থিক লেনদেন (দুটি, যার মধ্যে মাদক ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত (একটি), ডাকাতি/দস্যুতা (সাতটি), প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসী গ্রুপের গুলিতে একজন (সন্ত্রাসী সন্দেহে), তরমুজ ক্রয়-বিক্রয়কে কেন্দ্র করে মারামারি (একটি), আত্মহত্যা (তিনটি) এবং মৃতদেহ উদ্ধার (১১টি) সংক্রান্ত ঘটনাগুলো উঠে এসেছে। পুলিশ সদর দপ্তর জানায়, এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে মোট ৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ১৫ জন আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং ১৮ জন আসামি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তদন্তে দেখা গেছে, কোনো হত্যাকাণ্ডই সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বা সাম্প্রদায়িকতার কারণে সংঘটিত হয়নি। যৌন হয়রানি/ধর্ষণ/গণধর্ষণ সংক্রান্তে মোট ২০টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে ১৬টি ঘটনার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে এবং ২৫ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনটি ঘটনা সংক্রান্তে কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি। রাজশাহীর তানোরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারী ধর্ষণের শিকার হওয়ার ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি। অভিযুক্তের সঙ্গে বাদির আগে থেকে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ছিল।

৮ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য মতে, সবচেয়ে বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটে গত বছরের ৪ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত, ২ হাজার ১০টি। এর মধ্যে ১ হাজার ৭৬৯টি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা। পুলিশ এই ১ হাজার ৭৬৯টি ঘটনা যাচাই-বাছাই করে ৫৬টি জেলায় মোট ১ হাজার ৪৫৭টি ঘটনার সত্যতা পেয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৪৫৭টি ঘটনার মধ্যে মোট ৬২টি ঘটনায় মামলা রুজু হয়েছে এবং ৯৫১টি ঘটনায় জিডি করা হয়েছে। ৬২টি মামলায় মোট ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সংঘটিত প্রতিটি ঘটনায় পুলিশ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে এবং সব স্থাপনা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ সনাতন পার্টির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুমন কুমার রায় বলেন, ''সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের যে ঘটনাগুলো সামনে এসেছে, এর কোনটি কি সরকার অস্বীকার করতে পারবে? কিন্তু তারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? চট্টগ্রামে সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারের পর গত ৮ মাস ধরে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমরা অনেক চেষ্টার পর হাইকোর্ট থেকে তার জামিন করলাম। কিন্তু মব তৈরি করে উস্কানি দেওয়ার পর তার বিরুদ্ধে আরো কতগুলো হত্যা মামলা দেওয়া হলো। সর্বশেষ বৃহস্পতিবারও আমরা তার ৫টি মামলায় জামিন চেয়েছিলাম, কিন্তু জামিন দেওয়া হয়নি। এখন তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হচ্ছে। চিন্ময় ব্রহ্মচারীর মতো নেতার যেখানে জামিন হচ্ছে না, ফলে অন্যরা আন্দোলন করতে ভয় পাচ্ছে। ফলে সরকার যে সবার, সেটা তো প্রমাণ করতে পারছে না”

খিলক্ষেতে দুর্গামন্দির গুড়িয়ে দেওয়া ও প্রতিমা ভাঙচুর

গত মাসে রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকায় অস্থায়ী দুর্গা মণ্ডপ ভেঙ্গে ফেলা হয়। এর ফলে সেখানে থাকা প্রতিমাগুলোও ভাঙা হয়। রেলের জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের অংশ হিসেবে অস্থায়ী মন্দিরটি ভাঙা পড়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''এই মন্দির ভাঙার জন্য সরকারকে ক্ষমা চাইতে হবে”

বিবিসির প্রতিবেদনে জানা যায়, গত ২৪শে জুন রাতে 'স্থানীয় জনতা' পরিচয়ে কয়েকশ' মানুষ মন্দিরটি সরিয়ে নিতে বিক্ষোভ করেন। পরদিন বেলা ১২টার মধ্যে মন্দিরটি সরিয়ে নিতে আল্টিমেটাম দেন তারা।

পরে ২৬শে জুন রেলওয়ে কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বুলডোজার দিয়ে স্থাপনাটি উচ্ছেদ করে। একই সাথে উচ্ছেদ করা হয় ওই এলাকায় রেল লাইনের পাশ দিয়ে গড়ে তোলা অনেক অবৈধ স্থাপনাও। পূজা আয়োজন করতে গত বছর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরির লিখিত অনুমতি নিয়েছিল মন্দির কমিটি। তবে মন্দির গড়ে তোলার কোনো অনুমতি তাদের ছিল না বলে জানিয়েছে মন্দির কমিটি। এই ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনও করেছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা। মানববন্ধন থেকে লালমনিরহাটে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে আটক পরেশ চন্দ্র শীল ও তার ছেলে বিষ্ণু চন্দ্র শীলকে পিটিয়ে পুলিশে দেওয়া, যশোরের অভয়নগরে বর্বরোচিত হামলা, প্রশাসনের সংখ্যালঘু কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আচরণসহ সারা দেশে চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ পূজা উৎযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর বলেন, ''অন্তবর্তী সরকার গঠনের পর ১৩ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস ঢাকেশ্বরী মন্দিরে এসে বলেছিলেন, 'আমরা যেন নিজেদের সংখ্যালঘু, অমুক-তমুক বলে শ্রেণিবিভাগ না করি। আমরা এই দেশের মানুষ, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হোক’ সব সরকারের কাছে এটাই চাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি, আমাদের বাদ দিয়েই সব হচ্ছে। সরকার এতগুলো কমিশন করল, সেখানে আমাদের কাউকে রাখেনি। সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে, অথচ কোথাও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। তাহলে এই সরকারকে আমরা কিভাবে আমাদের সরকার ভাবব! কিভাবে বিশ্বাস করবো? ফলে আমাদের আতঙ্ক দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। শঙ্কা তো কমছে না, বরং বাড়ছে” হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, ''দেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছে। সরকারের উস্কানিতে, সরকারি লোকদের কথাবার্তায় সাম্প্রদায়িক শক্তি বা মব ভায়োলেন্সের নামে যারা কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, তারা আরও উৎসাহিত হচ্ছে। সরকারের উদ্যোগে একটি মন্দির বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার দেশকে যে অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থা দেশের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি ডেকে আনবে”

নড়াইলের বাসনা মল্লিক হত্যার তদন্ত কতদূর?

গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর নড়াইলের মাইজপাড়ার নারী ইউপি সদস্য বাসনা মল্লিককে (৫০) ডেকে নিয়ে ধর্ষণের পর মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়।

# নিহত বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলকে চোখের জলে শেষ বিদায় জানাল নিউইয়র্ক

৫০ পৃষ্ঠার পর

জন্য সবকিছু দিয়েছেন। দিদারুল ইসলামকে মরণোত্তর পদোন্নতি দিয়ে সম্মানিত করেছেন পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ...আমরা কখনোই ভুলব না। ডিটেকটিভ ইসলামের স্মৃতি এনওয়াইপিডির প্রতিটি অফিসারের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।' মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও তীব্র তাপদাহের মধ্যেই দিদারুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ৫৪টির বেশি প্রিসিনকট ও পাশের অঙ্গরাজ্যের কর্মকর্তারা, বিভিন্ন কমিউনিটির সদস্য, স্থানীয় নেতা ও নগর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মসজিদের আশেপাশের রাস্তা ছিল শুনশান নীরব, ইউনিফর্মধারী কর্মকর্তা, বাংলাদেশি অভিবাসী ও শোকাহত স্থানীয়রা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান দিদারুলকে। জানাজার নামাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু

হয় বৃষ্টি। জানাজা শেষে পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ বলেন, 'দিদারুল ইসলাম এই দেশে একজন অভিবাসী হিসেবে এসেছিলেন। তার জীবনের কোনো গ্যারান্টি ছিল না। শুধু আশা ছিল যে কঠোর পরিশ্রম, বিনয় দিয়ে জীবনকে অর্থপূর্ণ কোথাও নিয়ে যাওয়া এবং তা শেষ পর্যন্ত হয়েছে।'

দিদারুল নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে মাত্র সাড়ে ৩ বছর দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি স্কুল নিরাপত্তা এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। দিদারুল স্ত্রী জামিলা আক্তার, পাঁচ ও সাত বছর বয়সী দুই ছেলে এবং তার বাবা-মাকে নিয়ে ব্রঙ্কসের একটি সাধারণ বাড়িতে থাকতেন। অনাগত তৃতীয় সন্তান আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবীর আলো দেখবে বলে আশা করা হচ্ছে। শোকাহত পরিবারের পাশে বসে থাকা মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য জোহরান মামদানিসহ শহর ও অঙ্গরাজ্যের নেতারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মসজিদের ভেতরে দিদারুলের কফিনটি নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সবুজ, সাদা ও নীল পতাকা দিয়ে মোড়ানো ছিল। সেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং একটি বিশাল মার্কিন পতাকা দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয় তার মরদেহ। ওই কক্ষে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রার্থনা হচ্ছিল। ইউনিফর্মধারী ও সাদা পোশাকের কর্মকর্তারা শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই কাঁদছিলেন। ছয়জন অফিসার মসজিদ থেকে কফিনটি বের করে একটি অপেক্ষারত সাদা গাড়িতে তোলেন।

বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য মোটরসাইকেলে করে সারিবদ্ধভাবে কফিনের পাশে যেতে থাকেন। শোকযাত্রাটি নিউজার্সির দিকে যাচ্ছিল দিদারুলের মরদেহ দাফনের জন্য। তারা যখন ৬ নম্বর ট্রেন লাইনের নিচ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ম্যানহাটনগামী একটি ট্রেন শোকাবহ হর্ন বাজিয়ে সালাম জানায়। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

# যেভাবে হত্যা করা হয় পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলকে

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের মিডটাউনে গত ২৮ জুলাই সোমবার একটি অফিস ভবনে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামসহ চারজন নিহত হন। রক্তক্ষয়ী এ ঘটনা শুরু হয় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটের দিকে। ওই সময় একটি কালো বিএমডব্লিউ গাড়ি নিউইয়র্কের অন্যতম ব্যস্ত সড়ক পার্ক অ্যাভিনিউতে থামে। বন্দুকধারী এক ব্যক্তি ওই গাড়ি থেকে একটি

এম-৪ রাইফেল নিয়ে নামেন। এরপর তিনি '৩৪৫ পার্ক অ্যাভ' নামে ৪৪ তলা ভবনটিতে প্রবেশ করেন। ভবনটির লবিতে ঢুকেই ডান দিকে ঘুরে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামকে গুলি করে হত্যা করেন। এরপর বন্দুকধারী এক নারীকে গুলি করেন। তিনি একটি পিলারের পেছনে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। নারীকে গুলি করে লবি দিয়ে 'গুলি করতে করতে' হেঁটে যেতে থাকেন হামলাকারী। এরপর সিকিউরিটি ডেস্কে থাকা এক নিরাপত্তারক্ষীকে গুলি করেন হামলাকারী। তখন তিনি লিফটের বোতামে চাপ দেন। একই সময় লবিতে আরেক ব্যক্তিকে গুলি করেন বন্দুকধারী। হামলাকারী লিফট থেকে এক নারীকে নেমে যেতে দেন। তার কোনো ক্ষতি করেননি। এরপর লিফটে করে ৩৩ তলায় যান হত্যাকারী। সেখানে গিয়ে আরেক নারীকে গুলি করে তারপর নিজের বুকে গুলি চালান তিনি। নিহত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলের বয়স ছিল মাত্র ৩৬ বছর। তিনি বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্ট ছিলেন। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশে তিন বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছিলেন তিনি। হামলার দিন তার ডিউটি ছিল ব্রঙ্কসের ৪৭ প্রিসেঙ্কটে। কিন্তু হামলার সময় তিনি ৩৪৫ পার্ক অ্যাভ ভবনে কাজ করছিলেন। দিদারুলের দুই সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী গর্ভবতী। তিনি তৃতীয় সন্তানের বাবা হতেন।

নিউইয়র্ক পুলিশ কমিশনার দিদারুল সম্পর্কে বলেছেন, "আমরা তাকে যে কাজ করতে বলেছিলাম তিনি সেই কাজই করছিলেন। তিনি নিজেকে ঝুঁকির পথে রাখেন। তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করা হয়েছে। তিনি হিরো হিসেবে বেঁচে ছিলেন, মারাও গেছেন হিরো হিসেবে।" বন্দুকধারী ব্যক্তি চারজনকে হত্যার পর নিজের বুকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ কমিশনার জেসিকা এস. টিশ। ওই বন্দুকধারীর পরিচয় জানতে পেরেছে পুলিশ। তার নাম শেন তামুরা। ২৭ বছর বয়সী এই হত্যাকারী লাস ভেগাসের বাসিন্দা। নেভাডা রাজ্যে তার অস্ত্রের লাইসেন্স রয়েছে। এছাড়া তার মানসিক সমস্যার রেকর্ডও রয়েছে। তবে মানসিক সমস্যার কারণে তিনি এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন কি না সেটি নিশ্চিত নয়।

ন্যক্কারজনক এ হত্যাকাণ্ড ঘটানোর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। সর্বশেষ নিউইয়র্কে এসে মানুষ খুন করেছেন।

# এনওয়াইপিডি অফিসার দিদারুল ইসলামের মৃত্যুতে বাংলাদেশ সোসাইটির শোক

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক. গভীর শোক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে

স্মরণ করছে এনওয়াইপিডি'র গর্বিত কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামকে, যিনি কর্তব্যরত অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে শহীদ হয়েছেন।

অফিসার দিদারুল ইসলাম নিউইয়র্ক সিটিতে তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন অসীম সাহস, নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে। তাঁর অকাল মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবার ও সহকর্মীদের জন্য নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের সবার হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সোসাইটির সভাপতি মোঃ আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলি এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ এক যৌথ শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তাঁরা বলেন, "কমিউনিটির একজন সাহসী সন্তানের এভাবে চলে যাওয়া আমাদের গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। আমরা সকল প্রবাসীর কাছে দোয়া কামনা করি, মহান আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন।"

বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকেও মরহুমের আত্মার শান্তি এবং তাঁর পরিবারের ধৈর্য ও শক্তি কামনা করে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

# অবৈধ বসবাস, ৬১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

৫০ পৃষ্ঠার পর

কল্যাণ অনুবিভাগের এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিমানে করে ৬১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। শনিবার (২ আগস্ট) সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের অবতরণের কথা রয়েছে।

তবে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) একটি সূত্র জানায়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটে অন্তত ৩০ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। শনিবার (২ আগস্ট) ভোরে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের পৌঁছার কথা রয়েছে। এই দফায় ফেরত আসার সংখ্যা প্রথমে ৬০ জনের কথা বলা হলেও পরে ৩০ জন ফেরত আসছেন।

এর আগে, গত জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু করে ট্রাম্প প্রশাসন। ভারত, ব্রাজিলসহ অনেক দেশের নাগরিকদের হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। তবে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করেছে সে দেশের কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশি নাগরিকের কাউকে হাতকড়া পরানো হয়নি। ফেরত পাঠানোর আগের বিভিন্ন স্তরের আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মানবিক আচরণের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। সে অনুরোধে সাড়াও দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই দফায়ও যারা আসছেন তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা হবে। বিভিন্ন সময় আরও ১১৮ বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র।

# মুখে দাড়ি থাকায় মার্কিন নাগরিককে গ্রেপ্তার করে যে পরামর্শ দেওয়া হলো

৫০ পৃষ্ঠার পর

পন্সকে থামায় মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা আইসিই। এ সময় বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে পন্স জানান, তিনি একজন জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই।

তবে এতেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ পন্সের। তার ভাষ্য, কর্মকর্তারা বলেন তিনি একজন তালিকাভুক্ত সহিংস অপরাধীর মতো দেখতে। এরপর কোনো ওয়ারেন্ট না দেখিয়েই তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে হাতকড়া পরিয়ে একটি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

নিউজউইককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পন্স বলেন, আমি নিজেকে অপহৃত মনে করছিলাম। বারবার বলছিলাম আমি সেই ব্যক্তি নই। আমি কলেজ স্টেশনে জন্মেছি। কিন্তু তারা আমার কথা শুনছিল না।

তিনি জানান, প্রায় দুই ঘণ্টা তাকে আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তিনি নিজের শরীরের ট্যাটুগুলো দেখালে (যেগুলোর সঙ্গে সন্দেহভাজনের কোনো মিল ছিল না) তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ছাড়ার সময় আইসিই কর্মকর্তাদের একজন বলেন, তোমার দাড়ি কেটে ফেলো, তাহলে এমন ভুল আর হবে না। এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

# ট্রাম্পের অপমানে হতবাক ভারত, 'প্রকৃত বন্ধুত্বে' ফাটল

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিকভাবে কিছু প্রতিষ্ঠান দাবি করেছিল, স্মার্টফোন ও ওষুধ শুল্কের আওতার বাইরে। তবে শুক্রবার (১ আগস্ট) গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বলেছে, এসব পণ্যও শুল্কের আওতায় পড়ছে। ফলে ভারতের শেয়ারবাজার টানা দু'দিন ধরে নিম্নমুখী ছিল। দেশি-বিদেশি ব্যাংকগুলোও বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাব্য স্থবিরতা নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে।

বাড়তি জরিমানার শঙ্কা

ট্রাম্প আরও ঘোষণা দিয়েছেন, ব্রিকস জোটভুক্ত দেশগুলোকে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হবে। এরপর বলেছেন, রাশিয়া ৫০ দিনের মধ্যে ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ না করলে মস্কোর বাণিজ্যিক অংশীদারদের ওপর ১০০ শতাংশ 'পরোক্ষ শুল্ক' আরোপ করা হবে।

পরিচয় এর
৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
— সম্পাদক
ইতিহাস গড়ে হোয়াইট হাউজে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় কেমন হতে পারে 'বাংলাদেশ-মার্কিন' সম্পর্ক?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করাই হবে আমার প্রথম কাজ - ট্রাম্প
অভিবাসন ও অভিবাসী ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কেমন হতে পারে?
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘাতের আশঙ্কা
অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করবেন, ঘোষণা ট্রাম্পের
তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধের মঞ্চ প্রস্তুত করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
বাংলাদেশ থেকে পাচারের ১৭ লাখ কোটি টাকা ফেরাবে কে
ট্রাম্প কি জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারবেন?
মার্চে চালু হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
নিউ অরলিন্সে সন্ত্রাস: যুক্তরাষ্ট্রে 'ইসলামিক স্টেট' নিয়ে নতুন আশঙ্কা
ভোটারের বয়স কমাতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের আপত্তি, ইউনূসের প্রস্তাবের পক্ষে শুধু জামায়াত
ট্রাম্পের জাঁকজমকপূর্ণ প্রত্যাবর্তন ২০ জানুয়ারি সোমবার
টিউলিপ সিদ্দিকের পতন ঘটাতে বাংলাদেশি ও ব্রিটিশ রাজনীতির আঁতাত
নির্বাহী আদেশ নিয়ে আদালতের বাধায় চাপে আছেন ট্রাম্প
বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙচুর: সমালোচনার মুখে ইউনূস সরকারের উদ্যোগহীনতা
'সমাপনী' বক্তব্যে পাল্টাপাল্টি তোপ কমলা ও ট্রাম্পের
সস্তা শ্রমের অভিবাসী ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হবে অচল
আয়নাঘরের ভয়ংকর দুঃস্মৃতি
নির্বাচিত হলে বাইডেনের নীতি অনুসরণ করবো না
যুক্তরাষ্ট্র আর কোনো দেশের রাষ্ট্রগঠনে নাক গলাবে না, সৌদি আরবে ট্রাম্প
আদর্শ মোকাবিলায় 'দল নিষিদ্ধ' কি কার্যকর পন্থা?
বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয়দের প্রতি অনলাইন বিদ্বেষ বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে
STOP ASIAN HATE
মার্কিনদের হত্যায় জড়িত অভিবাসীদের মৃত্যুদণ্ড চান ডোনাল্ড ট্রাম্প

# যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নীতিতেও আসছে বড় পরিবর্তন, বাতিল

৫০ পৃষ্ঠার পর

ড্রিম’ আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকেরা।

লটারি নয়, এবার অগ্রাধিকার পাবে মেধা ও যোগ্যতা : মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (উঐঝ) এবং নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (টঝঈওঝ) সম্প্রতি ‘ওয়েটেড সিলেকশন প্রসেস’-এর প্রস্তাব দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, স্কিল, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রস্তাবিত বেতনের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হবে। নতুন এই নিয়মটি এখনো খসড়া পর্যায়ে রয়েছে, তবে কয়েক দিনের মধ্যেই এটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হতে পারে।

প্রতি বছর ৮৫ হাজার জনকে এইচ-১বি ভিসা দেওয়া হলেও, আবেদন পড়ে কয়েক লাখ। ফলে লটারির মাধ্যমে বাছাই হয়। এতে অনেক যোগ্য প্রার্থী বাদ পড়ে যায়, আবার তুলনামূলক কম অভিজ্ঞরাও সুযোগ পেয়ে যান। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে মেধা ও যোগ্যতাই হবে নিয়োগের মূল মাপকাঠি।

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা

‘ইনস্টিটিউট ফর সাউন্ড পাবলিক পলিসি’র নির্বাহী পরিচালক কেভিন লিন মনে করেন, এইচ-১বি ও ওপিটি কর্মসূচির অপব্যবহারে দেশীয় কম্পিউটার গ্র্যাজুয়েটরা চাকরি পাচ্ছেন না।

২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ৩৪ হাজার শিক্ষার্থী কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক হলেও, একই সময়ে বিদেশি কর্মীদের দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজারের বেশি চাকরির অনুমতি।

২০২৫ সালের শুরুতে কম্পিউটার সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটদের বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ৬.১%, যেখানে সারা দেশের গড় বেকারত্ব ৪.০%।

আউটসোর্সিং কোম্পানির আধিপত্য : হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রন হিরা বলেন, টাটা, ইনফোসিস, উইপ্রো, কগনিজেন্টের মতো আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলো এইচ-১বি ভিসার বড় অংশ ব্যবহার করে মার্কিন চাকরি ভারতে নিয়ে যাচ্ছে। তারা ‘গ্লোবাল ডেলিভারি মডেল’ ব্যবহার করে কম খরচে বিদেশ থেকে সেবা দেয়।

এই কোম্পানিগুলোর অভিযোগড়যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মীর অভাব। তবে বাস্তবে তারা কম বেতন দিয়ে বিদেশিদের নিয়োগ দিয়ে মার্কিনদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে।

প্রযুক্তি জায়ান্টদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ

অ্যামাজন, গুগল, মাইক্রোসফটসহ অনেক বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম বেতন কাঠামোতে এইচ-১বি কর্মী নিয়োগ দিচ্ছে। এতে করে একজন মার্কিন কর্মীর তুলনায় ২০% থেকে ৪০% কম খরচে তারা কাজ করিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সমাধানের পথ : রন হিরাসহ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এলোমেলো লটারি নয়, যোগ্যতা ও বেতনের ভিত্তিতে বাছাই করতে হবে। প্রয়োজনীয় হলে ক্যানাডার মতো নিয়ম চালু করে আগে মার্কিন কর্মী খুঁজে দেখা, তারপর বিদেশিদের সুযোগ দেওয়া উচিত।

নতুন এই প্রস্তাব কার্যকর হলে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রযুক্তি খাতে বিদেশিদের কাজের সুযোগ সীমিত হয়ে যাবে। অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, যারা ওপিটি বা এইচ-১বি-র মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে থেকে কাজ করতে চান, তাদের জন্যও পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠতে পারে। মার্কিন ভিসা ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে বৈশ্বিক প্রতিভার বাজারকে।

# যে কারণে নিউ ইয়র্কের ৮৩ শতাংশ নতুন ভোটার

৫০ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্ব পেয়েছে। তাদের ৮৩ শতাংশ ফিলিস্তিন নিয়ে মামদানির মনোভাবের কারণে তাকে ভোট দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তাদের মতে, ফিলিস্তিনি মানুষ ও ফিলিস্তিনের স্বার্থরক্ষায় মামদানির দেওয়া নানা বক্তব্য তাদেরকে ওই নেতার প্রতি সমর্থন জানাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সার্বিকভাবে, মামদানিকে ভোট দেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল জীবনযাত্রার খরচ কমানো ও ধনীদের ওপর বাড়তি কর আরোপের অঙ্গীকার। ডেটা ফর প্রগ্রেস’ নামের প্রগতিশীল গবেষণা সংস্থা এই জরিপের আয়োজন করে। গত ২৮ জুলাইমঙ্গলবার ইনস্টিটিউট ফর মিডল ইস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং পলিসি প্রজেক্ট এই জরিপের ফল প্রকাশ করেছে। নিউইয়র্কের যেসব বাসিন্দা এর আগে কখনো ভোট দেননি, তাদের বেশিরভাগই বলেছেন মামদানির ফিলিস্তিনপন্থি নীতি তাদেরকে ভোটকেন্দ্রে টেনে নিয়েছে। সংখ্যায় তারা হাজার দশেকের কম নন।

সব মিলিয়ে, মামদানিকে ভোট দেওয়ার কারণের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে ‘ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি সমর্থন’। জরিপে অংশ নেওয়া ৬২ শতাংশ ভোটার একে শীর্ষ কারণ হিসেবে অভিহিত করেন।

মামদানি বরাবরই বলে এসেছেন, ফিলিস্তিনিদের অধিকারে বিশ্বাস ও সমর্থন তার ব্যক্তি-পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের কড়া সমালোচনা করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ও সাংবাদিকরা তাকে তার এই অবস্থান নিয়ে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করেছেন। জবাবে তিনি আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। পাশাপাশি এটাও জানাতে ভুলেননিড়তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ‘বয়কট, ডাইভেস্টমেন্ট অ্যান্ড স্যাংশান্স (বিডিএস)’ উদ্যোগকে সমর্থন করেন।

২০০৫ সালে ১৭০টির বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিক সমাজ সংস্থা এই শান্তিপূর্ণ উদ্যোগ চালু করে।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আইন মানতে বাধ্য করা, অবৈধ অধিগ্রহণ বন্ধ করা এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি অবলম্বন করা নীতিতে পরিবর্তন আনা।

জোহরান মামদানির ‘ভয়ে’ নিউইয়র্ক ছাড়ছেন ধনীরা?

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের আবাসন ব্যবসায়ী জে বাতরা। তার দুই ক্রেতা ম্যানহ্যাটনে বহু কোটি ডলারের বাড়ি কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, আসন্ন মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হিসেবে জোহরান মামদানির মনোনয়নের কারণে বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবছেন তারা। দেখছেন পরিস্থিতি কোন দিকে যায়।

গত ১৪ জুলাই মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন ‘নিউইয়র্ক শহরের বিলাসবহুল আবাসন ব্যবসায় অস্থিরতা’র চিত্র তুলে ধরে বলেছেড়অনেক ধনী ব্যবসায়ী নিউইয়র্কের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

জে বাতরা গণমাধ্যমটিকে বলেন, ‘অনেক ধনী ব্যক্তি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে এখন কিছুটা সতর্ক। জোহরানের জনপ্রিয়তা যতই বাড়ছে তাদের উদ্বেগও ততই বাড়ছে। বলছেড়কী হচ্ছে এসব?’

গত মাসে নিউইয়র্ক শহরের মেয়রপ্রার্থী জোহরান মামদানি ঘোষণা দেনড়তিনি নির্বাচিত হলে এক মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করা শহরের সব বাসিন্দাকে দুই শতাংশ বাড়তি কর দিতে হবে। অন্যদিকে, কম আয়ের মানুষদের জন্য থাকবে সরকারি আবাসন সুবিধা।

অনেক বিশ্লেষকের মতে, নানা কারণে জোহরানের এসব প্রস্তাব-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব না।

৩৩-বছর বয়সী জোহরান মামদানি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাওয়ায় জে বাতরার গ্রাহকরা শঙ্কিত। তাদের ভাষ্যড়‘কেউই চায় না তাদের কর বেড়ে যাক’।

সিএনএন’র ভাষ্যড়ধনীদের কেউ কেউ নিউইয়র্ক ছাড়ার চিন্তা করছেন। নিউইয়র্ক শহর বিশ্বের বিলাসবহুল আবাসন ব্যবসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই শহরেই শ্রমজীবী মানুষদের থাকার জন্য নিদারুণ কষ্ট করতে হয়। আর তাদের পাশেই আকাশচুম্বী বিলাসবহুল ভবনগুলোয় থাকেন ধনীরা।

কয়েকটি ফেসবুক গ্রুপের সদস্যদের আলোচনা বিশ্লেষণ করে সিএনএন বলছেড়জোহরানের প্রার্থিতার কারণে অনেকে নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। বিশেষ করে, অভিজাত আপার ইস্ট সাইড এলাকার বাসিন্দারা।

বাজার বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান রেডফিন’র তথ্য বিবেচনায় নিয়ে সিএনএন জানায়ড়গত ২৯ জুন থেকে ৫ জুলাই আগের সপ্তাহগুলোর তুলনায় ব্যবসা কিছুটা কমেছে। জোহরান মামদানির প্রাথমিক প্রার্থী বাছাই হয়েছিল ২৪ জুন।

জোহরানের আবাসন ও অর্থনৈতিক প্রস্তাবগুলো এমন সময় এলো যখন নিউইয়র্কের বাড়ি ভাড়া বেড়েই চলছে।

রিয়েলটর ডট কমের তথ্য বলছেড়চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ভাড়া পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ বেড়েছে। ২০২০ সালের তুলনায় ভাড়া বেড়েছে ১৮ শতাংশ।

জে বাতরা বলেনড়অনেক ছোট ব্যবসায়ী যারা ছোট অ্যাপার্টমেন্ট কিনে ভাড়া দেওয়ার চিন্তা করেন তারাও জোহরানের মামদানির ‘ভয়ে’ আছেন, যদি তিনি ক্ষমতায় এসে বাড়ি ভাড়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন।

নিউইয়র্কের অপর আবাসন ব্যবসায়ী ফ্রান্সিস ক্যাটজেন সিএনএন’কে জানান, জোহরানের মেয়র প্রার্থী হওয়ার পর থেকে ম্যানহ্যাটনের অনেক ধনী বাসিন্দা তাকে ফোন দিচ্ছেন। তাদের অনেকের মাল্টিমিলিয়ন ডলারের অ্যাপার্টমেন্ট আছে।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার পর ফ্রান্সিস ক্যাটজেনকে এক গ্রাহক তাদের নবজাতকের ছবিসহ বার্তায় লিখেনড়‘আমাদের কোথায় যাওয়া উচিত, কত খরচ হবে?’

গত ১১ জুলাই সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ জানায়ড়জোহরানের দলীয় মনোনয়নের পর ফ্লোরিডা নিয়ে ধনী নিউইয়র্কবাসীদের খোঁজ-খবর ৫০ শতাংশ বেড়েছে। ফ্লোরিডার আবাসন ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, ‘উগ্র-বামপন্থি’ জোহরান দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর নিউইয়র্ক থেকে তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট ৫০ শতাংশ বেড়েছে।

ফ্লোরিডার বিলাসবহুল আবাসন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ওয়ান সথবি’স ইন্টারন্যাশনাল রিয়ালিটির প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ডে লা ভেগা সংবাদমাধ্যমটিকে জানান, তার সব গ্রাহক নিউইয়র্ক শহরের কর সুবিধা, সামগ্রিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও সার্বিক জীবনমান নিয়ে চিন্তিত।

‘ট্যাক্সোডাস’

২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি বাসিন্দা নিউইয়র্ক ছেড়ে ফ্লোরিডায় পাড়ি জমিয়েছেন, সঙ্গে নিয়ে গেছেন প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে আগামী নভেম্বরে নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির সম্ভাব্য জয়। ড্যানিয়েল ডে লা ভেগা মনে করছেন, জোহরান নির্বাচিত হলে ‘শহর ছাড়ার দ্বিতীয় ঢেউ’ শুরু হতে পারে।

গত ১৭ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যবিষয়ক সংবাদমাধ্যম সিএনবিসি’র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জোহরান মামদানির ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থিতার বিজয় এবং অতি ধনীদের ওপর বাড়তি কর চাপানোর ঘোষণা নিউইয়র্ক শহর থেকে ধনীদের অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে। এর প্রভাবে নিউইয়র্কের সবচেয়ে দামি আবাসন ব্যবসায় মন্দার লক্ষণও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে।

অনেক বাজার বিশ্লেষকের আশঙ্কা, জোহরানের কঠোর করনীতির ভয়ে নিউইয়র্ক থেকে ‘ব্যাপকহারে’ উচ্চ করদাতা ব্যক্তিরা অন্যত্র চলে যেতে পারেন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ক্যালিফোর্নিয়া সেন্টার ফর জবস অ্যান্ড দ্য ইকোনমি এই পরিস্থিতি বোঝাতে ‘ট্যাক্সোডাস’ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছে।

# যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরীক্ষায় বড় পরিবর্তনের

৫০ পৃষ্ঠার পর

কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে, তা স্পষ্ট করেছেন এডলো। বর্তমান প্রশাসন অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং ব্যাপক নির্বাসন অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি কর্মীদের জন্য এইচ-১বি ভিসা ব্যবস্থাটি দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। ট্রাম্প প্রশাসনের মতে, এই ভিসা প্রক্রিয়ায় সেসব কোম্পানিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যারা বিদেশি কর্মীদের বেশি বেতন দিতে রাজি। এডলো বলেন, এই প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা হলে রিপাবলিকান দলের অভ্যন্তরে ভিসাবিরোধী গোষ্ঠীর সমালোচনা অনেকটাই হ্রাস পাবে। কারণ, অনেকের অভিযোগড় বিদেশি কর্মীরা কম বেতনে কাজ করায় দেশীয় শ্রমবাজারে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তবে, প্রযুক্তি খাতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রোগ্রামের পক্ষে। তাদের মতে, মার্কিন বাজারে পর্যাপ্ত যোগ্য কর্মী পাওয়া যায় না, তাই বিদেশিদের ওপর নির্ভরতা বাড়াতে হয়।

এডলো বলেন, “আমার প্রিয় একটি বক্তব্য হলোড় এইচ-১বি ভিসাসহ অভিবাসনের নানা অংশ মার্কিন অর্থনীতিকে সম্পূরক হিসেবে সাহায্য করবে, বদলি নয়।” বর্তমানে বছরে প্রায় ৮৫ হাজার এইচ-১বি ভিসা লটারির মাধ্যমে ইস্যু করা হয়। প্রস্তাবিত এই পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়নের জন্য ফেডারেল সরকারের বিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এডলো আরও বলেন, নাগরিকত্ব পরীক্ষার বর্তমান কাঠামোও বদলানো হবে। বর্তমানে, ১০০টি প্রশ্ন থেকে যেকোনো ১০টি করা হয়, যার মধ্যে ৬টির সঠিক উত্তর দিতে হয়। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এটি ২০ প্রশ্নে বাড়ানো হয়েছিল এবং উত্তীর্ণ হতে ১২টি সঠিক উত্তর প্রয়োজন ছিল। এডলো জানিয়েছেন, আবার সেই সংস্করণে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২০ সালে অস্থায়ীভাবে ইউএসসিআইএস-এর নেতৃত্ব দেওয়ার পর এবার সিনেট কর্তৃক পূর্ণাঙ্গভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন জোসেফ এডলো। এখন থেকে তিনি নাগরিকত্ব, কাজের ভিসা, শরণার্থী ও আশ্রয় কার্যক্রমের তদারকি করবেন। তিনি বলেন, “আমার মতে, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন অবশ্যই একটি নেট পজিটিভ হওয়া উচিত। যদি কেউ অর্থনৈতিক খাতে উন্নয়ন এবং জাতীয় স্বার্থে অবদান রাখে, তাহলে তার অভিবাসনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত।” ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ইউএসসিআইএস এমন অভিবাসীদের গ্রিনকার্ড পাওয়া কঠিন করে তোলে যারা সরকারি সহায়তা গ্রহণ করতেন, যদিও এডলো বলেছেন, তিনি সেই নীতিতে ফিরে যেতে চান না। তবে আশ্রয় ব্যবস্থায় কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তন এনেছিল এজেন্সি, যা একাধিকবার ফেডারেল কোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়েছে। খবর নিউইয়র্ক টাইমসের।

# নবীগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রাণবন্ত বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক : প্রাণবন্তভাবে সম্পন্ন হয়েছে নবীগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজন ২০২৫। গত ২৭ জুলাই (রোববার) ব্রঙ্কসের ফেরী পয়েন্ট পার্কে অনুষ্ঠিত এ বনভোজনে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এবং নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

সকালের হালকা বৃষ্টি সত্তেও সকাল থেকেই অংশগ্রহণকারীদের আগমন শুরু হয়। দুপুরে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের একাংশের সভাপতি বদরুল হোসেন খান। সংগঠনের সভাপতি শেখ জামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলী টিপুর সঞ্চালনায় দিনব্যাপী নানা আয়োজন চলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনীতিবিদ ইমদাদ চৌধুরী, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি

শফি উদ্দিন তালুকদার, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, নবীগঞ্জ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোবাশ্বের চৌধুরী, সাব্বির হোসেন, উপদেষ্টা হাসান আলী, সহসভাপতি মামুন আলী, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি শামীম আহমদ, সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের কাজী রবিউজ্জামান, শেখ শফিকুর রহমানসহ অনেকেই।

শিশু-কিশোরদের জন্য ছিল দৌড় প্রতিযোগিতা, মেয়েদের বালিশ খেলা এবং যুবকদের জন্য প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। অনুষ্ঠানে আহয়ক হিসেবে ছিলেন আবু তাহের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক শাহ রাহিম শ্যামল এবং সদস্য সচিব মো. মিটু আলী। মধ্যাহ্নভোজ শেষে আয়োজিত সমাপনী পর্বে র‍্যাফেল ড্র ও খেলাধুলার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।বনভোজনটি শুধু আনন্দের নয়, প্রবাসীদের মিলনমেলায় রূপ নেয়-যেখানে নবীগঞ্জ ও আশেপাশের এলাকার বহু মানুষের হৃদয়ে ফিরে আসে বাংলাদেশের স্মৃতি।

শিশু-কিশোরদের জন্য ছিল দৌড় প্রতিযোগিতা, মেয়েদের বালিশ খেলা এবং যুবকদের জন্য প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। অনুষ্ঠানে আহবায়ক হিসেবে ছিলেন আবু তাহের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক শাহ রাহিম শ্যামল এবং সদস্য সচিব মো. মিটু আলী। মধ্যাহ্নভোজ শেষে আয়োজিত সমাপনী পর্বে র‍্যাফেল ড্র ও খেলাধুলার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।বনভোজনটি শুধু আনন্দের নয়, প্রবাসীদের মিলনমেলায় রূপ নেয়-যেখানে নবীগঞ্জ ও আশেপাশের এলাকার বহু মানুষের হৃদয়ে ফিরে আসে বাংলাদেশের স্মৃতি।

# নড়াইলে আব্দুল লতিফ সম্রাটের উপর হামলার প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক : গত ১৮ মে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাটের বাংলাদেশে সফরকালে তাকে ও তার কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে ২৮ জুলাই সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে অভিযোগ করা হয়, নড়াইলের সন্ত্রাসী বিএনপির নেতা জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নির্দেশে তার পেটোয়া বাহিনী সম্রাটের উপর নির্লজ্জ ও বর্বরোচিত হামলা করেছিল। নিউইয়র্কস্থ নড়াইলবাসী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের আয়োজনে সেই হামলার প্রতিবাদ সভায়

সভাপতিত্ব করেন বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি গিয়াস আহমেদ। বিক্ষোভ বক্তব্য রাখেন আব্দুল লতিফ সম্রাট, যুক্তরাষ্ট্র বেিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভুইয়া, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি ওয়ালিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, নড়াইলবাসীর পক্ষে নিয়াজ করিম, বদরুল হক আজাদ,দেওয়ান কাওসার,আনিসুর রহমান, মাহবুব আলম,মোক্তার হোসেন প্রমুখ এছাড়াও বাংলাদেশের নড়াইল থেকেও দুইজন বিএনপির নেতা ভিডিও কন্সফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা আব্দুল লতিফের উপর হামলার মূলহোতা জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ হামলায় জড়িত তার পেটোয়া বাহিনীর সকলকে গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়েছে। বক্তরা বলেন, হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে ভবিষ্যতে নিউইয়র্ক থেকে কঠোর আন্দোলনের কর্মসচী ঘোষনা করা হবে।

## কমলার বইয়ে 'পর্দার অন্তরালের গল্প'

৫০ পৃষ্ঠার পর

'পর্দার অন্তরালের গল্প খোলামেলাভাবে তুলে ধরেছেন' কমলা। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার কমলা হ্যারিস নিজেই নতুন বইয়ের কথা জানান। বইটির প্রকাশক বিশ্বখ্যাত মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা সাইমন অ্যান্ড শুস্টার। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর বইটি বাজারে আসবে বলে জানিয়েছেন বিগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস। বইটি হাতে নিয়ে করা একটি ভিডিও বার্তা নিজের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন কমলা হ্যারিস। সেখানে বলেন, 'মাত্র এক বছরের কিছুটা বেশি সময় আগে আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলাম। ১০৭ দিন আমি পুরো দেশ ভ্রমণ করি। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত নির্বাচনী প্রচার ছিল এটি।'

কমলা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও একমাত্র নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট। ২০২৪ সালের ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে হেরে যান তিনি। এরপর জনপরিসরে কার্যত তাঁকে তেমন একটা দেখা যায়নি। এর মধ্যে কমলা এই বইয়ের ঘোষণা দিলেন। অনেকটা নাটকীয়ভাবে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়েছিলেন কমলা হ্যারিস। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আবারও ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৮২ বছর বয়সী বাইডেনের শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে দলের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়। অনেক ডেমোক্র্যাট নেতা এর সমালোচনা শুরু করেন। এর মধ্যে গত বছরের জুলাইয়ে বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে প্রার্থী হন কমলা। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচিত সাবেক মার্কিন সিনেটর কমলা ভিডিও বার্তায় জানান, নির্বাচন নিয়ে বইটিতে 'খোলামেলাভাবে' লিখেছেন তিনি। আরও বলেছেন, বইটি পড়লে বিগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারের 'পর্দার অন্তরালের অনেক বিষয়' সম্পর্কে জানতে পারবেন পাঠকেরা। কমলা হ্যারিস তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'প্রচার নিয়ে বিশ্ব যা দেখেছে, সেটা ছিল কেবল গল্পের একটি অংশ মাত্র। এই বই আমাদের সেই নির্বাচনী লড়াই ফিরে দেখা নিয়ে নয়। আমার সেই সময়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার খোলামেলা বিবরণ তুলে ধরেছি এখানে। আমি বিশ্বাস করি, আমি সেই সময় যা দেখেছি, যা শিখেছি ও সামনে এগিয়ে যেতে যা প্রয়োজন সেসব অন্য সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটা মূল্য রয়েছে। এই বইটি লেখার সময় আমার মনে একটি সত্য বারবার ফিরে এসেছে। আর সেই সত্যটা হলোড়কখনো কখনো লড়াইয়ের জন্য সময় প্রয়োজন।' বইয়ের আগে আরও একটি ঘোষণা দেন কমলা।

# লক্ষ্য লক্ষাধিক কবর স্থাপন, বাংলাদেশ সেমিট্রি'র কাজ উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির বহুল প্রত্যাশিত 'বাংলাদেশ সেমিট্রি'র কাজের উদ্বোধন হলো। গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কে লক্ষাধীক কবরের 'বাংলাদেশ সেমিট্রি'র কাজ বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) দুপুরে প্রকল্প এলাকায় বিশেষ দোয়া মুনাজাতের পর রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন আর 'শান্তির দূত' কবুতর উড়িয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। এই লক্ষ্যে নিউইয়র্কের আপস্টেটে স্কটটাউনে প্রায় ১২৬ একর জমি নগদ অর্থে গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর ক্রয় সম্পন্ন হয়। নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে অবশেষে বৃহৎ এই প্রকল্পের কাজ শুরু হলো। উল্লেখ্য, বৃহৎ এই প্রকল্পে কবরের ব্যবস্থা ছাড়াও ফিউনেরাল ও নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে। গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারের ইমাম মওলানা রহুল্লাহ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ সেমিট্রি' প্রকল্পের চেয়ারম্যান ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র প্রধান উপদেষ্টা হাজী মফিজুর রহমান, প্রকল্পের আহবায়ক এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি'র সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তাদের মধ্যে ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য খোকন মোশাররফ, বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারের সভাপতি আবুল হাসেম, বেলার মসজিদের ইমাম ড. আনসারুল করিম, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার পরিচালনা কমিটির সদস্য রেজাউল করিম চৌধুরী, আল নূর সেন্টারের কর্ণধার মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল, গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি'র সাবেক সাধারণ সম্পদক নূরুল আমীন, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন সবুজ প্রমুখ। এড়াও উক্ত প্রকল্পে কবর ক্রয়কারী প্রবাসী বরিশাল ডিভিশন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটস, দাঁগন ভূইয়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ, মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা, নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ, বাংলাদেশ আমেরিকান কার এন্ড লিমোজিন এসোসিয়েশন, ভোলা ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিরাও প্রকল্পের সাফল্য কামনা এবং আরো কবর ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এই পর্ব পরিচালনা করেন গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি'র সাধারণ সম্পদক ইউসূপ জসিম। অনুষ্ঠানে উক্ত প্রকল্পের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রকল্পের সদস্য সচিব এবং পরিচালক জাহিদ মিন্টু প্রকল্পের বিস্তারিত তুলে ধরেন বলেনন, ক্রয়কৃত 'বাংলাদেশ সেমিট্রি'র মাটির পরীক্ষা সহ অন্যান্য কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হলো। এতে পর্যায়ক্রমে লক্ষাধিক কবর তৈরী করা হবে। আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে কবরে লাশ দাফন করা যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মসজিদ কমিটি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ২০ হাজারের মতো কবর ক্রয় করেছেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হাফেজ রফিকুল ইসলাম ও মুফতি আব্দুল মালেক এবং সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক হককথা ও আজকাল সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী সহ বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা জামান তপন ও মাইনুদ্দিন মাহবুব, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি শাহাদৎ হেসেন, গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সহ সভাপতি মোহাম্মদ তাজু মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক ছালেহ আহমেদ রুবেল, দপ্তর সম্পাদক মিরন কিবরিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম তাবু, ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সদস্য মাহবুবল হক ও আব্দুল মালেক খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দোয়া মাহফিল শেষে জোহরের নামাজ অদায় করার পর জাহিদ মিন্টুর নেতৃত্বে রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন আর 'শান্তির দূত' কবুতর উড়িয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। এসময় প্রবাসীরা উপস্থিত থেকে 'আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর ধ্বনী' তুলেন। খবর ইউএনএ'র।

# উৎসবমুখর পরিবেশে মতলব সমিতির বনভোজন অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক’ নিউইয়র্কের একটি অন্যতম আঞ্চলিক ও সামাজিক সংগঠন। দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনটি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম করে আসছে। বিশেষ করে নিউইয়র্ক প্রবাসীদের জন্য একটি বিশেষ নাম। সুখ-দুঃখে মতলববাসী তথা প্রবাসী বাঙালিদের পাশে থাকা সংগঠন ‘প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক”’র বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ধারাবাহিকতায় বরাবরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হয়েছে বনভোজন।

গত ২৭ জুলাই রোববার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমন্ডিত ইন্ডিয়ান ওয়েল স্টেট পার্কের শ্যামল ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশে বনভোজন হয়। এতে শত ব্যস্ততার মাঝেও অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। কেউ এসেছিলেন পরিবারের সঙ্গে, কেউ বন্ধুদের নিয়ে। কেউ আবার দীর্ঘদিন পর দেখা করেছেন পুরোনো মুখগুলোর সঙ্গে। এই বনভোজন পরিণত হয় এক মিলনমেলায়। আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত বনভোজনে বিপুল সংখ্যক মতলববাসী অংশ নেন। পার্কের খোলা মাঠে খেলাধুলাসহ নানান আনন্দ উপভোগ করেন নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোররা। আয়োজনে ছিল র‌্যাফল ড্র। উপস্থিত ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা। তারা হলেন- রাজীব, হোসনে আরা বেগম, শান্তনু সাজ্জাদ, আরিফ অর্ণব। শুরুতেই বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন উপদেষ্টা মো: নাজমুল এ ফারুক। আরো উপস্থিত ছিলেন মো: ফারুক হোসেন মজুমদার, উপদেষ্টা প্রবাসী মতলব সমিতি, মানিক মিয়া উপদেষ্টা প্রবাসী মতলব সমিতি, মিয়া ওবায়দুর রহমান লিটন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মো: ফয়েজ উল্লাহ প্রধান প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সংগঠনের সভাপতি মো. রবিউল আলমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. নাজির উদ্দিন পাটওয়ারীর (সোহেল) পরিচালনায় বনভোজনটি মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী এবং র‌্যাফেল ড্র বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মধ্যদিয়ে বনভোজনের কার্যক্রম শেষ হয়। র‌্যাফেল ড্রতে ছিল বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় পুরস্কার। এরমধ্যে প্রবাসী মতলব সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কবির রতনের সৌজন্যে প্রথম পুরস্কার ছিল নগদ ১ হাজার ডলার। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ছিল স্বর্ণের গহনা, চতুর্থ পুরস্কার ল্যাপটপ। মোট ১০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার ছিল। বনভোজন উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মো. রবিউল আলম বলেন, সামনে সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে যাবো। এ বিষয়ে আমরা মতলববাসীর সহযোগিতা কামনা করি। প্রবাসে একটা দিন আনন্দের সঙ্গে কাটানোর জন্যই আমাদের এই আয়োজন। এতে মতলববাসীসহ অন্যান্য জেলার যারা অংশ নিয়েছেন তাদের সবাইকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আরও বলেন, এই প্রবাসে সংগঠন করার একটা উদ্দেশ্য, আমাদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য তরুণ প্রজন্মের কাছে ধরে রাখা। তাদের কাছে আমাদের সংস্কৃতিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমরা যখন থাকবো না তখন তারাও যেন আমাদের এই ঐক্যবদ্ধ ও ভ্রাতৃত্ব ঠিক রাখে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সামনেও আমরা এমন ঐক্যবদ্ধ থাকবো। বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ফারুক হোসেন পাটোয়ারী, সদস্য সচিব ছিলেন জয়নাল আবেদীন। সদস্য ছিলেন- গোলাম কিবরিয়া তপন, মো. দেলোয়ার হোসেন, মো. কামরুল আমিন সুমন, মো. শফিকুল ইসলাম ও বিল্লাল মৃধা। ফারুক হোসেন পাটোয়ারী বলেন, আপনারা যারা এই বনভোজনে এসেছেন, তারা যদি আমাদের কোনো ত্রুটি দেখে থাকেন, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। বনভোজনে উপস্থিত এবং যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে মতলব সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. জয়নাল আবেদিন বলেন, প্রবাস জীবনে সুখ-দুঃখ এবং বিপদে একে ওপরের পাশে দাঁড়ানোর মন মানসিকতা নিয়ে এই সমিতি গঠিত। ধর্ম-রাজনীতি যার যার, আমাদের মতলব উপজেলা সবার। আমরা এখন পর্যন্ত প্রবাসে এই সমিতির মাধ্যমে অনেকের পাশে দাঁড়াতে পারছি। এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিঞা ফয়েজ আহমেদ বনভোজনে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও সুন্দর করে বনভোজন করা হবে বলে জানান। বনভোজন উপলক্ষে হৃদয়ে মতলব নামে বিশেষ প্রকাশনা প্রকাশ করা হয় সেটির মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট লেখক হুমায়ূন কবীর ঢালি। বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ এসেম্বল অফ ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলামসহ (কলিম) আরও অনেকে। এসেম্বল অফ ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান বলেন, এমন একটি আয়োজনে অংশ নিতে পেরে খুবই আনন্দিত। প্রবাসী মতলব সমিতি যে উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে সে জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।

মুহাম্মদ ইসলাম বলেন, আমি মনে করি সেবামূলক কাজে অন্যান্য সংগঠন থেকে প্রবাসী মতলব সমিতি অনেক দূর এগিয়ে। তাদের কার্যক্রম সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। আজকে যে তারা আয়োজন করেছে এটি অনেক আনন্দের ছিল। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন- মো. কবির রতন, মো. শাহাদাত হোসেন, গোলাম সারোয়ার দুলাল, জোতিষ চন্দ্র কির্তনীয়া, মো. ফয়েজ উল্লাহ প্রধান, মিঞা ওবায়েদুর রহমান। সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন- ভবোতোষ সাহা, মো. হাবিবুর রহমান, সীমা জামান এবং কে আলম। সহযোগিতায় ছিলেন- মো. এমদাদুল হক, তৌহিদুল ইসলাম মানিক, রাবেয়া বসরী, সরোয়ার ফারুক হোসেন, মিয়া ফয়েজ আহমেদ, জাহিদুর রহমান, হাবিবুর রহমান, তপন সাহা, মাহবুবুর রহমান তারেক, মো. আবু সালেক সুমন, সাহিদা খানম, মানসুরা আকতার, মো. আনোয়ার হোসেন মিয়াজী, সূধন চন্দ্র, আলী আজম, মো. বিল্লাল হোসেন মৃধা, আল আমিন হাওলাদার, উত্তম চন্দ্র, জিসান আহমেদ, রিয়াদ নেতা। প্রচার সম্পাদক হলেন এমদাদুল হক। - জলি আহমেদ প্রেরিত

# মাইলস্টোন ট্র্যাজেডী স্মরণে নিউইয়র্কে আন্ত:ধর্মীয় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

রাজধানী ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহতদের স্মরণে নিউইয়র্কে আন্ত:ধর্মীয় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ জুলাই রোববার সন্ধ্যায় সিটির উডসাউডের কুইন্স প্যালেসে এই ‘নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী’র ব্যানারে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

নাসির আলী খান পলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফির মঞ্চে উপস্থি ছিলেন জ্যামাইকা মুসলিস সেন্টারের পরিচালক ইমাম শামসী আলী, মোহাম্মদী সেন্টারের পরিচালক ইমাম কাজী কাইয়ূম এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট

মনিকা রায় একজন শিশু কিশোর। অনুষ্ঠানে মাইলস্টোন ট্র্যাজেডীর ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও প্রার্থণা করা হয়। মাহফিল পরিচালনা করেন উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুল।

মাহফিলে কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া, সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক, আলেগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিস-এর কর্ণধার বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট বদরুজ্জামান, আখতার হোসেন, এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল, সঙ্গীত শিল্পী চন্দন চৌধুরী ও কামরুজ্জামান বকুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত মাহফিল আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলেন ফাহাদ সোলায়মান, সৈয়দ আল আমীন রাসেল, রাব্বী সৈয়দ, আহসান হাবীব, জে মোল্লা সানি, সুব্রত তালুকদার, বাবুল হাওলাদার, ডা. টমাস দুলু রায়, রোমিও রহমান, মনিকা রায়, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও কামরুল ইসলাম সনি।

উল্লেখ্য, মহতি এই অনুষ্ঠানে কমিউনিটির উপস্থিতি কম হওয়ায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। খবর ইউএনএ’র।

# বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক’র স্মল বিজনেস সার্ভিসেস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : প্রবাসে যাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা আছে বা যারা নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে চান, নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন সুযোগ সম্পর্কে জানাতে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক’র উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই সোমবার বিকেলে স্মল বিজনেস বিষয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্ক’র এলমহার্ষ্টস্থ সোসাইটি ভবনে এই বিজনেস সেমিনারে নিউইয়র্ক সিটির সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ। নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এবং এনওয়াইসি স্মল বিজনেস সার্ভিসেস-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ সোসাইটি আয়োজিত গুরুত্বপুর্ণ স্মল বিজনেস সার্ভিসেস ওয়ার্কশপে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন।

স্মল বিজনেস সার্ভিস কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেছেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সঞ্চালনা করেছেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

ওয়ার্কশপে আলোচিত হয়েছে ব্যবসা পরিকল্পনা, পারমিট, লাইসেন্স ও শুরু করার জন্য প্রাথমিক সহায়তা। ফ্রি লিগ্যাল সহায়তা, ফাইন্যান্সিং, কর্মী নিয়োগ ও ট্রেনিং এবং কমপ্লায়েন্স সহায়তা। সার্টিফিকেশনসহ সরকারি কন্ট্রাক্টের জন্য আবেদন প্রক্রিয়ায় সহায়তা। নারীদের, কৃষ্ণাঙ্গ উদ্যোক্তা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সহায়তা।

অংশগ্রহণকারীরা ব্যবসা পরিচালনা, সম্প্রসারণ এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভের বিষয়ে হাতে-কলমে দিক-নির্দেশনা পেয়েছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র জাসদের কর্নেল তাহের দিবস পালন

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ যুক্তরাষ্ট্র শাখা কর্নেল তাহের হত্যা দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে। এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ পার্টি হলে গত ২১ জুলাই এ সভার আয়োজন করে। যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম জিকুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি শহিদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ সভাপতি মনসুর আহমেদ চৌধুরী, শাহিনূর কোরেশি, শাহ মহিউদ্দিন সবুজ, আবুল ফজল লিটন, জামাল আহমেদ, মো. সাদেকুর রহমান, মো. আমিনুল হক, মো. সোহেল, সৈয়দ আজমল হোসেন

প্রমুখ। বক্তারা বলেন, কর্নেল আবু তাহের বীর উত্তম মুক্তিযুদ্ধে ১১ নম্বর সেক্টরকে সফল নেতৃত্ব দেন। হত্যা-ক্যু-ষড়যন্ত্রের পাকিস্তানপন্থার রাজনীতির অবসানে তাঁর নেতৃত্বে ও জাসদের সমর্থনে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক মহান সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। পাকিস্তানপন্থার প্রতিভূ জিয়া সে অভ্যুত্থান বানচাল করে দেন এবং পরে গোপন বিচার প্রহসনের মাধ্যমে কর্নেল আবু তাহের বীর উত্তমকে ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। সভায় জাসদ সভাপতি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হাসানুল হক ইনুসহ আটককৃত রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করা হয়। সভাপতির বক্তব্যে দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী দেশে সংঘটিত মব সন্ত্রাসের নিন্দা জানিয়ে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। খবর ইউএসএনিউজ

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1640, Saturday, August 02, 2025
শেষের পাতা

# নিহত বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলকে চোখের জলে শেষ বিদায় জানাল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিউইয়র্ক পুলিশের (এনওয়াইপিডি) নিহত কর্মকর্তা দিদারুলকে শেষ বিদায় জানালেন ব্রঙ্কসে জড়ো হওয়া হাজারো মানুষ। গত বৃহস্পতিবার, তাকে পূর্ণ মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার জামে মসজিদের বাইরে তাকে শেষ বিদায় জানান শোকাহত নিউইয়র্কবাসী।

মিডটাউন ম্যানহাটনে ৩৪৫ পার্ক এভিনিউ ঠিকানায় অবস্থিত একটি ভবনে গত ২৮ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটের কিছু পরে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন দিদারুল ইসলাম।

জানাজার নামাজের আগে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ তাকে প্রথম শ্রেণির গোয়েন্দা হিসেবে মরণোত্তর পদোন্নতির ঘোষণা দেয়।

এনওয়াইপিডির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের এক পোস্টে বলা হয়, 'তিনি এই শহরকে রক্ষা করার বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

## অবৈধ বসবাস, ৬১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অবৈধ হয়ে ধরা পড়া বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এতে প্রতি মাসে কিছু মানুষকে ফিরতে হচ্ছে ঢাকায়। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শুক্রবার (১ আগস্ট) অবৈধভাবে অবস্থানের অভিযোগে ৬১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

## কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের চুক্তি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য বিপজ্জনক নজির, শিক্ষাবিদদের উদ্বেগ

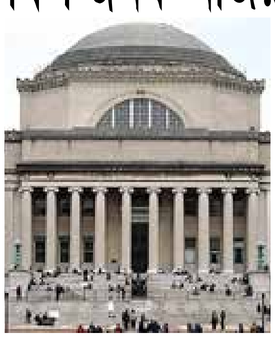

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে ২০ কোটি ডলারের চুক্তির মধ্য দিয়ে কয়েক মাসের টানাপোড়েনের অবসান ঘটেছে। তবে শিক্ষাবিদদের আশঙ্কা, এটি উচ্চশিক্ষার ওপর সরকারের 'আক্রমণের' প্রথম দফা মাত্র। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে হওয়া এ চুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনেক বিষয়ে সমঝোতা করতে বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

## মুনা কনভেনশন ৮-১০ আগস্ট ফিলাডেলফিয়ায়, প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে

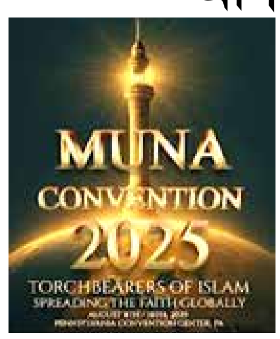


পরিচয় ডেস্ক : 'টচবিয়ার্স অব ইসলাম, স্প্রেডিং দ্যা ফেইথ গ্লোবালী' শ্লোগানে এবারের আয়োজিত হচ্ছে মুনা কনভেনশন-২০২৫। নর্থ-আমেরিকায় মুসলমানদের সর্ববৃহৎ এই কনভেনশন আগামী ৮, ৯ ও ১০ আগস্ট ৩ দিনব্যাপী পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়া শহরের ঐতিহাসিক পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। ২০ হাজারের অধিক ধর্মপ্রাণ শিশু- বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

## যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরীক্ষায় বড় পরিবর্তনের পরিকল্পনা ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরীক্ষাও পরিবর্তন আনা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসের (ইউএসসিআইএস) নতুন পরিচালক জোসেফ এডলো । শুক্রবার (২৫ জুলাই) দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এডলো বলেন, "নাগরিকত্ব পরীক্ষাটা এখন খুব সহজ। কেবল উত্তর মুখস্থ করলেই পাস করা যায়। এটি আইন অনুযায়ী সঠিকভাবে হচ্ছে না বলে আমি মনে করি।" ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদে অভিবাসন ব্যবস্থায় বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

## মুখে দাড়ি থাকায় মার্কিন নাগরিককে গ্রেপ্তার করে যে পরামর্শ দেওয়া হলো

পরিচয় ডেস্ক : কোনো অভিযোগ বা মামলা না থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে এক যুবককে কেবল মুখে দাড়ি রাখার কারণে গ্রেপ্তার করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি টেক্সাসের হিউস্টনে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, কাজে যাওয়ার পথে ভুক্তভোগী বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

## যে কারণে নিউ ইয়র্কের ৮৩ শতাংশ নতুন ভোটার জোহরান মামদানির পক্ষে

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের আসন্ন মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন জোহরান মামদানি। জয়ী হলে তিনিই হবেন ঐতিহ্যবাহী নগরীর প্রথম, মুসলিম মেয়র। এটা এখন পুরনো খবর। নতুন খবর হলো, ফিলিস্তিনের পক্ষ নেওয়ার কারণেই অসংখ্য নতুন ভোটারদের মন জয় করতে পেরেছেন তিনি। গত ৩০ জুলাই বুধবার ইসরায়েলি গণমাধ্যম জেরুজালেম পোস্টের এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানা গেছে।

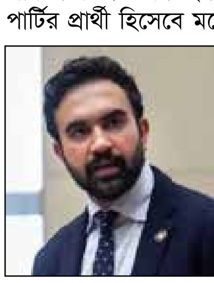

সাম্প্রতিক জরিপ মতে, ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রাইমারিতে প্রথমবার ভোট দিতে আসা মার্কিনিদের কাছে মামদানির ফিলিস্তিনপন্থি মনোভাব বেশ বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

## কমলার বইয়ে 'পর্দার অন্তরালের গল্প'

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখেছেন সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। স্মৃতিচারণামূলক বইটির তিনি নাম দিয়েছেন 'হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন ডেজ' বা '১০৭ দিন'। বইটিতে গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

## যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নীতিতেও আসছে বড় পরিবর্তন, বাতিল হচ্ছে এইচ-১বি লটারি

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি দক্ষ কর্মীদের নিয়োগে বহুল আলোচিত এইচ-১বি ভিসা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের আভাস মিলেছে। এলোমেলোভাবে পরিচালিত লটারি পদ্ধতি বাতিল করে নতুন নিয়ম চালুর পরিকল্পনা করছে মার্কিন সরকার। এতে প্রযুক্তি খাতসহ আমেরিকায় কাজ করতে আগ্রহী হাজার হাজার বিদেশি গ্র্যাজুয়েটের জন্য 'আমেরিকান বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়